সরল সাংখ্যযোগ।

(তৃতীয় সংস্করণ)

"কাপিলাশ্রমীয় পাতঞ্জল যোগদর্শন", "সাংখ্যতত্ত্বালোকঃ",
"সাংখ্যীয় প্রাণতত্ত্ব", "সটীক যোগকারিকা",
"সংস্কৃত-ধর্ম্মপদম্", "সটীক পরভক্তিসূত্রম্",
"পাঞ্চশিখ-সাংখ্যসূত্রভাষ্যম্" প্রভৃতির

প্রণেতা সাং[illegible]াচার্য্য

শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য

কর্ত্তৃক বিরচিত।

শ্রীমদ্ ধর্ম্মমেঘপ্রকাশ ব্রহ্মচারীর দ্বারা প্রকাশিত।

"কাপিলাশ্রম", পোঃ নয়াসরাই, জেলা হুগলী।

শক ১৮৪৭ ইং ১৯২৫।

"ম্যানেজার কাপিলাশ্রমের" নিকট।৵৩ আনার টিকেট সহ
আ[illegible]রিলে এই পুস্তক প্রেরিত হয়।

মূল্য।৵০ আনা, মাশুল /৩ আনা

ধর্ম্মো জ্ঞানং বিবেকাখ্যাম্ ইহ হি সহজং যস্য পূর্ব্বার্জ্জিতত্বাদ্-
বৈরাগ্যঞ্চৈহিকামুত্রবিকবিষয়কং যদ্বশীকারসংজ্ঞম্ ।
কৃত্বা ধ্যানেন সাক্ষাৎ প্রকৃতিপুরুষয়োর্যো বিবেকং সুসূক্ষ্মম্
আদৌ চক্রে চ শিষ্টিং স জয়তু কপিলোহ্যাদিবিদ্বান্ মহর্ষিঃ ॥

যেনোপদিষ্টং প্রথমং হি তন্ত্রং
যঃ প্রাদুরাসীজ্জগতাং হিতায় ।
য আদিবিদ্বান্নবিলুপ্তধীশ্চ
নমোঽস্তু তস্মৈ কপিলর্ষয়ে মে ॥

সরল সাংখ্যযোগ।

(তৃতীয় সংস্করণ)

"কাপিলাশ্রমীয় পাতঞ্জল যোগদর্শন", "সাংখ্যতত্ত্বালোকঃ",
"সাংখ্যীয় প্রাণতত্ত্ব", "সটীক যোগকারিকা",
"সংস্কৃত-ধর্ম্মপদম্", "সটীক পরভক্তিসূত্রম্",
"পাঞ্চশিখ-সাংখ্যসূত্রভাষ্যম্" প্রভৃতির
প্রণেতা সাংখ্যযোগাচার্য্য

শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য
কর্ত্তৃক বিরচিত।

শ্রীমদ্ ধর্ম্মমেঘপ্রকাশ ব্রহ্মচারীর দ্বারা প্রকাশিত।
"কাপিলাশ্রম", পোঃ নয়াসরাই, জেলা হুগলী।
শক ১৮৪৭ ইং ১৯২৫।

"ম্যানেজার কাপিলাশ্রমের" নিকট ।৴৫ আনার টিকেট সহ
আবেদন করিলে এই পুস্তক প্রেরিত হয়।

মূল্য ।৵০ আনা, মাশুল ৴৩ আনা।

কাপিলাশ্রমীয় বিক্রেয় ও বিতরণীয় পুস্তকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

১। পাতঞ্জল যোগদর্শন (পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)। বঙ্গভাষায় চূড়ান্ত দার্শনিক গ্রন্থ। মূল্য ৩।৹ টাকা, মাশুল ।৹ আনা।

২। সরল সাংখ্যযোগ (তৃতীয় সংস্করণ)। সমগ্র সাংখ্যকারিকা যতদূর সম্ভব সহজবোধ্য ভাষায় অন্বয় সহ ইহাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মূল্য ।৶৹ আনা, মাশুল ৵৹ আনা।

৩। যোগ-সোপান। ইহাতে পাতঞ্জল-যোগসূত্রগুলি অন্বয় সহ সরল বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে, প্রথম শিক্ষার্থিগণের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ উপযোগী। মূল্য ।৶৹ + /৹ আনা।

৪। শিবধ্যান ব্রহ্মচারীর অপূর্ব্ব ভ্রমণবৃত্তান্ত দ্বিতীয় সংস্করণ (যোগসাধন ও ধর্ম্ম-রাজ্যের প্রকৃত তথ্য)। ঈশ্বরের প্রকৃত আদর্শ ও সাধন-রাজ্যের প্রকৃত তথ্য সহজ-বোধ্য ভাষায় গল্পচ্ছলে ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল্য ।৶৹ আনা, মাশুল /৹ আনা।

৫। রাজগৃহের ইন্দ্রগুপ্ত ও বৌদ্ধগল্প (দ্বিতীয় সংস্করণ)। অশোকের সময়ের ধর্ম্মমূলক মনোমুগ্ধকর চিত্র। এরূপ অপূর্ব্ব শিক্ষাপ্রদ সদ্ভাবপূর্ণ ঐতিহাসিক উপন্যাস পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। পাঠ করিতে করিতে হৃদয় সদ্ভাবে পূর্ণ হয়। বৌদ্ধগল্প-গুলি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ "অর্থকথা" হইতে অনুবাদিত। মূল্য ।৹ আনা, মাশুল /৹ আনা।

৬। পাঞ্চশিখং সাংখ্যসূত্রম্। ইহাতে পাঞ্চশিখ-সাংখ্যসূত্রগুলি, তাহার সংস্কৃত ভাষ্য (দেবনাগরী অক্ষরে) ও ইংরাজী অনুবাদ আছে। এক আনা।

৭। ধর্ম্মচর্য্যা ও শ্রুতিসার (সনাতন ধর্ম্মনীতির সার সংগ্রহ)। মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বের সারভূত শ্লোকাবলী ও তাহার বঙ্গানুবাদ এবং উপনিষদের কিয়দংশ ও তাহার সরল বঙ্গানুবাদ ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এক আনা।

৮। কাপিলাশ্রমীয় স্তোত্রসংগ্রহঃ। অর্দ্ধ আনা।

সটীক ও সানুবাদ যোগকারিকা, সটীক যোগকারিকা ও পরভক্তিসূত্রম্ অধুনা সাধারণকে দেওয়া হয় না।

অন্যান্য বিতরণীয় পুস্তক নিঃশেষপ্রায় হওয়াতে সাধারণকে আর দেওয়া হয় না।

এক টাকার কম মূল্যের পুস্তক লইতে হইলে, সেই মূল্যের ষ্ট্যাম্প পাঠাইতে হয়। গ্রাহকের খরচ বেশী পড়ে বলিয়া এক টাকারকম মূল্যের পুস্তক ভিঃ পিঃতে পাঠান হয় না। কোন সংবাদ জানিতে হইলে রিপ্লাই কার্ড পত্র লিখিতে হয়।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, "কাপিলাশ্রম",

পোঃ—নয়াসরাই, জেলা—হুগলি।

তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশকের বিজ্ঞাপন।

যে সকল ব্যক্তি কেবল পরমার্থসাধনের জন্য সাংখ্য-যোগবিদ্যা অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূরীকরণার্থ এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। সাংখ্য-যোগবিদ্যা মুমুক্ষুদের ও মোক্ষের সাধকদের অবলম্বনীয় বিদ্যা। অমুমুক্ষু বিষয়ী ব্যক্তিদের দ্বারা এই বিদ্যা অধীত, অধ্যাপিত ও ব্যাখ্যাত হইলে যে ইহার প্রতিভা নষ্ট হয় এবং তাদৃশ শিক্ষা যে পরমার্থসাধনের উপযোগী হইতে পারে না, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বিদ্যা বহু কাল হইতে বিষয়ী ব্যক্তিদের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়া আসিতেছে। ঈদৃশ ব্যাখ্যাকারীরা ও অধ্যাপকেরা প্রচলিত গ্রন্থে যাহা আছে, তাহার বাহিরে এক পাও যাইতে পারেন না। কালক্রমে যে সব নূতন শঙ্কা জন্মিতে থাকে, তাঁহারা তাহার নিরসন করিতে পারেন না, বা সূক্ষ্মার্থ আবিষ্কার করিয়া শিশিক্ষুদের সমস্ত সংশয় দূর করিতে এবং পরকীয় আক্রমণ হইতে শাস্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে পারেন না।

সাংখ্যযোগের ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে বাচস্পতি মিশ্রই প্রধান। কিন্তু তিনি সম্যক্ সাংখ্যযোগমতাবলম্বী বা মুমুক্ষু সাধক ছিলেন না কিন্তু একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। বিশেষত উকিলেরা যেরূপ আসামী ও ফরিয়াদী উভয়েরই পক্ষ সমর্থন করিতে পারেন, বাচস্পতি মিশ্রও সেইরূপ সমস্ত দর্শনের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বিচার করিয়া গিয়াছেন। ফলত মোক্ষসাধনের জন্য যাঁহাদের জীবন উৎসর্গীকৃত, তাদৃশ ক্রিয়াবান্ সাধক ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা মোক্ষশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্যাবগতির বা তত্ত্বোপলব্ধির সম্ভাবনা নাই।

যোগকারিকার ন্যায় সাংখ্যকারিকার সংস্কৃত ব্যাখ্যা করা হইল না, কারণ সাংখ্যকারিকার অনেক সংস্কৃত ব্যাখ্যা আছে। সাংখ্যীয় তত্ত্বসকলের বিশেষ ব্যাখ্যা পাঠকগণ শ্রীমৎ স্বামীজির পাতঞ্জল 'যোগদর্শন' গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন।

এই পুস্তকে সমস্ত সাংখ্যকারিকা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রচলিত টীকাদিতে যে সব সহজ বিষয় বিস্তৃতভাবে প্রপঞ্চিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে অধিক কিছু না বলিয়া কঠিন বিষয় সকলই ইহাতে বিশদ করা হইয়াছে। সরল যোগ অংশ বাদ দেওয়া হইল, কারণ যোগসোপান নামক সহজ এক পাতঞ্জল-সূত্র আশ্রম হইতে প্রকাশিত হইল। ইহা প্রথমে আয়ত্ত হইলে, শিশিক্ষুদের সম্পূর্ণ 'যোগকারিকা' এবং সভাষ্য যোগদর্শন বুঝা সুকর হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

একশ্রেণীর লোক (পাশ্চাত্য critic) আছেন যাঁহারা—'animism', 'optimism', 'pessimism',—প্রভৃতি কতকগুলি পদের দ্বারা মোক্ষদর্শনের সমালোচনা করিতে যান। এবিষয়ে একটী গল্প মনে পড়িল। একদা বোথারার নবাব, ভারতবর্ষে আম্রনামক এক প্রকার উৎকৃষ্ট ফল আছে শুনিয়া তাহার তথ্য নিরূপণ করিবার জন্য একজন সুবিজ্ঞ মৌল্‌বীকে পাঠাইয়া দিলেন। মৌল্‌বী ভারতবর্ষে আসিয়া আম্রের তথ্য নিরূপণ করিয়া গেলেন। পরে নবাবের সভায় উপস্থিত হইয়া, একটী পাত্রে কিছু তেঁতুল ও চিনি গুলিয়া সকলকে বলিলেন, "তোমরা এই পাত্রে দাড়ী চোবাইয়া চুষিলেই আম্রের আস্বাদ উপলব্ধি করিতে পারিবে। কারণ, আম্রের স্বাদ অম্ল-মধুর ও তাহাতে আঁশ আছে"। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা বোথারার নবাব-পরিষদ্ যেমন আম্রের আস্বাদ পাইয়াছিলেন, পাশ্চাত্য সমালোচকেরাও ভারতীয় মোক্ষদর্শনের সেইরূপ আস্বাদ পাইয়া থাকেন।

কাপিল আরাম কার্সিয়ং
আষাঢ় ১৩৩২। } শ্রীধর্ম্মমেঘপ্রকাশ ব্রহ্মচারী

ঈশ্বরকৃষ্ণ কৃত

সাংখ্য কারিকার সূচীপত্র।

এই গ্রন্থে সমস্ত কারিকা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কোন্ কারিকা কোন্ পৃষ্ঠে আছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

অশুদ্ধি-শোধন।

১২২ পৃঃ ৩ পং—'অহিনির্ল্বয়নীবৎ' স্থানে 'অহিনির্ব্বয়নীবৎ' হইবে।

(কাপিলাশ্রমের সাম্বৎসরিক উৎসবে পাঠ্য)

সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ।

প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে এইরূপ প্রখ্যাতি আছে যে, সিদ্ধদের মধ্যে কপিলমুনি শ্রেষ্ঠ। সিদ্ধ অনেক প্রকার হয় বলিয়া শুনা যায়। কেহ কর্ণপিশাচসিদ্ধ, কেহ ভূতসিদ্ধ, কেহ শ্মশানসিদ্ধ ইত্যাদি অনেক প্রকার সিদ্ধের বিষয় লোকে বলে; কিন্তু কপিলমুনি তাদৃশ স্থূলভসিদ্ধ নহেন। তাহা হইলে গীতাকার তাঁহাকে সিদ্ধদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন দিতেন না। কপিলমুনি কৈবল্যমোক্ষে সিদ্ধ। সর্ব্ববিধ দুঃখ হইতে যে একান্তত ও অত্যন্তত নিবৃত্তি তাহার নামই কৈবল্য মুক্তি। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, শৌচ, সন্তোষ প্রভৃতি বিশুদ্ধশীলসম্পন্ন হইয়া সমাধিসিদ্ধ হইলে এবং সমাধির দ্বারা বিবেকরূপ মহাপ্রজ্ঞা লাভ করিলে তবে শাশ্বতী শান্তিরূপ কৈবল্যমুক্তিতে সিদ্ধ হওয়া যায়। আদিবিদ্বান্ কপিলমুনি সর্ব্ব প্রথমে মানুষ গুরুর উপদেশ ব্যতীত এই পরম পদ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি সিদ্ধদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

জগতে মনুষ্য যত প্রকার মুক্তি ও মুক্তিসাধন আবিষ্কার করিয়াছেন তন্মধ্যে দুঃখত্রয়ের অত্যন্তনিবৃত্তিরূপ কৈবল্য-মুক্তি ও তাহার সাধন অপেক্ষা কোন উচ্চ মুক্তি ও মুক্তিসাধন নাই এবং হইতেও পারে না। কারণ, যেমন অনন্ত অপেক্ষা কিছু বড় নাই, সেইরূপ শাশ্বত কালের জন্য সমস্ত দুঃখের সম্যক্ নিবৃত্তি অপেক্ষা উচ্চ মুক্তি

আর কি হইবে? সেইরূপ যম-নিয়ম অপেক্ষা বিশুদ্ধশীল, সমাধি অপেক্ষা অধিক চিত্তস্থৈর্য্য, বিবেকখ্যাতি অপেক্ষা অধিক প্রজ্ঞা এবং পরবৈরাগ্য অপেক্ষা অধিক বৈরাগ্য হইতে পারে না। কপিলমুনি সর্ব্বপ্রথমে এই সমস্ত মহাসাধনে সিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি সিদ্ধদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সমগ্র বসুন্ধরাকে জয় করিয়া কোন চক্রবর্ত্তী রাজা যদি বসুধাব্যাপী রাজ্য স্থাপন করেন, তাহা হইলে তাঁহার বংশে কেহ যত বড়ই রাজা হউন না কেন, তাঁহার রাজ্য কখনও আদি রাজার রাজ্য অপেক্ষা বৃহত্তর হয় না। ঠিক সেই কারণে আদি-সিদ্ধ কপিলের পরবর্ত্তী সমস্ত সিদ্ধগণের মোক্ষসাধন কপিল-প্রদর্শিত মোক্ষ অপেক্ষা উন্নততর হইবার সম্ভাবনা নাই। পরবর্ত্তী সমস্ত সিদ্ধেরাই যে পূর্ব্ববর্ত্তী আদি সিদ্ধের নিকট ঋণী হইবেন তাহাতে আর কথা নাই। ধর্ম্মের দ্বারা যদি জগতের কল্যাণ সাধিত হয় তবে যিনি প্রথমে মোক্ষ-রূপ পরম ধর্ম্মে সিদ্ধ হইয়া জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন সেই কপিল ঋষি জগতের সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণকারী। ফলত কপিল ঋষির দ্বারা প্রবর্ত্তিত সাংখ্যজ্ঞান হিন্দুদের সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের মজ্জাস্বরূপ। এ বিষয়ে মহাভারত বলেন—যে মহাজ্ঞান বেদে, মহৎ ব্যক্তিদের মধ্যে, সাংখ্য-সম্প্রদায়ে ও যোগসম্প্রদায়ে দেখা যায়, তাহা সমস্তই সাংখ্য হইতে আসিয়াছে।

"জ্ঞানংমহদ্‌যদ্ধি মহৎসু রাজন্ বেদেষু সাংখ্যেষু তথৈব যোগে।
যচ্চাপি দৃষ্টং বিবিধং পুরাণে সাংখ্যাগতং তন্নিখিলং নরেন্দ্র॥"

(মহাভারত)

সেইরূপ সুমহান্ বৌদ্ধধর্ম্মও সাংখ্যযোগের ভিত্তিতে স্থাপিত। অতএব সেই সুদূর প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম যে সহস্র সহস্র কোটী মানবের সুখ শান্তির বিধান করিয়াছে তাহার

মূল কপিল মুনি। তজ্জন্য কপিল মুনি পৃথিবীর যত মানবের সুখ-শান্তির হেতু হইয়াছেন, এরূপ আর কেহ হইতে পারেন নাই।

ঈদৃশ মহাপুরুষের পূজার্থে অদ্য আমরা সমবেত হইয়া উৎসব করিতেছি। কথিত হয় কপিলমুনির আশ্রম গঙ্গা ও সাগরের সঙ্গমস্থলে ছিল। সেই সুদূর প্রাচীনকালে গঙ্গাসাগরের সঙ্গম কোথায় ছিল তাহা অধুনা নির্ণেয় নহে। গঙ্গা কিন্তু চিরকালই মহাজ্ঞানের রূপক। বিবেকজ্ঞানরূপ গঙ্গার ও চৈতন্যরূপ মহাসাগরের সঙ্গমস্থলে যে কপিল মুনি স্বীয় অতুল বিবেকবাণীর দ্বারা বিরাজমান, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। আর পুরাকালে এই পৌষ সংক্রান্তিতে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। উত্তরযান বা দেবযান ধর্ম্মিষ্ঠ মানবদের গতি বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। সুতরাং প্রাণীদের অভ্যুদয়ের রূপকস্বরূপ এই পবিত্র দিনে পৃথিবীর অধিকাংশ মানবের কল্যাণের হেতুভূত সেই মহাপুরুষের পূজা হওয়া বিধেয়। যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ, এই নিয়ম প্রসিদ্ধ আছে। যেথানে ধর্ম্ম সেথানে জয়, যেথানে অধর্ম্ম সেথানে পরাজয়। যেমন ফলের দ্বারা বৃক্ষ চেনা যায় সেইরূপ হিন্দুজাতির নানা দিকে পরাভব দেখিয়া নিঃসংশয়ে জানা যায় যে, তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মের নামে নিশ্চয়ই অধর্ম্ম প্রবলভাবে চলিতেছে। পুরাকালে ভারতীয় রাজ্যের পরাভব হইত কিন্তু ভারতীয় ধর্ম্মের পরাভব হইত না। প্রাচীনকালে বাহুবলে অনেক জাতি ভারতবিজয় করিয়াছে কিন্তু তাহারা ভারতীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ভারতীয় জাতিতে মিশিয়া গিয়াছে। প্রবলপরাক্রান্ত শকরাজ কনিষ্ক ভারতবিজয় করিয়া ভারতীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এমন কি তাঁহার পৌত্র বাসুদেব শকনামের পরিবর্ত্তে ভারতীয় নাম লইয়া সম্পূর্ণ ভারতীয় হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সহস্রাধিক বৎসর হইতে হিন্দু জাতি হইতে কোটী কোটী ব্যক্তি বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে। সেই

কালের হিন্দুধর্ম্মের এরূপ সামর্থ্য হয় নাই যে, তাহা পরাভব হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। সুতরাং ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের প্রাবল্যই সেই পরাভবের কারণ।

হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের জাতীয় অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে কপিল-প্রমুখ ঋষিগণের দ্বারা যে বিশুদ্ধ মহান্ যোগ-ধর্ম্ম আবিষ্কৃত ও অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা হৃদয়ে ধারণ করিতে যত্নবান্ হও। তাহা হইলে কুত্রাপি পরাভূত হইবে না। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, শৌচ, সন্তোষ, তপ ও স্বাধ্যায় আচরণ কর; প্রণবাদি পবিত্র মন্ত্রের দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ মহেশ্বরকে ভাবনা কর, মৈত্রী করুণা মুদিতা ও উপেক্ষার দ্বারা চিত্তের শুদ্ধি সম্পাদন কর এবং পরম পদ কৈবল্যের দিকে লক্ষ্য স্থির রাখ। ঈদৃশ পরম পবিত্র ধর্ম্ম আচরণ করিলে জগতের কুত্রাপি পরাভূত হইবে না। আর প্রতিদিন তোমাদের সুখশান্তি যে বর্দ্ধিত হইতেছে তাহাও বুঝিতে পারিবে।

যে মহাপুরুষ সর্ব্ব প্রথমে ঈদৃশ পবিত্র সাংখ্য-যোগ-ধর্ম্মে সিদ্ধ হইয়াছিলেন তাঁহার পবিত্র কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া তাঁহাকে ভূয়ো ভূয়ঃ নমস্কার করি।

ওঁ আদিবিদুষে কপিলায় নমঃ।

ওঁ আদিবিদুষে কপিলায় নমঃ।

সরল সাংখ্যযোগ।

উৎপত্তি।

"আদিবিদ্বান্ নির্ম্মাণচিত্তমধিষ্ঠায় কারুণ্যাদ্ ভগবান্ পরমর্ষিরাসুরয়ে জিজ্ঞাসমানায় তন্ত্রং প্রোবাচ।" অর্থাৎ আদিবিদ্বান্ কপিল কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হইলেও শাশ্বতচিত্ত রোধের পূর্ব্বে মহর্ষি আসুরির দ্বারা পৃষ্ট হইয়া, করুণার্দ্র হওত নির্ম্মাণচিত্তে অধিষ্ঠান করিয়া সাংখ্যতন্ত্র বলিয়াছিলেন।

এই সূত্রটী মহর্ষিপঞ্চশিখ-কৃত প্রাচীন সাংখ্যগ্রন্থে ছিল। অধুনা সেই গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে। যোগভাষ্যকার ব্যাসদেব কতিপয় স্থলে পঞ্চ শিখের সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। উপর্য্যুক্ত সূত্রটী তাহার মধ্যে একটী।

সাংখ্যের নাম শান্ত-ব্রহ্মবিদ্যা বা নির্গুণপুরুষবিদ্যা। যাঁহারা ঐশ্বরিক উপাধিসম্পন্ন আত্মাকে চরম তত্ত্ব মনে করেন, তাঁহাদের মতের নাম সগুণব্রহ্মবিদ্যা। কারণ, তাঁহারা চিদ্রূপ আত্মা ও সত্ত্বগুণময় ঐশ্বরিক উপাধি, এই দুইটীকে নিত্য অবিনাভাবে বর্ত্তমান মনে করেন। সাংখ্যমতে অন্তঃকরণরূপ উপাধি শান্ত বা প্রলীন হইলে যে শুদ্ধ চিদ্রূপ পুরুষ থাকেন, তাহাই চরম তত্ত্ব বলিয়া স্বীকৃত হয়। তজ্জন্য সাংখ্যের নাম শান্ত-ব্রহ্মবিদ্যা।

মহর্ষি কপিল সর্ব্বপ্রথমে এই শান্ত-ব্রহ্মবিদ্যায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন বা নির্গুণপুরুষতত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম আদিবিদ্বান্। তিনি যোগের দ্বারা পুরুষতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিলে পর এবং চিত্তকে

নিত্যকালের জন্য পরমা শান্তিতে বিলীন করিবার পূর্ব্বে, মহর্ষি আসুরি জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহাকে তত্ত্ববিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। পরমর্ষি কপিল তাহাতে করুণার্দ্র হইয়া নির্ম্মাণচিত্ত সৃজন করিয়া (কারণ মুক্ত পুরুষদের চিত্ত সংস্কারহীন হওয়াতে আর স্বতঃ উত্থিত হইয়া কার্য্য করে না) তাহাতে অধিষ্ঠান করত পরমা শান্ত-ব্রহ্মবিদ্যা বা সাংখ্যতত্ত্ব আসুরি ঋষিকে উপদেশ করিয়াছিলেন। এইরূপে চরম তত্ত্বের সাক্ষাৎকারী পরমর্ষি কপিলের দ্বারা সাংখ্যযোগশাস্ত্র আদিতে কথিত হয়। এই বিষয়ের যুক্তি এইরূপ—

সাধারণ দর্শনশাস্ত্রের ন্যায় অন্ধকারে ঢিল মারিতে মারিতে অর্ব্বাগ্‌দর্শী ব্যক্তিদের দ্বারা শুদ্ধ তর্ক হইতে সাংখ্যযোগবিদ্যা আবিষ্কৃত হইতে পারে না। কারণ ইহার মূল বিষয়সকল সাক্ষাৎকারসাধ্য। অতএব এই বিদ্যা যিনি প্রথমে উপদেশ করিয়াছিলেন (সুতরাং যাঁহার অন্য উপদেষ্টা ছিল না), তিনি নিশ্চয়ই তত্ত্বসাক্ষাৎকারী পুরুষ। কপিল ঋষিই আদি উপদেষ্টা; কারণ, তৎকথিত সাংখ্যযোগ অপেক্ষা এই বিষয়ের প্রাচীন উপদেশ আর নাই। সুতরাং কপিল ঋষি তত্ত্বসাক্ষাৎ-কারী, এবং তৎকথিত সাংখ্যবিদ্যাও তজ্জন্য সর্ব্বথা প্রামাণ্য।

সাংখ্যের বিশেষত্ব।

সাংখ্যশাস্ত্র যুক্তিপ্রধান। ইহা মানিতে হইলে কুত্রাপি অন্ধবিশ্বাসের প্রয়োজন নাই। ইহার তত্ত্বসকল কতকগুলি প্রত্যক্ষ আর কতকগুলি সাধারণ ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ। সেই অপ্রত্যক্ষ তত্ত্বসকল অনুমানপ্রমাণের দ্বারা প্রমেয় এবং পরে স্থির ইন্দ্রিয়ের ও মনের দ্বারা সাক্ষাৎকার করিবার যোগ্য। বাহ্য ও আভ্যন্তর জগৎকে বিশ্লেষ করিয়া সাংখ্যেরা যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা যত দিন মনুষ্য মনোবুদ্ধিযুক্ত মনুষ্য থাকিবে, তত দিন তাহাদের নিকট সত্য-স্বরূপে জায়মান হইবে।

কেহ কেহ বলেন, তর্ক অপ্রতিষ্ঠ; এক জন যাহা যুক্তিবলে সিদ্ধ করেন, অন্য এক জন তাহা যুক্তিবলে বিপর্য্যস্ত করেন, ইহা দেখা যায়; সুতরাং যুক্তির দ্বারা নিঃসংশয়ে কিছুর চরম সিদ্ধান্ত হয় না। এই কথা আংশিক সত্য। কারণ সমস্ত তর্ক অপ্রতিষ্ঠ নহে। যাঁহারা প্রমেয় বিষয় সাক্ষাৎকার করেন নাই, অথচ তর্কবলে কোন প্রমেয় বিষয় সিদ্ধ করিতে যান, তাঁহাদের তর্ক অপ্রতিষ্ঠ। আর যাঁহাদের তর্কণীয় বিষয় তর্কের দ্বারা "অপ্রমেয়" (যেমন বৈদান্তিকদের ব্রহ্ম) তাঁহাদের তর্কও অপ্রতিষ্ঠ। এই জন্য পরোক্ষ বক্তার বচনের অর্থাবিষ্কার-বিষয়ক তর্ক (মীমাংসকদের তর্ক) বা Speculation নামক তর্ক সর্ব্বথা অপ্রতিষ্ঠ। কিন্তু আর এক রকমের তর্ক আছে যাহা সর্ব্বথা প্রতিষ্ঠিত। যেমন জ্যামিতির তর্ক। কেহ লক্ষ লক্ষ বৎসর তর্ক করিলেও উহা অপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে না। সাংখ্যের তত্ত্বসম্বন্ধীয় যুক্তিসকলও সেইরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত। কারণ, তত্ত্বসকল বর্ত্তমান ভাব পদার্থ (যাহা ছিল বা থাকিবে এরূপ পদার্থ নহে) এবং সাক্ষাৎকারযোগ্য পদার্থ। বিশেষতঃ যিনি এই যুক্তিসকল আবিষ্কার করিয়া তত্ত্বসকল প্রথমে সিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তিনি সাক্ষাৎকারী ঋষি। তিনি স্বকীয় সাক্ষাৎ-অনুভূত বিষয় যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; এবং কিরূপে তাহারা সাক্ষাৎকৃত হয়, তাহাও যুক্তির সহিত দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন; সুতরাং সাংখ্যীয়-তত্ত্ব-বিষয়ক তর্ক অপ্রতিষ্ঠ নহে, কিন্তু সুপ্রতিষ্ঠিত।

অধিকারী।

যাঁহারা স্বভাবতঃ অন্ধবিশ্বাসের সাহায্য লইয়া পরমার্থ-বিষয় নিশ্চয় করেন না, তাদৃশবুদ্ধিসম্পন্ন, মেধাবী, অহিংসা-সত্যাদি-বিশুদ্ধশীল-সম্পন্ন, অধ্যাত্মচিন্তা-পরায়ণ ব্যক্তিই সাংখ্যযোগের অধিকারী।

পুরুষার্থ।

প্রাণিগণ যাহা চাহে তাহার নাম পুরুষার্থ। বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, সমস্ত প্রাণীরা সুখ চাহে এবং "আমার দুঃখ না হউক" ইহা চাহে। আরও সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, সুখ থাকিলে দুঃখ অবশ্য-ম্ভাবী। তাহার প্রধান কারণ চিত্তের ও বিষয়ের পরিণামশীলতা। সুখকর বিষয় প্রাপ্ত হইয়া কিছুক্ষণ সুখভোগ করার পর চিত্তের (এবং চিত্তের অনুগত ইন্দ্রিয়ের) স্বগত পরিণাম হওয়াতে আর সেই বিষয় সুখকর হয় না। এই কারণে অনেকক্ষণ সুশব্দ, সুস্পর্শ, সুরূপ, সুরস বা সুগন্ধ কিছুই ভাল লাগে না। কিছুক্ষণ উহা ভোগ করিলে পরে বিরক্তি এবং শেষে দুঃখ বোধ হয়। পরন্তু পুত্রকলত্রাদি সুখকর বিষয় যদি মৃত, নষ্ট বা রুগ্ন হইয়া বিপরিণত হয়, তবে প্রাণীর তাহাতেও দুঃখ উপস্থিত হয়। এইরূপে জানা যায় যে, সুখ থাকিলে দুঃখ অবশ্য-ম্ভাবী। অতএব সূক্ষ্মবিচার-পূর্ব্বক বলিলে বলিতে হইবে যে, "আমার সুখ হউক" ইহা ভ্রান্ত পুরুষার্থ, আর "আমার দুঃখ না হউক" ইহাই যথার্থ পুরুষার্থ।

পরম পুরুষার্থ।

"আমার দুঃখ না হউক" ইহা যদি পুরুষার্থ হয়, তবে "আমার সদাকালের জন্য সমস্ত দুঃখ নিবৃত্ত হউক" এইরূপ অর্থই পরমপুরুষার্থ হইবে। যদি অনন্ত কালের জন্য সর্ব্বপ্রকার দুঃখের নিবৃত্তি হয়, তবে তদপেক্ষা অধিকতর ইষ্ট বিষয় আর কি থাকিবে? সেই হেতু তাহা পরমপুরুষার্থ। এইজন্য সাংখ্য-সূত্রকার বলিয়াছেন,—"অথ ত্রিবিধদুঃখাদত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ"—অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখ হইতে যে শাশ্বতিক নিবৃত্তি, তাহাই পরমপুরুষার্থ।

আমাদের যে সমস্ত দুঃখ হয়, তাহা বাহ্য ও আধ্যাত্মিক। বাহ্য দুঃখ পুনশ্চ দ্বিবিধ—আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। অতএব আধ্যাত্মিক,

আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, সাকল্যে এই ত্রিবিধ দুঃখ হইল। অনিষ্ট বিষয়ের সংযোগ হইতেই দুঃখ হয়। তন্মধ্যে শরীর-গত রোগাদি এবং অন্তঃকরণ-গত আকাঙ্ক্ষাদি এই অনিষ্ট বিষয়ের উৎপত্তি হইলে যে দুঃখ হয়, তাহা আধ্যাত্মিক। অর্থাৎ, আভ্যন্তরিক বিষয় হইতে উৎপন্ন দুঃখই আধ্যাত্মিক। পার্থিব প্রাণী আদি হইতে সঞ্জাত দুঃখ আধিভৌতিক, আর অপার্থিব কারণ হইতে উৎপন্ন দুঃখ আধিদৈবিক।

এই ত্রিবিধ দুঃখের সমস্তের যে অনন্ত কালের জন্য নিবৃত্তি, তাহাই **পরমপুরুষার্থ**।

পরমপুরুষার্থসিদ্ধির কি কি সাধন নহে।

দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ।
দৃষ্টে সাপার্থা চেন্নৈকান্ততোঽত্যন্ততোঽভাবাৎ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ—দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ (ত্রিবিধ দুঃখের দ্বারা অভিঘাত প্রাপ্ত হওয়াতে) তদবঘাতকে (তাহার [দুঃখের] নাশের) হেতৌ (উপায়বিষয়ে) জিজ্ঞাসা (জানার ইচ্ছা হয়)। দৃষ্টে (ইহ লোকের বিষয়প্রাপ্তিতে দুঃখনিবৃত্তি হয় ইহা ভাবিয়া) সা (সেই জিজ্ঞাসা) চেৎ (যদি) অপার্থা (নিষ্প্রয়োজন হয়, এরূপ বল); ন (না, তাহা হয় না) একান্ততঃ (একটীও থাকিবে না এরূপভাবে) অত্যন্ততঃ (সদাকালের জন্য থাকিবে না এরূপভাবে) অভাবাৎ (দুঃখের অভাব হয় না বলিয়া)।১। (সাংখ্যকারিকা)। অর্থাৎ, দুঃখত্রয়ের দ্বারা অভিঘাত প্রাপ্ত হইয়া প্রাণীরা সেই দুঃখের নিবৃত্তির উপায়বিষয়ে জিজ্ঞাসু হয়। যদি বল যে, পার্থিব সুখকর বিষয়ের দ্বারাই দুঃখের নিবৃত্তি হয়, অতএব ঐ জিজ্ঞাসা উহাতেই নিবৃত্তা হইল। না, তাহা নহে। কারণ, পার্থিব বিষয়ের দ্বারা কথঞ্চিৎ দুঃখনিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি (একটীও দুঃখ থাকিবে না, এরূপ ভাবে দুঃখনিবৃত্তি) এবং অত্যন্ত-নিবৃত্তি বা সর্ব্বকালের জন্য দুঃখনিবৃত্তি হয় না।

একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই ইহা হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, যতই পার্থিব সম্পদ্ লাভ হউক না কেন, তদ্দ্বারা কেহ কখনও রোগ-শোক-জরা-মরণ আদি হইতে সঞ্জাত দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইতে পারিবে না। এই বিষয়ে মনীষীরা কুঞ্জরশৌচের দৃষ্টান্ত দেন। কুঞ্জরকে যতই ধুইয়া পরিষ্কৃত করা যাউক না কেন, কিছুক্ষণ পরে ধূলি আদি প্রক্ষিপ্ত করিয়া হস্তীরা পুনঃ স্বীয় শরীরকে মলিন করে। সেইরূপ যতই পার্থিব উপায়ের দ্বারা সুখের সংবিধান কর না কেন কিছুকাল পরে পুনশ্চ দুঃখ ঘটিবার শত শত কারণ দেখিতে পাইবে। প্রতিদিন যেরূপ ক্ষুধাদি পীড়ার শান্তির চেষ্টা করিতে হয়, সেইরূপ পার্থিব উপায়ের দ্বারা প্রতিক্ষণই দুঃখের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। তদ্দ্বারা কদাপি দুঃখের সম্যক্ নিবৃত্তির সম্ভাবনা দেখা যায় না।

দৃষ্টের বা পার্থিব বিষয়ের প্রাপ্তি পরমপুরুষার্থ সাধনের হেতু নহে, ইহা জানা গেল। তবে কি আনুশ্রবিক বিষয় পরমপুরুষার্থসিদ্ধির হেতু? না, তাহাও নহে। আনুশ্রবিক বিষয় অর্থে শাস্ত্রে উপদিষ্ট স্বর্গলোকের দিব্য বিষয়। পৃথিবীতে নানাবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র যাহা প্রচলিত আছে, তাহার সমস্ত শাস্ত্রই স্বর্গ ও নরকের বিষয় বলে। এতৎ সম্বন্ধে দুই প্রকার মত প্রধানতঃ দেখা যায়ঃ—

১ম। পুণ্যকর্ম্মবিশেষের দ্বারা ও ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারা স্বর্গলোকে গতি হয়; তথায় অমর হইয়া শাশ্বতকাল সুখে পুণ্যশীল মনুষ্যেরা থাকে। *

২য়। পুণ্যকর্ম্মের ফলে স্বর্গলোকে গমন হয়। তথায় সুখভোগ

---

* খৃষ্টান, মুসলমান ও ভারতীয় কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ইহা মত। দ্বিতীয় মতটী বৌদ্ধদের ও হিন্দুদের।

শেষ হইলে প্রাণী পুনশ্চ ইহলোকে আগমন করিয়া কর্ম্মাচরণ ও সুখ-দুঃখ ভোগ করে।

প্রথম মতটীর শাস্ত্রপ্রমাণ ছাড়া আর অন্য প্রমাণ নাই। কিন্তু উহা সর্ব্বথা অসম্ভব। মনুষ্যের সমস্তই নশ্বর, কিন্তু মরিয়া গেলে অমনি মনুষ্য অবিনশ্বর হইয়া যাইবে, ইহা কদাপি সম্ভবপর নহে। মনুষ্য স্বীয় মন-বুদ্ধি-আদি লইয়া পরলোকে যায়, আর তথায় যাইয়া হঠাৎ সেই মন-বুদ্ধি অজর অমর হইয়া নিত্যকাল একভাবে থাকিবে, এরূপ মত নিতান্তই অসঙ্গত। এই মতাবলম্বীরা ইহাকে অন্ধবিশ্বাসের বিষয় বলেন। তাঁহারা হয়ত বলিবেন যে, "ঈশ্বর স্তুতিতে প্রীত হইয়া স্বীয় পূর্ণ-ঐশ্বর্য্য-বলে মর-মনুষ্যকে পরলোকে অমর করিয়া দেন"। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ বটেন, কিন্তু তাই বলিয়া যে তিনি তোমার কল্পনামত সব কার্য্য করিবেন, তাহাতে প্রত্যয় কি? পেটুক কল্পনা করিবে যে, যথায় মিষ্টান্ন প্রচুর এবং খাইলে কখনও উদর ও রসনার অবসাদ আসে না, তাহাই আমার স্বর্গ। সর্ব্ব-শক্তিমান্ ঈশ্বর স্বীয় শক্তিবলে সব করিতে পারেন। অতএব উহাও তিনি করিয়াছেন। সেইরূপ শঠ-লম্পটাদিরাও স্বীয় স্বীয় প্রবৃত্তির অনুরূপ স্বর্গ কল্পনা করিতে পারে। তাই বলিয়া কি ঈশ্বর তাহাদের কল্পনার অনুরূপ স্বর্গ সৃজন করিবেন? এইরূপ মতাবলম্বীরা স্বর্গলোককে পঞ্চভূতময়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর বলিয়া কল্পনা করেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভৌতিক বিষয় ক্ষয়োদয়শীল দেখা যায়, সুতরাং ঐরূপ স্বর্গলোকও ক্ষয়োদয়শীল হইবে, অতএব তথায় যাইলে শাশ্বতী দুঃখনিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই।

এই প্রথম মত অপেক্ষা দ্বিতীয় মত সমধিক সঙ্গত এবং শাস্ত্রের উহাই প্রকৃত মত। শাস্ত্রে আছে বটে যে "অপাম সোমমমৃতা অভূম" ইত্যাদি

অর্থাৎ আমরা সোমপান করিয়া (অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্ম করিয়া) স্বর্গলোকে অমর হইব ইত্যাদি। কিন্তু এই অমরত্বের অর্থ কিছুদিন অজরভাবে থাকা। "আভূতসম্প্লবং স্থানম্ অমৃতত্বং হি ভাষ্যতে।" অর্থাৎ যতদিন না ভৌতিক প্রলয় হয়, ততদিন অবস্থানকে অমৃতত্ব বলা যায়। অতএব প্রকৃত শাস্ত্রসিদ্ধান্ত এই যে,—স্বর্গলোকে সুদীর্ঘ কাল দিব্য সুখ অনুভব করিয়া পুণ্যশীলেরা বর্ত্তমান থাকেন বটে, কিন্তু পরে তাঁহাদের ইহলোকে পুনরাবর্ত্তন ঘটে। "ক্ষীণে পুণ্যে স্বর্গলোকাচ্চ্যবন্তে"—পুণ্যক্ষয় হইলে প্রাণী স্বর্গলোক হইতে বিচ্যুত হয়। এইরূপে জানা গেল যে, দৃষ্ট বা ইহলৌকিক এবং আনুশ্রবিক বা পারলৌকিক—এই দ্বিবিধ বিষয়লাভে দুঃখের সম্যক্ নিবৃত্তি হইয়া পরমপুরুষার্থের সিদ্ধি হয় না। সাংখ্যকারিকা যথা—

দৃষ্টবদানুশ্রবিকো হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ॥২॥

অন্বয়:—আনুশ্রবিকঃ (পারলৌকিক বিষয়) দৃষ্টবৎ (ঐহিক বিষয়ের মত) অবিশুদ্ধি-ক্ষয়-অতিশয়-যুক্তঃ। শ্রেয়ান্ (শ্রেয়ঃ বা দুঃখ-নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ) তদ্বিপরীতঃ (দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয়ের বিপরীত); ব্যক্ত-অব্যক্ত-জ্ঞ-বিজ্ঞানাৎ (ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং জ্ঞ এই ত্রিবিধ তত্ত্বের বিজ্ঞান হইতে শ্রেয় সিদ্ধ হয়)। ২।

অর্থ:—দৃষ্ট বিষয়ের ন্যায় আনুশ্রবিক বিষয়ের প্রাপ্তিজনিত যে দুঃখনিবৃত্তি, তাহা অবিশুদ্ধি ক্ষয় ও অতিশয়-যুক্ত। অর্থাৎ তাহাও দুঃখের দ্বারা গ্রস্ত (অবিশুদ্ধ), ক্ষয়শীল এবং সম্পূর্ণ নহে বলিয়া তন্মধ্যেও উচ্চ ও নীচ অবস্থা আছে (অতিশয়যুক্ত বা সাতিশয়ী)।

পরমপুরুষার্থসিদ্ধির উপায়।

শ্রেয় বা পরমপুরুষার্থ। তাহা দৃষ্ট ও আনুশ্রবিক বিষয়ভোগের বিপরীত। তাহা ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং জ্ঞ এই ত্রিবিধ বস্তুর বিজ্ঞান হইতে সিদ্ধ হয়।

যাহা স্বব্যাপারের দ্বারা জায়মান, তাদৃশ তত্ত্বসমূহের নাম ব্যক্ত। বুদ্ধি, অহঙ্কার আদি হইতে পঞ্চভূত পর্য্যন্ত ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের নাম ব্যক্ত তত্ত্ব। যাহা শক্তিস্বরূপে স্থিত, যাহার সত্তা অনুমানের দ্বারা উপলব্ধ হয়, যাহার স্বরূপ সাক্ষাৎকৃত হইবার যোগ্য নহে, তাহার নাম অব্যক্ত-তত্ত্ব। প্রকৃতি বা প্রধান অব্যক্ততত্ত্ব।

জ্ঞ অর্থে চিৎ বা চৈতন্য। পুরুষই জ্ঞ-স্বরূপ। অতএব তত্ত্বগণ সাকল্যে পঞ্চবিংশতিসংখ্যক হইল। ইহাদের বিজ্ঞান হইতে পরম-পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। বিজ্ঞান ত্রিবিধ:—শ্রবণজাত, মননজাত ও নিদি-ধ্যাসনজাত বা সমাধিজাত। সমাধিজাত বিজ্ঞানই সম্যক্ বিজ্ঞান এবং তদ্দ্বারাই দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্ত হয়।

তত্ত্ববিজ্ঞান।

শ্রবণ ও মনন হইতে উৎপন্ন বিজ্ঞান সামান্য বিজ্ঞান, আর সমাধিজাত প্রজ্ঞা বা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা বিশেষ বিজ্ঞান। যেমন সাধারণ প্রত্যক্ষ আছে, উহা তেমনি অলৌকিক প্রত্যক্ষ। কোন অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের বিবরণ শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয়ে একরূপ জ্ঞান হয়। ঐরূপ নিশ্চয়জ্ঞান সহজেই ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। কিন্তু সেই বিষয় যদি যুক্তির দ্বারা নিশ্চয় করা যায়, তবে তাহা সহজে ভাঙ্গে না। পরে যদি তাহা সাক্ষাৎকার করা যায়, তবেই তদ্বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান হয়। সাক্ষাৎকার করিয়া পুনশ্চ তাহা যদি সদাকাল চিত্তে রাখা যায়, তবেই তাহাকে সম্যক্ প্রজ্ঞা বলে। ঐরূপ তত্ত্ববিজ্ঞান বা সম্যক্ প্রজ্ঞার দ্বারাই দুঃখের সম্যক্ নিবৃত্তি হয়।

কোন সাধনীয় বিষয়ের (বিশেষতঃ কষ্টসাধ্য বিষয়ের) নিশ্চয় জ্ঞান হইলে তবে তাহা সাধন করিতে আমরা প্রবৃত্ত হই। মনে কর, তোমার অগ্নির বিশেষ আবশ্যক। যদি তুমি নিশ্চয় জান যে, অমুক দুর্গম স্থানে অগ্নি আছে, তবেই তুমি তথায় যাইতে প্রবৃত্ত হও।

সেই নিশ্চয় জানা কাহারও কথা শুনিয়া ঘটিতে পারে। কিন্তু আবার অপর কাহারও কথা শুনিয়া সহজেই তাহাতে অনিশ্চয় হইতে পারে। তবে তুমি যদি ধূম দেখিয়া অনুমানের বা যুক্তির দ্বারা নিশ্চয় কর যে, "ঐ স্থানে অগ্নি আছে" তবে সেই নিশ্চয় সহজে ভাঙ্গিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা নাই। অতএব শ্রবণজাত নিশ্চয় অপেক্ষা মননজাত নিশ্চয় আরও ভাল হইল। ঐ উভয় ঘটিলে সর্ব্বোত্তম হয়। এইরূপে "অগ্নি অমুক স্থানে আছে" এরূপ নিশ্চয় করিয়া যদি তুমি তথায় যাইয়া অগ্নিকে প্রত্যক্ষ কর, তবে অগ্নি-সম্বন্ধে তোমার বিশেষ জ্ঞান হইবে। অর্থাৎ কি কাঠের অগ্নি, কত বড় অগ্নি ইত্যাদির যথাবৎ জ্ঞান হইবে এবং অগ্নির প্রাপ্তি ঘটিয়া প্রয়োজনও সিদ্ধ হইবে।

পরমপুরুষার্থ সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। প্রথমে বিশেষজ্ঞ আপ্ত ব্যক্তিদের বাক্য হইতে তদ্বিষয় নিশ্চয় করিয়া পরে মনন বা যুক্তি-পূর্ণ দর্শনশাস্ত্রের দ্বারা তাহার নিশ্চয় করিতে হয়। এইরূপে নিশ্চয় জ্ঞান দৃঢ় হইলে তবেই তৎসাধনে উত্তম হয়। উত্তমপূর্ব্বক তাহার সাধন করিলে তত্ত্বসকল সাক্ষাৎকৃত হয়। সাক্ষাৎকার হইলে কোন্ তত্ত্ব দুঃখকর বলিয়া হেয় এবং কোন্ তত্ত্ব অদুঃখকর বলিয়া উপা-দেয়, তাহারও সম্যক্ নিশ্চয় হয়। সেই নিশ্চয়বলে হেয় তত্ত্ব সকল ত্যাগ করিলে এবং উপাদেয় তত্ত্ব গ্রহণ করিলেই পরমপুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। এই বিষয়ে শাস্ত্র যথা,—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (শ্রুতি) অর্থাৎ আত্মা দ্রষ্টব্য বা সাক্ষাৎ-কর্ত্তব্য। তাহা শ্রবণের, মননের ও নিদিধ্যাসনের বা সমাধির দ্বারা দ্রষ্টব্য। স্মৃতি যথা—"শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ। মত্বাতু সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ"॥ অর্থাৎ শ্রুতিস্থ বাক্যের

দ্বারা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য (কারণ শ্রুতিস্থিত বিবরণ সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধতম), পরে উপপত্তির বা যুক্তির দ্বারা ঐ বিষয় মন্তব্য, আর মনন করিয়া সর্ব্বদা ধ্যেয়। ইহাই সাক্ষাৎকারের হেতু।

অতএব এই গ্রন্থে আমরা প্রথমে তত্ত্ববিষয়ক বিশুদ্ধতম শ্রুতি বলিয়া পরে তাহার মননার্থ দর্শনশাস্ত্রোক্ত যুক্তিসকল বলিব। পরে উহার সাক্ষাৎকারের জন্য নিদিধ্যাসন বা সমাধির দ্বারা যে উপলব্ধি তদ্বিষয়ে বলিব।

ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং জ্ঞ বা বিকৃতি, প্রকৃতি এবং পুরুষ এই ত্রিবিধ তত্ত্ব-বিষয়ক বিশুদ্ধতম শ্রুতি যথা :—

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধি বুর্দ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তম্ অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥

অর্থাৎ—বিষয়, ইন্দ্রিয়, মন, অহং বুদ্ধি বা অস্মিতাখ্য অহংকার, মহত্তত্ত্ব, অব্যক্ত এবং পুরুষ এই তত্ত্বসকল এই শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট হইল। ইহা ছাড়া বিশ্বে কোনও পদার্থ নাই। ইহার দ্বারাই সমস্ত নির্ম্মিত। ইহার মধ্যে পুরুষ পরা গতি। তাঁহাতে স্থিতি হইলেই (চিত্তবৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক) পরমপুরুষার্থ সিদ্ধ হয়।

আর শ্বেতাশ্বতরের এই শ্লোকে সাংখ্যীয় সমস্ত পদার্থই উক্ত হইয়াছে। যথা "তমেক-নেমিং ত্রিবৃতং ষোড়শান্তং, শতার্দ্ধারং বিংশতি প্রত্যরাভিঃ। অষ্টকৈঃ ষড়্ভি র্বিশ্বরূপৈকপাশং ত্রিমার্গভেদং দ্বিনিমিত্তৈক মোহম্॥ অর্থাৎ, সেই একনেমি (প্রকৃতি,) ত্রিবৃত (তিনগুণযুক্ত), ষোড়শান্ত (ষোড়শ অন্ত্য বিকারযুক্ত), শতার্দ্ধ বা পঞ্চাশ অর যুক্ত (পঞ্চ বিপর্য্যয়, আঠাইশ অশক্তি, নয় তুষ্টি ও অষ্ট সিদ্ধি), বিংশতি প্রত্যর যুক্ত (দশ

ইন্দ্রিয় ও তাহাদের দশ বিষয়), ছয় অষ্টক যুক্ত (অষ্ট অষ্ট প্রকৃতি, ধাতু, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্মজ্ঞানাদি ভাব, ব্রহ্ম প্রজাপতি আদি দেবযোনি ও দয়াদি অষ্ট গুণ), বিশ্বরূপ, একপাশ (কামরূপ), ত্রিমার্গভেদযুক্ত (ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ), দুই নিমিত্ত হইতে এক মোহযুক্ত (ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হইতে অবিদ্যাযুক্ত)। ১।৪। পর শ্লোকেও সাংখ্যশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ পঞ্চ চিত্তবৃত্তি, পঞ্চ বিপর্য্যয় আদি উক্ত হইয়াছে।

উপরি উক্ত তত্ত্বসকলের দ্বারা বিশ্ব (বাহ্য ও আভ্যন্তর সমস্ত বস্তু) নির্ম্মিত। উহার মধ্যে পড়ে না এরূপ কোনও পদার্থ বিশ্বে খুঁজিয়া পাইবে না। তুমি আমি সমস্তই উহার দ্বারা নির্ম্মিত।

প্রমাণ।

কোনও বিষয় যথার্থরূপে জানিতে হইলে যে ঐন্দ্রিয়িক ও মানস ব্যাপারের দ্বারা জানা যায়, তাহার নাম প্রমাণ। প্রমা অর্থে যথার্থ নিশ্চয় জ্ঞান। তাহা যাহার দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহার নাম প্রমাণ। যথার্থ বিষয়কে জানার শক্তির নাম অন্তঃকরণের প্রমাণ-শক্তি। প্রমাণ-শক্তির কার্য্যই প্রমাণ বা যথার্থ-বিজ্ঞান।

প্রমাণের ত্রৈবিধ্য

প্রমাণ ত্রিবিধ। কারিকা যথা :—

দৃষ্টমনুমানমাপ্তবচনং চ সর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ।
ত্রিবিধং প্রমাণমিষ্টং প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধি ॥৪॥

অন্বয় :—দৃষ্টং (প্রত্যক্ষ) অনুমানং (যুক্তি) চ আপ্তবচনং (এবং আগম), ত্রিবিধং প্রমাণং ইষ্টং (এই তিন প্রমাণই অভিমত) সর্ব্ব-প্রমাণ-সিদ্ধত্বাৎ (ইহার দ্বারা সমস্ত প্রমাণ সিদ্ধ হয় বলিয়া)। প্রমা-ণাৎ হি (প্রমাণ হইতেই) প্রমেয়সিদ্ধিঃ (প্রমেয়ের সিদ্ধি হয়)। ৪।

অর্থাৎ—দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আপ্তবচন বা আগম এই

ত্রিবিধ প্রমাণ। এই ত্রিবিধ প্রমাণের দ্বারা সমস্ত প্রমেয় পদার্থের প্রমাণ হয় বলিয়া প্রমাণ ত্রিবিধ, ইহা সাংখ্য শাস্ত্রের মত। প্রমাণ হইতেই প্রমেয়সিদ্ধি হয়।

প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টং ত্রিবিধমনুমানমাখ্যাতম্।
তল্লিঙ্গলিঙ্গিপূর্ব্বকম্ আপ্তশ্রুতিরাপ্তবচনন্তু ॥৫॥

অন্বয়ঃ—দৃষ্টং (প্রত্যক্ষ) প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ঃ (শব্দাদি প্রত্যেক বিষয়ে নিশ্চয় জ্ঞান)। অনুমানং ত্রিবিধম্ আখ্যাতম্। তৎ (তাহা= অনুমান) লিঙ্গলিঙ্গিপূর্ব্বকম্ (লিঙ্গ পূর্ব্বক এবং লিঙ্গিপূর্ব্বক) আপ্তশ্রুতিঃ (আপ্তপুরুষ হইতে শ্রুত হইয়া যে প্রমাণ হয়, তাহা) তু আপ্তবচনং (আগম নামক প্রমাণ)। ৫।

শব্দস্পর্শাদি প্রত্যেক সদ্‌বিষয়ে যে অধ্যবসায় বা নিশ্চয়-জ্ঞান, তাহাই দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ। লিঙ্গ বা হেতু জানিয়া লিঙ্গীর বা হেতুমৎ বিষয়ের যে নিশ্চয় জ্ঞান, তাহাই অনুমান প্রমাণ।

ইহা ত্রিবিধঃ—পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট। আপ্ত পুরুষের নিকট শ্রবণ করিয়া যে প্রমেয় বিষয়ের নিশ্চয় জ্ঞান, তাহা আপ্ত-বচন বা আগম প্রমাণ।

শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসা এই পাঁচটী বাহ্য জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অভ্যন্তরে মন—সর্ব্বসমেত এই ছয়টী জ্ঞানেন্দ্রিয়। ইহাদের সহিত জ্ঞেয় বিষয়ের সংযোগ হইলে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, তাহার নাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বাহ্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দস্পর্শাদি পঞ্চ জ্ঞেয় বিষয়ের জ্ঞান হয় এবং মনের দ্বারা আভ্যন্তরিক বিষয়ের জ্ঞান হয়। আমাদের ইচ্ছা, প্রেম প্রভৃতি নানা প্রকার মনোভাব যে আছে, তাহা মনের দ্বারা জানি। উহা অনুভব নামক আভ্যন্তরিক প্রত্যক্ষ। বাহ্য প্রত্যক্ষই সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ বলিয়া কথিত হয়। মানস প্রত্যক্ষ=অনুভব।

কোন বিষয় অপ্রত্যক্ষ হইলেও যুক্তির দ্বারা তাহার নিশ্চয় জ্ঞান হওয়ার নাম অনুমান-প্রমাণ। প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুমানের দ্বারা সদা সর্ব্বদা প্রমেয় বিষয় নিশ্চয় করিয়া আমরা অপ্রত্যক্ষ বিষয় জানি এবং জানিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত অথবা তাহা হইতে বিরত হই। এই শাস্ত্রের প্রয়োজন অনুসারে অনুমান প্রমাণ তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছে, যথা :--শেষবৎ, পূর্ব্ববৎ এবং সামান্যতোদৃষ্ট। শেষবৎ অর্থে শেষযুক্ত *। ইহা ব্যতিরেকমুখ যুক্তি। অর্থাৎ, যে স্থলে কিছুর অভাবে অন্য কিছুর সত্তা এবং কিছুর সত্তায় অন্য কিছুর অসত্তা থাকে, এরূপ নিয়ম জানা আছে, সেরূপ স্থলে সেই সেই অসহভাব সম্বন্ধ হইতে যে প্রমেয়-সিদ্ধি তাহা শেষবৎ। যেমন ক্ষিতিভূত গন্ধবৎ। অতএব যাহাতে গন্ধ নাই তাহা ক্ষিতি নহে, অপ্‌ভূতে গন্ধ নাই, তাই তাহা ক্ষিতি নহে। এইরূপ নিষেধমুখ অনুমানই শেষবৎ।

পূর্ব্ববৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান অন্বয়মুখ। অর্থাৎ শেষবৎ যেমন অসহভাব সম্বন্ধ জানিয়া অমুক দ্রব্য অমুক দ্রব্য নহে, এরূপ নিশ্চয়; পূর্ব্ববৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান সেইরূপ সহভাবসম্বন্ধ জানিয়া "ইহা অমুক দ্রব্য" এরূপ নিশ্চয় করা। "ইহা অমুক নহে" এরূপ নিশ্চয় শেষবৎ, আর "ইহা অমুক" এরূপ নিশ্চয় করা পূর্ব্ববৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট।

*অর্থাৎ শেষ বা নিষেধজ্ঞানযুক্ত। যাহা যাহার গুণ তাহা হইতে ভিন্ন "অবশিষ্ট গুণ যাহা তাহাতে নিষিদ্ধ আছে তাহাই "শেষ"। যেমন গন্ধ ক্ষিতিভূতের গুণ। রসরূপাদি অবশিষ্ট গুণ ক্ষিতিভূতে নিষিদ্ধ। এই নিষিদ্ধ "শেষ" গুণ ধরিয়া যে যুক্তি করা যায় তাহা শেষযুক্ত বা শেষবৎ। ইহা শেষবৎ শব্দের একরূপ অর্থ। অন্য আর এক অর্থও প্রচলিত আছে। তাহা যথা—সমুদ্রের এক অঞ্জলি জল লবণাক্ত জানিয়া "শেষ" সমস্ত জল যে লবণাক্ত তাহা জানাই শেষবৎ।

তন্মধ্যে পূর্ব্ববৎ বা পূর্ব্বজ্ঞানযুক্ত অনুমান পূর্ব্বদৃষ্ট বিষয়সম্বন্ধীয়। যেমন ধূম থাকিলে অগ্নি তাহার সহভাবী থাকে ইহা পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে, ঐ সম্বন্ধজ্ঞানপূর্ব্বক কোন স্থানে ধূম দেখিয়া যে অপ্রত্যক্ষ অগ্নির (অগ্নি পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থ) জ্ঞান, তাহাই পূর্ব্ববৎ।

সামান্যতোদৃষ্ট সেইরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব বিষয়ের সত্তার জ্ঞান। যেমন সৎ-কারণ হইতেই সৎকার্য্য হয় ; ক্রিয়া একটি ভাব বা সৎকার্য্য, অতএব তাহার শক্তিরূপ সৎ-কারণ আছে। এইরূপে দর্শনাদি ক্রিয়ার শক্তিরূপ অতীন্দ্রিয় সৎ-কারণ (ইন্দ্রিয়-শক্তি) আছে জানা যায়। সামান্যতোদৃষ্ট অর্থে সামান্যের দর্শন যে অনুমানে আছে। দৃষ্ট গুণের "সমতা" দেখিয়া সেই হেতুতে তাদৃশ গুণশালী এক অদৃষ্ট বস্তু আছে, এরূপ নিশ্চয় হয় বলিয়া ইহার নাম সামান্যতোদৃষ্ট।

আপ্তশ্রুতি অর্থে আপ্তপুরুষের নিকট শ্রবণ। যে ব্যক্তির বাক্যশক্তির দ্বারা আমাদের বিচারবুদ্ধি অভিভূত হওত আমাদের মনে তাহার বাক্যার্থভূত মনোভাব বসিয়া যায়, তাহারাই আমাদের আপ্তপুরুষ। তাদৃশ পুরুষের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রোতার মনে যে সেই বাক্যার্থভূত বিষয়ের নিশ্চয় জ্ঞান হয়, তাহাই আপ্তশ্রুতি। আপ্তবচনে বা আগমপ্রমাণে বক্তা ও শ্রোতা থাকা চাই। *

স্বয়ং গ্রন্থ পাঠ করিয়া যে নিশ্চয় জ্ঞান হয় তাহাতে আগম প্রমাণ হয় না। সেখানে অনুমান প্রমাণই হয়। "এই গ্রন্থকর্ত্তা সত্যবাদী ও অভ্রান্ত, অতএব ইনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য" এইরূপ অনুমান হইতেই তথায় নিশ্চয় জ্ঞান হয়। আচার্য্যের নিকট

---

* এই বিষয় কপিলাশ্রমীয় যোগদর্শনের ১।৭ সূত্রের টীকায় দ্রষ্টব্য। অপ্রাচীন ব্যাখ্যাকারেরা আগমকে গ্রন্থবিশেষ মনে করেন। উহা সর্ব্বথা অন্যায্য। যোগভাষ্যকার আগমের যে লক্ষণ দিয়াছেন তাহা সর্ব্বথা ন্যায্য। তাহাই এস্থলে গৃহীত হইয়াছে।

গ্রন্থস্থ বিষয় শ্রবণ করিলে আগমপ্রমাণ হইতে পারে। তজ্জন্য সাধারণতঃ তাহাকেই আগম বলা হয়। ফলে, যাহা অপ্রত্যক্ষ বিষয় এবং যাহা আমরা অনুমান করি না, সেরূপ বিষয়ের জ্ঞান যখন কাহারও কথা শুনিয়া অবিচার পূর্ব্বক আমাদের মনে বসিয়া যায়, তখন তাদৃশ নিশ্চয়জ্ঞানকে আগম বলে। তাহাতে বক্তার শক্তিতে আমাদের বিচার-বুদ্ধি অভিভূত হইয়া তাহার বাক্যের (কোন বিষয়ের নিশ্চয়ের জন্য প্রযুক্ত ব্যক্যের) অর্থ আমাদের মনে নিশ্চয়জ্ঞান উৎপাদন করে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রমাণ "সত্য" বিষয়ের নিশ্চয়জ্ঞান। মিথ্যা বিষয়ের জ্ঞানের বা বিপরীত জ্ঞানের নাম প্রমাণ নহে। তাহার নাম বিপর্য্যয়। প্রমাণের দোষ ঘটিলে বিপর্য্যয় হয়। প্রমাণের দোষ যথা—প্রত্যক্ষের দোষ—ইন্দ্রিয়-বিকারাদি। অনুমানের দোষ—যুক্ত্যাভাস। যেমন জলীয় বাষ্পকে ধূম মনে করিয়া তত্তলে অগ্নি আছে, এরূপ নিশ্চয় করা। আগমের দোষ—ভ্রান্ত বা প্রবঞ্চক বক্তার বাক্যজনিত জ্ঞান। এই সমস্ত দোষ না থাকিলে ঐ ত্রিবিধ প্রমাণের দ্বারা আমাদের সমস্ত বিষয়ক জ্ঞান হয়। প্রমাণের অন্য আর কোন হেতু নাই। প্রমাণ যে ঐ ত্রিবিধ, তাহা মনে রাখিতে হইবে। *

* অনেকে মনে করে যে, অন্ধবিশ্বাস এক রকম প্রমাণ। বস্তুতঃ বিশ্বাস অর্থে নিশ্চয় জ্ঞান। উহা সাধারণতঃ প্রমাণ হইতেই হয়। কাহারও কাহারও উহা অসম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ, অনুমান বা আগম হইতে হয়। ফলে, সম্পূর্ণই হউক বা অসম্পূর্ণই হউক, ঐ তিন প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাসের অন্য হেতু নাই। কোন কোন লোক প্রবলসংস্কার-বশতঃ অসম্পূর্ণ প্রমাণে কোন বিষয়ে বিশ্বাস করে। প্রমাণের সম্পূর্ণতা-সাধন বিষয়ে তাহাদের আগ্রহ নাই, ইহাই তাহার হেতু। তাহাই বস্তুতঃ অন্ধবিশ্বাস।

সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান পাশ্চাত্য ন্যায়ের induction। Mill, induction এর লক্ষণা করেন যে—Induction is inference from the known to the unknown. ইহা এই শাস্ত্রের সামান্যতোদৃষ্ট। পূর্ব্ববৎ ও শেষবৎ deduction.

কোন্ প্রমাণের দ্বারা কি প্রমেয় সিদ্ধ হয়।

সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ।
তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষম্ আপ্তাগমাৎ সিদ্ধম্॥ ৬॥

অন্বয়:—সামান্যতঃ তু দৃষ্টাৎ অনুমানাৎ (সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান হইতে) অতীন্দ্রিয়াণাং (অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের) প্রতীতিঃ (জ্ঞান হয়)। তস্মাৎ অপি চ অসিদ্ধং পরোক্ষং (তাহা হইতেও অসিদ্ধ অপ্রত্যক্ষ বিষয়) আপ্তাগমাৎ সিদ্ধং (আপ্তাগম হইতে সিদ্ধ হয়)। ৬।

সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান হইতে প্রকৃত্যাদি অতীন্দ্রিয় বিষয়ের প্রমাণ হয়। তাহার দ্বারাও যে সব অতীন্দ্রিয় বিষয়ের সিদ্ধি না হয়, তাহা আপ্তবচন হইতে সিদ্ধ হয়। ভূতসকল প্রত্যক্ষ তত্ত্ব। তাহারা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়। অনুমানের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের সামান্য জ্ঞান বা সত্তামাত্রের নিশ্চয় হয়। পরলোক আদির সত্তামাত্র অনুমানের দ্বারা নিশ্চিত হইলেও তাহাদের বিশেষ জ্ঞান প্রত্যক্ষকারী আপ্তপুরুষের বাক্যের দ্বারা নিশ্চিত হয়। শাস্ত্রস্থিত পরলোক আদির বিবরণ সর্ব্বপ্রথমে ঐরূপ প্রত্যক্ষকারী আপ্তপুরুষের দ্বারা কথিত হওয়াতে উহা সাধারণত আগম নামে কথিত হয়। ঐ সব বিষয়ের প্রত্যক্ষকারী পুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ না হইলেও শাস্ত্র হইতে ঐ সকলের কিছু বিশেষ জ্ঞান হয়। অবশ্য যদি তাহাতে এইরূপ বিচার থাকে যে,—"শাস্ত্রের বক্তা প্রত্যক্ষকারী, অতএব তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য", তবে উহা অনুমান প্রমাণ হইবে।

দ্বিবিধ তত্ত্ব।

অতঃপর প্রাগুক্ত তত্ত্বসকল ব্যাখ্যাত হইতেছে। তত্ত্বসকল মূলত দ্বিবিধ—দ্রষ্টা ও দৃশ্য। তন্মধ্যে পুরুষ দ্রষ্টা এবং প্রকৃতি ও সমস্ত প্রাকৃত তত্ত্ব দৃশ্য। দ্রষ্টা অর্থে যিনি প্রকৃত বিজ্ঞাতা, আর দৃশ্য অর্থে যাহা প্রকৃত বিজ্ঞেয়।

দুই প্রণালীর যুক্তি।

দুই প্রণালীর যুক্তির দ্বারা তত্ত্বসকল প্রমিত হয়—বিলোম বা বিশ্লেষ (a priori) এবং অনুলোম বা

সমবায় (a posteriori)। কার্য্য হইতে কারণ সিদ্ধ করা বিলোম এবং কারণ হইতে কিরূপে কার্য্য হয়, তাহা দেখান অনুলোম।

বিলোম-প্রণালীর যুক্তির দ্বারা তত্ত্বসিদ্ধি।

প্রথমতঃ বিলোম-প্রণালীর দ্বারা তত্ত্বসকল সিদ্ধ করা যাইতেছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চগুণযুক্ত, বাহ্য দ্রব্যসকল যে আছে এবং মন অর্থাৎ জ্ঞান ইচ্ছা আদি যে আছে, তাহা প্রত্যক্ষত আমরা জানি। তন্মধ্যে চক্ষুকর্ণাদির দ্বারা বাহ্য দ্রব্য জানি এবং মনের দ্বারাই অনুভব করি যে, মনোভাব সকল আছে।

ভূততত্ত্ব।

বাহ্য দ্রব্যের ত্রিবিধ ধর্ম্ম আছে—প্রকাশ্য-ধর্ম্ম, ক্রিয়াত্ব-ধর্ম্ম ও জাড্য-ধর্ম্ম। প্রকাশ্য-ধর্ম্ম বা জ্ঞেয়ত্ব-ধর্ম্ম পঞ্চবিধ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। ক্রিয়াত্ব-ধর্ম্ম অর্থে বাহ্য দ্রব্যের পরিবর্ত্তন। পরিবর্ত্তন মূলত স্থান-পরিবর্ত্তন। তাহা হইতে বাহ্যদ্রব্যের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। জাড্য-ধর্ম্ম (inertness or consistency) অর্থে ক্রিয়ার ও জ্ঞানের রোধক ধর্ম্ম। যেমন, কঠিনতা, কোমলতা, তরলতা, বায়বীয়তা, রশ্মিতা প্রভৃতি। শব্দস্পর্শাদিরা এক এক প্রকার জ্ঞান বা মনোভাব। তাহাদের বাহ্য হেতুও আছে। যেমন বাহ্য ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা কর্ণ ক্রিয়াশীল হইলে শাব্দজ্ঞান হয়। অতএব শব্দাদির ত্রিবিধ লক্ষণ হইতে পারে—(১) মানসিক (২) ঐন্দ্রিয়িক (৩) বাহ্য *। বাহ্য লক্ষণে শব্দ বাহ্য দ্রব্যের ক্রিয়াবিশেষ অর্থাৎ বাহ্য দ্রব্যের যে ক্রিয়াবিশেষ হইতে শব্দজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই শব্দ। ঐন্দ্রিয়িক লক্ষণে শব্দের লক্ষণ এইরূপ হইবে—বাহ্য ক্রিয়ার দ্বারা কর্ণ সক্রিয় (জাড্যহীন) † হইয়া

* অর্থাৎ Psychological, Physiological এবং Physical.

† "উপাত্তবিষয়াণামিন্দ্রিয়াণাং বৃত্তৌ সত্যাং বুদ্ধেস্তমোঽভিভবে সতি যঃ সত্ত্বসমুদ্রেকঃ সোঽধ্যবসায় ইতি বৃত্তিরিতি জ্ঞানমিতি চাখ্যায়তে" [বাচস্পতিমিশ্র সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে (৫)] অর্থাৎ বিষয় প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয়দের বৃত্তি হইলে বা ক্রিয়াশীলতা-

যে জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহাই শব্দ। আর মানসিক লক্ষণ অনুসারে শব্দ এইরূপে লক্ষিত হইবে :—বাহ্য হেতুতে কর্ণের দ্বারা যে মনোভাব-বিশেষ হয়, তাহাই শব্দ।

তত্ত্বজ্ঞানের জন্য শব্দাদির মানসিক লক্ষণই প্রধানত গ্রাহ্য। কারণ, তাহার দ্বারা শব্দাদির কারণ-পদার্থে উপনীত হওয়া যায়। তদনুসারে শব্দাদি ভূতের লক্ষণ এইরূপ হইবে :—

ভূতলক্ষণ।

(১) বাহ্যদ্রব্যের ক্রিয়া হইতে কর্ণের দ্বারা যে শব্দময় পরিণামী জড়সত্তার জ্ঞান হয় তাহাই আকাশভূত *।

(২) ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা যে শীতোষ্ণস্পর্শময় পরিণামী জড়সত্তার জ্ঞান হয়, তাহা বায়ুভূত।

(৩) চক্ষুর দ্বারা যে রূপময় পরিণামী জড়সত্তার জ্ঞান হয়, তাহাই তেজোভূত।

(৪) রসনার দ্বারা যে রসময় পরিণামী জড়সত্তার জ্ঞান হয়, তাহা অপ্‌ভূত।

(৫) নাসার দ্বারা যে গন্ধময় পরিণামী জড়সত্তার জ্ঞান হয়, তাহা ক্ষিতিভূত।

কেবল শব্দ জ্ঞান হইতে বাহ্যের আকারহীন, নিরাবরণ ভাবের জ্ঞান হয়। যদি কেবল শব্দে মনোনিবেশ করিয়া থাকার অভ্যাস করা যায়, তবে ইহা বোধগম্য হইবে। অতএব শব্দজ্ঞানের সহভাবী যে বাহ্য জ্ঞান বা বাহ্যসত্তা (জ্ঞান ও সত্তা অবিনাভাবী পদার্থ), তাহা

বিশেষ হইলে তদ্দ্বারা বুদ্ধির জাড্যনাশ হইয়া যে সত্ত্বসমুদ্রেক বা প্রকাশগুণের এক পরিচ্ছিন্ন বৃত্তি হয়, তাহার নাম অধ্যবসায় বা চিত্তবৃত্তি বা জ্ঞান।

* সাধারণতঃ কঠিন, তরল, ও বায়বীয় দ্রব্যের ক্রিয়ার দ্বারা শাব্দ জ্ঞান হয়; কিন্তু যাহাকে ঈথিরীয় দ্রব্য বলে, তাহার ক্রিয়ার দ্বারাও কখন কখন শাব্দ জ্ঞান হয়। শ্রাবণ যন্ত্রে বৈদ্যুতিক উদ্রেক দিলে শব্দ শ্রুত হওয়া ইহার উদাহরণ। অতএব কঠিনাদি সমস্ত অবস্থায় অবস্থিত বাহ্য দ্রব্য হইতে শাব্দ জ্ঞান হয়।

নিরাবরণ বা আকারহীন সুতরাং সর্ব্বগত। সেইরূপ স্বকৃশ্লিষ্ট বায়বীয় দ্রব্যের দ্বারাই শীতোষ্ণ জ্ঞান স্বভাবত হয়, তজ্জন্য বায়বীয়তা (gaseous-ness) স্পর্শজ্ঞানের সহভাবী। উষ্ণতা এবং রূপ সেই প্রকার সাধারণত সহভাবী। তরলতা ও রস সেইরূপ সহভাবী। আর গন্ধ এবং কাঠিন্যও সহভাবী। কারণ, সূক্ষ্ম কণার সংক্রম হইতেই গন্ধ জ্ঞান হয়।

শব্দাদি জ্ঞানের সহিত এই সকল বাহ্য অবস্থা সহভাবী বলিয়া ব্যবহার্য্য ভূতসকল (অর্থাৎ সংযমের দ্বারা জয় করার জন্য কর্ম্মাদি ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার্য্য ভূত সকল) জাড্য-ধর্ম্মের ঐ ঐ লক্ষণের দ্বারাও বিশেষিত হয়। অর্থাৎ "শব্দযুক্ত নিরাবরণ বাহ্যবস্তু আকাশভূত" ইত্যাদি।

তত্ত্বদৃষ্টিতে প্রাগুক্ত মানসিক লক্ষণই গ্রাহ্য যথা ঃ—

শব্দলক্ষণমাকাশং বায়ুস্তু স্পর্শলক্ষণঃ।
জ্যোতিষাং লক্ষণং রূপম্ আপশ্চ রসলক্ষণাঃ।
ধারিণী সর্ব্বভূতানাং পৃথিবী গন্ধলক্ষণা॥ (মহাভারত)

অর্থাৎ, আকাশ শব্দ-লক্ষণ, বায়ু স্পর্শ লক্ষণ, তেজ রূপ-লক্ষণ, অপ্ রস-লক্ষণ, এবং সর্ব্বভূতের ধারিণী ক্ষিতি গন্ধ-লক্ষণ।

বাহে যতপ্রকার জ্ঞেয় পদার্থ আছে, তাহারা সমস্তই প্রাগুক্ত ভূত-সকলের মধ্যে পড়ে। অতএব বাহ্য জ্ঞেয় পদার্থ বিশ্লেষ করিয়া পাঁচটীমাত্র ভূত পাওয়া গেল। বাহ্য জ্ঞেয় পদার্থের উপাদান যে এই পঞ্চভূততত্ত্ব, তাহা কথিত হইলে আর অতিরিক্ত কিছু বাহ্য জ্ঞেয় থাকে না—যাহা উহাদের অন্তর্গত না হয়।

তন্মাত্রতত্ত্ব। ভূতের কারণের নাম তন্মাত্র। তন্মাত্র অর্থে শব্দাদি-গুণের পরমাণু অর্থাৎ সূক্ষ্ম শব্দাদি গুণ। সাংখ্য শাস্ত্রের পরমাণু অর্থে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা নহে। অতি সূক্ষ্ম শব্দ-স্পর্শাদি গুণের নাম সাংখ্যীয় পরমাণু।

সমস্ত স্থূলভাব সূক্ষ্মভাবের সমষ্টি, অতএব স্থূল শব্দাদি গুণও সূক্ষ্ম শব্দাদি গুণের সমষ্টি। তাদৃশ সূক্ষ্ম শব্দাদিগুণের নামই তন্মাত্র।

শব্দস্পর্শাদির মূল যে, বাহ্যবস্তু, তাহার বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া হইতে শব্দাদি গুণ উৎপন্ন হয়। স্থূল শব্দাদিগুণ অনেকখানি পুঞ্জীভূত ক্রিয়া হইতে হয়। শব্দস্পর্শাদি জ্ঞানের মূলীভূত সেই ক্রিয়ার ক্ষুদ্রতম অংশ হইতে যে সূক্ষ্ম শব্দস্পর্শাদিজ্ঞান হয়, তাহাই তন্মাত্র। শব্দস্পর্শাদির বহুবিধ যে ভেদ দেখা যায়, তাহার কারণ—উপাদানভূত ক্রিয়ার বহুবিধ তারতম্য; অর্থাৎ এই প্রকার এতখানি ক্রিয়াধর্ম্ম হইতে ষড়্জ নামক শব্দ হয়, এতখানি হইতে ঋষভ নামক শব্দ হয়, ইত্যাদি-রূপ ক্রিয়াভেদই শব্দাদির ভেদের মূলতত্ত্ব। অতএব ক্ষুদ্রতম ক্রিয়াতে শব্দাদির অন্তর্গত যে নানাত্ব, তাহা থাকিবে না। তাদৃশ ক্রিয়া হইতে কেবল একপ্রকারমাত্র শব্দ বা স্পর্শ বা রূপ বা রস বা গন্ধ বিজ্ঞাত হওয়া যাইবে। তজ্জন্য তন্মাত্রের নাম অবিশেষ বা বিশেষ বিশেষ শব্দাদি-গুণ-হীন বস্তু। কিঞ্চ তন্মাত্র শব্দের অর্থ—'সেই মাত্র' অর্থাৎ কেবল শব্দমাত্র বা স্পর্শমাত্র ইত্যাদি। এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ সাংখ্যতত্ত্বালোক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

শাস্ত্রে তন্মাত্র এই রূপে লক্ষিত হয়ঃ—

তস্মিংস্তস্মিংস্তু তন্মাত্রং তেন তন্মাত্রতা স্মৃতা।
ন শান্তা নাপি ঘোরাস্তে ন মূঢ়া শ্চাবিশেষিনঃ॥

অর্থাৎ তত্তন্মধ্যে (শব্দাদির মধ্যে) যাহা তন্মাত্র (শব্দাদিমাত্র) তাহাই তন্মাত্র। তাহারা শান্ত বা সুখকর, ঘোর বা দুঃখকর এবং মূঢ় বা মোহকর নহে, সুতরাং অবিশেষ। সুখাদি-হীনতার কারণ এই:—

সুখ, দুঃখ ও মোহের কারণ বিশেষ বিশেষ শব্দস্পর্শাদি গুণ। শব্দ-স্পর্শাদির বিশেষ বিশেষ ভেদ যদি অপগত হয়, তবে আর ভাল

মন্দ থাকে না, সুতরাং সুখদুঃখমোহকরত্বও থাকে না। তজ্জন্যই তন্মাত্রগণ অবিশেষ ও সুখাদিকরত্বহীন।

তন্মাত্রগণের নাম যথা—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র।

এইরূপে পঞ্চভূতকে বিশ্লেষ করিয়া তাহাদের কারণ পঞ্চতন্মাত্র পাওয়া গেল। তন্মধ্যে শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশভূত, স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ুভূত, রূপতন্মাত্র হইতে তেজোভূত, রসতন্মাত্র হইতে অপ্‌ভূত এবং গন্ধতন্মাত্র হইতে ক্ষিতিভূত উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ ঐ ঐ ভূতের ঐ ঐ তন্মাত্র সূক্ষ্ম উপাদান-কারণ।

বাহ্যজগতের মূল ভূতাদি অভিমান।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শব্দস্পর্শাদিরা মনোভাব-স্বরূপ; সুতরাং মানসিক শব্দাদির উপাদান মন অর্থাৎ অস্মিতা নামক অহংকার। প্রত্যেক জ্ঞানই আমিত্বের একপ্রকার অবস্থা, সুতরাং আমিত্ব বা অহংকারই সকল জ্ঞানের উপাদান। শব্দাদির যাহা বাহ্য কারণ (বা বাহ্যবস্তুর ক্রিয়া, যাহা হইতে শব্দাদি জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা), তাহাও বিরাট্-নামক পুরুষবিশেষের অস্মিতার ক্রিয়া।

ইহা বুঝিতে হইলে নিম্নোক্ত যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। যে বাহ্য বস্তুর ক্রিয়া হইতে শব্দাদি জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা সুতরাং বস্তুত শব্দাদিহীন। শব্দাদিগুণহীন পদার্থের ক্রিয়া বলিলে অন্তঃকরণের ক্রিয়া বুঝায়। যেহেতু, অন্তঃকরণ-পদার্থই শব্দাদিহীন বা বাহ্যব্যাপ্তিহীন অথচ ক্রিয়াশীল। কারণ, ইচ্ছা-প্রেমাদি মনোভাব দেশব্যাপী নহে, তাহারা কালব্যাপী, অর্থাৎ তাহারা কতককাল ব্যাপিয়া চিত্তে থাকে মাত্র। তদ্ব্যতীত সেরূপ আর ব্যাপ্তিহীন ক্রিয়াবান্ পদার্থ নাই।

অতএব শব্দাদি জ্ঞানের বাহ্যমূলবস্তু শব্দাদিক্রিয়াহীন বা বাহ্যব্যাপ্তিহীন অথচ ক্রিয়াবান্ পদার্থ। অন্তঃকরণই তাদৃশ পদার্থ, সুতরাং বাহ্যমূল

বস্তু অন্তঃকরণ-সজাতীয়। অন্তঃকরণ বলিলে কোন পুরুষের অন্তঃ-করণ বুঝায়। অতএব বাহ্যবস্তু কোন পুরুষবিশেষের অন্তঃকরণ। যে পুরুষের তাহা অন্তঃকরণ বা অভিমান, তাঁহার নাম বিরাট্ ব্রহ্মা। তাঁহার অভিমানের নাম ভূতাদি অভিমান।

আর এক কথা—ঈশ্বরের ইচ্ছার দ্বারা জগৎ নির্ম্মিত বলিলেও জগৎকে ইচ্ছামূল বা অভিমানাত্মক বলা হয়। যাঁহার অভিমানের উপর জগৎ প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তাঁহার নাম বিরাট্ ব্রহ্মা। শাস্ত্রানুসারে সর্ব্বোচ্চ মহেশ্বর নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। স্রষ্টৃত্ব, পাতৃত্ব ও সংহর্তৃত্ব নিম্নস্থ শক্তি।

ভূতাদি বিষয়ে শাস্ত্র যথা—

অহংকারেণাহরতে গুণান্ ইমান্ ভূতাদিরেবং সৃজতে স ভূতকৃৎ।
বৈকারিকঃ সর্ব্বমিদং বিচেষ্টতে স্বতেজসা রঞ্জয়তে জগত্তথা॥ ভারত।

অর্থাৎ ভূতকৃৎ ভূতাদি অহংকার অভিমানের দ্বারা উদ্ভাবিত করিয়া শব্দাদি ভূত-গুণ-সকল সৃজন করেন ও বিশেষরূপে চেষ্টা করেন এবং নিজের তেজের দ্বারা জগৎ অনুরঞ্জিত করেন।

এইরূপে জানা গেল,—উভয় দিক্ হইতেই তন্মাত্রের উপাদান-কারণ অস্মিতা। ফলত বাহ্য জগতের মূলসম্বন্ধে ইহাই যুক্ততম সিদ্ধান্ত। এ বিষয়ে অন্যান্য সিদ্ধান্তসকলের মত, হয় "অজ্ঞেয়" নয় "অজ্ঞাত"। দর্শনশাস্ত্র যাঁহারা ধারণা করিতে চান, তাঁহাদের প্রতি পদে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, এই অনন্তবিস্তৃত বাহ্যজগৎ মূলত বিস্তারহীন অন্তঃকরণ দ্রব্য। তত্ত্বদৃষ্টিতে দেশ-কাল-হীন পদার্থ বাহ্য ও আভ্যন্তর জগতের মূল। দেশকাল তদুদ্ভূত ধাঁধা-বিশেষ।

করণতত্ত্ব।

ভূত ও তন্মাত্র গ্রাহ্য। অতঃপর গ্রহণ বা করণ বিবেচিত হইতেছে। যাহার দ্বারা গ্রাহ্য ব্যবহৃত হয়, সেই শক্তিসকল করণ। "ব্যবহার" ত্রিবিধ:—প্রকাশ্যরূপে, কার্য্যরূপে,

এবং ধার্য্যরূপে। যেমন কর্ণ বা শ্রবণশক্তির দ্বারা গ্রাহ্যবস্তু শ্রাব্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ক্রিয়ার যাহা সাধকতম, তাহাই করণ। শ্রবণজ্ঞানের জন্য কর্ণশক্তি সাধকতম, তাই উহা শ্রবণের করণ।

প্রকাশ্যরূপে ব্যবহার অর্থে জ্ঞেয়ভাবে ব্যবহার। অর্থাৎ যাহা জানা যায়, তাহাই প্রকাশ্য। সেইরূপ. চালন ও চিত্ত চেষ্টা করাই কার্য্যবিষয়; আর শরীর ও সংস্কাররূপে বিধৃত হওয়াই ধার্য্য-বিষয়।

করণং ত্রয়োদশবিধং তদাহরণ-ধারণ-প্রকাশকরম্।
কার্য্যঞ্চ তস্য দশধা হার্য্যং ধার্য্যং প্রকাশ্যঞ্চ ॥ সাং কাঃ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—করণং ত্রয়োদশবিধং (করণসকল ত্রয়োদশ প্রকার) তৎ-আহরণ-ধারণ-প্রকাশকরং (সেই করণের কার্য্য আহরণ, ধারণ এবং প্রকাশ করা)। তস্য চ কার্য্যং দশধা—হার্য্যং ধার্য্যং প্রকাশ্যং চ (আর তাহাদের কার্য্য বিষয় দশটী, তাহারা পুনশ্চ হার্য্য, ধার্য্য এবং প্রকাশ্য)। ৩২।

অর্থাৎ—করণ ত্রয়োদশবিধ। তাহারা আহরণ বা চালন করে, ধারণ করে এবং প্রকাশ করে। তাহাদের দশবিধ কার্য্য-হার্য্য ধার্য্য এবং প্রকাশ্য। এই বিষয়সকল বাহ্য ও আভ্যন্তরভেদে দ্বিবিধ।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়।

বাহ্য প্রকাশ্য বিষয় পঞ্চবিধঃ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। অতএব উহাদের গ্রাহক করণও পঞ্চবিধ হইবে। তাহারা যথা—শব্দগ্রাহী কর্ণ, স্পর্শগ্রাহী ত্বক্, রূপ-গ্রাহী চক্ষু, রসগ্রাহী জিহ্বা ও গন্ধগ্রাহী নাসা। ইহাদের নাম জ্ঞানেন্দ্রিয় বা বুদ্ধীন্দ্রিয়। ইহারা বাহ্যজ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। যে শক্তি কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত, যাহার দ্বারা উহারা রচিত সেই শক্তিই প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানেন্দ্রিয়। সূত্র যথাঃ—

অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ং ভ্রান্তানামধিষ্ঠানে ॥ সাংখ্যদর্শন ২।২৩

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকল প্রকৃতপক্ষে অতীন্দ্রিয় বা আধ্যাত্মিক শক্তি-

স্বরূপ। অজ্ঞেরাই অধিষ্ঠানকে ইন্দ্রিয় মনে করে। জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ বিষয়জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। তাহারা বিষয়কে গ্রহণ করিয়া অন্তঃকরণের নিকট লইয়া যায়। তখন মনে বিষয়জ্ঞান হয়। কারিকা যথা :—

সান্তঃকরণা বুদ্ধিঃ সর্ব্বং বিষয়মবগাহতে যস্মাৎ।
তস্মাত্ত্রিবিধং করণং দ্বারি দ্বারাণি শেষাণি ॥ ৩৫ ॥

অন্বয় :—সান্তঃকরণা বুদ্ধিঃ যস্মাৎ সর্ব্বং বিষয়ম্ অবগাহতে (অহংকার ও মন-যুক্ত বুদ্ধি সমস্ত বিষয়কে অবগাহন বা গ্রহণ করে বলিয়া) ত্রিবিধ করণং দ্বারি, শেষাণি তু দ্বারাণি (তিন অন্তঃকরণ দ্বারি, আর অবশিষ্ট সকল দ্বার)। ৩৫।

অর্থাৎ ত্রিবিধ অন্তঃকরণ (মন, অহংকার ও বুদ্ধি) যখন প্রধানত বিষয় প্রকাশ করে, তখন তাহারা দ্বারি এবং বাহ্যেন্দ্রিয় সকল দ্বার।

শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় জানা যায় না। কারণ, অন্যমনস্ক থাকিলে উপস্থিত বিষয়ও গৃহীত হয় না। অতএব ইন্দ্রিয়সকল দ্বার, আর অন্তঃকরণ দ্বারি।

শুদ্ধ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম আলোচন। শিশুরা বা শব্দজ্ঞানহীন মূকেরা চক্ষুরাদির দ্বারা যেরূপ বিষয় দেখে, তাহার নাম আলোচন। যেমন, এক বটবৃক্ষ; তাহা দর্শনকালে চক্ষুর দ্বারা কেবল সবুজবর্ণ আকারবিশেষ জানা যায়। পরে স্মরণশক্তি প্রভৃতি মানসিক শক্তির সাহায্যে "ইহা অমুক অমুক গুণযুক্ত বটগাছ" এরূপ জ্ঞান হয়। স্মরণশক্তি চক্ষুর গুণ নহে, কিন্তু মনের গুণ। সুতরাং কেবল চক্ষুর দ্বারা স্মর্য্যগুণযুক্ত করিয়া কোন রূপকে জানা যায় না। তাদৃশ গুণহীন যে কেবল উপস্থিত শব্দস্পর্শাদি জ্ঞান, তাহাই আলোচন জ্ঞান। আলোচন জ্ঞানের অব্যবহিত পরেই জাতি-ধর্ম্মাদিযুক্ত করিয়া কোন বস্তু জানা যায়, তাহারই নাম মানস প্রত্যক্ষ।

জ্ঞান। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—বাহ্য বিষয়সকল ক্রিয়াত্মক। ক্রিয়াশীল বাহ্যবস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়গণের মিলন ঘটিলে ইন্দ্রিয়গণও সক্রিয় বা জাড্যহীন হয়। ইন্দ্রিয়গণ আবার অন্তঃকরণের সহিত সম্বদ্ধ; সুতরাং ইন্দ্রিয়গত ক্রিয়াতে অন্তঃকরণ সক্রিয় হইলে, তাহার প্রকাশগুণ উদ্রিক্ত হয়। তাহাই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান। এইরূপ জ্ঞানোদ্ভব-প্রণালী পাঠকের উত্তমরূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

জ্ঞানের উৎপত্তি-সম্বন্ধে কারিকায় যথা :—

যুগপৎ চতুষ্টয়স্য তু বৃত্তিঃ ক্রমশশ্চ তস্য নির্দ্দিষ্টা।
দৃষ্টে তথাপ্যদৃষ্টে ত্রয়স্য তৎপূর্ব্বিকা বৃত্তিঃ॥ ৩০ ॥

অন্বয় :—তস্য চতুষ্টয়স্য তু বৃত্তিঃ যুগপৎ ক্রমশশ্চ দৃষ্টে নির্দ্দিষ্টা (তিন অন্তঃকরণ এবং কোনও এক বাহ্যেন্দ্রিয় এই চতুষ্টয়ের বৃত্তি দৃষ্ট বিষয়ে যুগপৎ এবং ক্রমশ উৎপন্ন হয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে)। তথা অপি অদৃষ্টে ত্রয়স্য তৎপূর্ব্বিকা বৃত্তিঃ (সেইরূপ অদৃষ্ট বিষয়ে দৃষ্টবিষয়-পূর্ব্বিকা বৃত্তি হয়)। ৩০।

অর্থাৎ—তিন অন্তঃকরণ এবং তৎসহ কোনও এক বাহ্যেন্দ্রিয়, এই চতুষ্টয়ের বৃত্তি প্রত্যক্ষ বিষয়ে যুগপৎ হইতে পারে অথবা ক্রমশ হইতে পারে। আর সেইরূপেই তিন অন্তঃকরণের বৃত্তি অপ্রত্যক্ষ যে অতীত ও অনাগত বিষয়, তাহাতে প্রত্যক্ষবৃত্তি-পূর্ব্বকই উৎপন্ন হয়।

যুগপৎ বৃত্তি হওয়ার উদাহরণ যথা—কোন এক দ্রব্য দেখিয়াই 'ইহা অমুক দ্রব্য' এরূপ মনোবৃত্তি। এস্থলে যদিচ শতপত্র-ভেদের ন্যায় ক্রমশ স্মরণাদি হয়, তথাপি তাহা এত দ্রুত হয় যে, যেন যুগপৎ বলিয়া বোধ হয়। ক্রমশ বৃত্তি হওয়ার উদাহরণ যথা :—অন্ধকারে এক শঙ্কাজনক পদার্থ দেখিয়া ক্রমশ জানা যে, "এ চোর, আমাকে মারিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছে" ইত্যাদি।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইলে তবে তৎপূর্ব্বক অন্তঃকরণে অতীত ও অনাগত বিষয়ে বৃত্তি উৎপন্ন হয়।

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়।

দ্বিতীয় প্রকারের বাহ্যেন্দ্রিয়ের নাম কর্ম্মেন্দ্রিয়। তাহাদের প্রত্যেকের নাম—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। তাহাদের কার্য্য—আহরণ। আহরণ অর্থে—দ্রব্যকে গ্রহণ করিয়া চালন। সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়েরাই তাহা করে। কিন্তু স্বেচ্ছাপূর্ব্বক চালনই কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রকৃত কার্য্য। বাগিন্দ্রিয়ের কার্য্য—ধ্বনি-উচ্চারণ। বায়ুকে আহরণ করিয়া বাগ্‌যন্ত্র তাহাকে চালন করত ধ্বনি উৎপাদন করে। পাণির কার্য্য—শিল্প (১); যে কোন দ্রব্য আহরণ করিয়া অভীষ্ট দেশে স্থাপন করাই শিল্প। পাদের কার্য্য—গতি। ইহা শরীরকে আহরণ করিয়া চালন করে। পায়ুর কার্য্য—উৎসর্গ; ইহা মলমূত্রকে আহরণ করিয়া বহিষ্করণরূপ চালন করে। উপস্থের কার্য্য—প্রজনন। ইহাও একপ্রকার বিসর্গ বা ত্যাগ। ইহাতে পিতা হইতে দেহ-বীজ আহৃত হইয়া উৎসৃষ্ট হয় এবং মাতা হইতে গর্ভ উৎসৃষ্ট হয়। (২)

করণসকলের কার্য্য এই কারিকায় বিবৃত হইয়াছে ঃ—

অন্তঃকরণং ত্রিবিধং দশধা বাহ্যং ত্রয়স্য বিষয়াখ্যম্।
সাম্প্রতকালং বাহ্যং ত্রিকালম্ আভ্যন্তরম্ করণম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয় ঃ—অন্তঃকরণং ত্রিবিধং (অন্তঃকরণ ত্রিবিধ), ত্রয়স্য বিষয়াখ্যং বাহ্যং দশধা (তিনের বিষয়াখ্য বাহ্য করণ দশবিধ)। বাহ্যং সাম্প্রত-

(১) সাধারণত পাণির কার্য্য আদান বলিয়া উক্ত হয়। উহা অসম্পূর্ণ লক্ষণ। "বিসর্গঃ শিল্প গত্যুক্তিঃ কর্ম্ম তেষাং হি কথ্যতে।" এই শাস্ত্র-বচনে (বিষ্ণুপুরাণস্থ) পাণির কার্য্য শিল্প বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শিল্পই প্রকৃত পাণিকার্য্য।

(২) সাধারণত উপস্থের কার্য্য আনন্দ বলিয়া উক্ত হয়। আনন্দ কার্য্য নহে, কিন্তু বোধ। "প্রজননানন্দয়োঃ শেফঃ", ভারতস্থ এই পঞ্চশিখবচনে উপস্থের কার্য্য আনন্দযুক্ত প্রজনন বলিয়া জানা যায়। ফলে প্রজননই উপস্থের কার্য্য।

কালম্ (বাহ্য উপস্থিত-কালস্থিত বিষয়ের গ্রাহক) আভ্যন্তরং (করণং) ত্রিকালম্। ৩৩।

অর্থাৎ—অন্তঃকরণ ত্রিবিধ (বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন)। তাহাদের বিষয়াখ্য বা ব্যাপারের সাধক যে বাহ্য করণ, তাহারা দশবিধ। বাহ্য করণসকল বর্ত্তমানকালাধিকরণযুক্ত বিষয়মাত্রের অর্থাৎ উপস্থিত বিষয়মাত্রের গ্রাহক। আর অন্তঃকরণত্রয় ত্রৈকালিক বিষয়ে ব্যাপারকারি। অর্থাৎ তাহারা অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান এই তিন লক্ষণে লক্ষিত বিষয় লইয়া ব্যাপার করে।

দশবিধ বাহ্যকরণসম্বন্ধে কারিকা যথা :—

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি তেষাং পঞ্চ বিশেষাবিশেষবিষয়াণি।
বাগ্ ভবতি শব্দবিষয়া শেষাণি তু পঞ্চবিষয়াণি ॥ ৩৪ ॥

অন্বয় :—তেষাং (সেই বাহ্য করণসকলের মধ্যে) পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি বিশেষ-অবিশেষ-বিষয়াণি। বাক্ শব্দবিষয়া ভবতি, শেষাণি (পাণি-পাদাদি অবশিষ্ট কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ) পঞ্চবিষয়াণি। ৩৪।

অর্থাৎ—বাহ্য করণসকলের মধ্যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ বিশেষকে বা স্থূলভূতকে এবং অবিশেষকে বা তন্মাত্রগণকে বিষয় করে। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে বাগিন্দ্রিয় শব্দবিষয়; আর অন্য পাণি আদি চারি কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঞ্চভৌতিক ঘটাদি দ্রব্য লইয়া ব্যাপার করে।

বস্তুত বাক্ বায়ুকে লইয়াই স্বকার্য্য শব্দ উৎপাদন করে। পাণ্যাদিরা কঠিন, তরল ও বায়বীয়—সর্ব্ববিধ দ্রব্য লইয়া স্বব্যাপার যে শিল্পগমনাদি, তাহা সাধিত করে।

ইন্দ্রিয়সকলের বিষয় কারিকায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চক্ষুঃ-শ্রোত্র-ঘ্রাণ-রসন-স্পর্শনকানি।
বাক্-পাণি-পাদ-পায়ূপস্থান্ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যাহুঃ ॥২৬ ॥

অন্বয় :—চক্ষুঃ-শ্রোত্র-ঘ্রাণ-রসন-স্পর্শনকানি বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি (জ্ঞানেন্দ্রিয়)।

বাক্-পাণি-পাদ-পায়ু-উপস্থান্ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি আহুঃ (কর্ম্মেন্দ্রিয় বলা যায়)।২৬। (রসনত্বগাখ্যানি ইতি পাঠান্তরম্)

শব্দাদিষু পঞ্চানাম্ আলোচনমাত্রমিষ্যতে বৃত্তিঃ।
বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাশ্চ পঞ্চানাম্॥ ২৮॥

অন্বয়ঃ—শব্দাদিষু (শব্দস্পর্শাদি বিষয়ে) পঞ্চানাম্ আলোচনমাত্রং বৃত্তিঃ ইষ্যতে (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের আলোচন নামক বৃত্তি হয়, ইহা অভিমত)। বচন-আদান-বিহরণ-উৎসর্গ-আনন্দাঃ (বচনাদি পঞ্চ কার্য্য) পঞ্চানাম্ (যথাক্রমে বাক্ আদি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য)।২৮।

অর্থাৎ—চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসনা ও ত্বক্ এই পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয়। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলা যায়।

চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বৃত্তি শব্দাদির আলোচন (আলোচন জ্ঞানের বিবরণ ২৫ পৃষ্ঠে দ্রষ্টব্য)। বাক্ আদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বৃত্তি যথাক্রমে—বচন, আদান, বিহরণ, উৎসর্গ এবং আনন্দ (ইহাদের বিশেষ বিবরণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে)।

পঞ্চ প্রাণ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এই দশটি বাহ্য ইন্দ্রিয় বলিয়া সাধারণত গণিত হয়। উহার সহিত পঞ্চ প্রাণও গণনীয়। পঞ্চ প্রাণও বাহ্য ইন্দ্রিয়, কিন্তু উহারা সর্ব্বকরণে সাধারণ বলিয়া পৃথক্ গণিত হয় নাই। সাংখ্যশাস্ত্র উত্তমরূপে বুঝিতে হইলে প্রাণকে বাহ্যকরণরূপে পৃথক্ করিয়া বুঝা উচিত।

যে শক্তির দ্বারা দেহ বিধৃত হয়, তাহার নাম প্রাণ। সেই বিধারণ-শক্তি পঞ্চভাগে বিভক্ত হয়।

তাহারাই যথাক্রমে প্রাণ, উদান, ব্যান, অপান এবং সমান নামক পঞ্চ প্রাণ। চক্ষুকর্ণাদিরা যেরূপ বাহ্যবিষয়কে ব্যবহার করে, প্রাণও সেইরূপ বাহ্য আহার্য্যকে শরীররূপে পরিণামিত করিয়া ব্যবহার করে।

তাই প্রাণ বাহ্যকরণ। চক্ষুকর্ণাদির যেরূপ অধিষ্ঠান আছে প্রাণেরও সেইরূপ ফুস্‌ফুস্‌, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী প্রভৃতি অধিষ্ঠান আছে। পরন্তু প্রাণের দ্বারা অন্য করণসকলের অধিষ্ঠানও বিধৃত হয়। বিধারণ অর্থে এস্থলে নির্ম্মাণ, বর্দ্ধন ও পোষণ। উহাই প্রাণের সার কার্য্য। কারিকায় আছে :—

স্বালক্ষণ্যং বৃত্তি স্ত্রয়স্য সৈষা ভবত্যসামান্যা।
সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ ॥ ২৯ ॥

অন্বয় :—ত্রয়স্য (অন্তঃকরণত্রয়ের) স্বালক্ষণ্যং বৃত্তিঃ (স্ব স্ব লক্ষণ সকল, যথা—বুদ্ধির অধ্যবসায়, অহঙ্কারের অভিমান, মনের সঙ্কল্পন, ইহারা প্রত্যেকের বৃত্তি) সা এষা অসামান্যা ভবতি (এই সকল বৃত্তি তাহাদের অসামান্য বা প্রত্যেকের নিজ নিজ)। প্রাণাদ্যাঃ পঞ্চ বায়বঃ সামান্যকরণবৃত্তিঃ (আর প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুগণ করণসকলের সামান্য বা সাধারণ বৃত্তি)। ২৯।

অর্থাৎ প্রাণ, উদান, ব্যান, অপান ও সমান এই পঞ্চ প্রাণবায়ু (বায়ু অর্থে বাতাস নহে কিন্তু শক্তি) অন্তঃকরণত্রয়ের সামান্য বৃত্তি বা সাধারণ ধর্ম্ম। ফলে অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণ সমস্তের অধিষ্ঠানই প্রাণের দ্বারা বিধৃত। তজ্জন্য প্রাণ তাহাদের মধ্যে সামান্য বা সাধারণ বলিয়া কথিত হয়।

আদ্য প্রাণের কার্য্য—শরীরের যাবতীয় বাহ্যোদ্ভব বোধের অধিষ্ঠান সকল বিধারণ করা। সেই শক্তিই প্রাণ। শরীরের ধাতুগত বোধের অধিষ্ঠানসকল বিধারণ করার শক্তি উদান।

শরীরের সমস্ত সঞ্চালক অংশের বিধারণ করার শক্তির নাম ব্যান।

সমস্ত শারীর ধাতুর মল অপনয়ন করার শক্তির নাম অপান।

আহার্য্যকে শারীরধাতুরূপে সমনয়ন করার শক্তির নাম সমান।

এই কয়টী শক্তির দ্বারাই শরীর বিধৃত হয়। ইহা ছাড়া আর অন্য বিধারণ-শক্তি নাই। সমস্তই এই কয়টীর অন্তর্গত।

প্রাণের লক্ষণাদি "সাংখ্যীয় প্রাণতত্ত্বে" বিস্তৃতভাবে বিচারিত হইয়াছে। প্রাণসকলের কার্য্য স্মরণ রাখার জন্য নিম্নস্থ সূত্রসকল কণ্ঠস্থ রাখা উচিত।

বাহ্যোদ্ভববোধাধিষ্ঠান-ধারণং প্রাণকার্য্যম্॥
শারীরধাতুগতবোধাধিষ্ঠান-ধারণম্ উদানকার্য্যম্॥
সঞ্চালনশক্ত্যধিষ্ঠান-ধারণং ব্যানকার্য্যম্॥
মলাপনয়নশক্ত্যধিষ্ঠান-ধারণম্ অপানকার্য্যম্॥
আহার্য্যসমনয়নশক্ত্যধিষ্ঠান-ধারণং সমানকার্য্যম্॥

বাহ্যকরণ সকল উক্ত হইল। অতঃপর আভ্যন্তরিক করণ বিবৃত হইতেছে। অন্তঃকরণ ত্রিবিধ—মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি। অন্তঃকরণের ত্রিবিধ মূল ক্রিয়া আছে।

অন্তঃকরণ।

তাহারা যথা—প্রখ্যা বা জ্ঞান, প্রবৃত্তি বা সঙ্কল্পাদি চেষ্টা এবং স্থিতি বা ধারণ। বুদ্ধি হইতে প্রখ্যা, অহঙ্কার হইতে প্রবৃত্তি এবং মন হইতে স্থিতি এইরূপে প্রধানতঃ অন্তঃকরণের ধর্ম্ম ব্যবস্থিত। সাধারণত "মন" শব্দের দ্বারা ত্রিবিধ অন্তঃকরণ বুঝায়। সুতরাং প্রখ্যা এবং প্রবৃত্তি ধর্ম্মও মনের বলিয়াই সাধারণত উক্ত হয়।

মনের লক্ষণ যথা; সাংখ্য কারিকায়:—

"উভয়াত্মকমত্র মনঃ সঙ্কল্পকমিন্দ্রিয়ঞ্চ সাধর্ম্ম্যাৎ।
গুণপরিণামবিশেষান্নানাত্বং বাহ্যভেদাশ্চ॥ ২৭॥

অন্বয়:—অত্র (এই ইন্দ্রিয়বর্গে) মনঃ উভয়াত্মকং সঙ্কল্পকং সাধর্ম্ম্যাৎ চ ইন্দ্রিয়ং (মন উভয়াত্মক, সঙ্কল্পক এবং সাধর্ম্ম্যহেতু ইন্দ্রিয়)। গুণ পরিণামবিশেষাৎ নানাত্বং বাহ্যভেদাঃ চঃ (গুণপরিণামের বৈশিষ্ট্য বা ভিন্নতাহেতু ইন্দ্রিয়দের নানাত্ব এবং বাহ্যবস্তুরও ভেদ হয়)। ২৭।

অর্থাৎ মন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয়াত্মক। তাহা সঙ্কল্পকারি এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত সমধর্ম্মক বলিয়া ইন্দ্রিয়। সঙ্কল্প দ্বিবিধ (১) কর্ম্মের মানসের নাম সঙ্কল্প (সঙ্কল্পঃ কর্ম্মণো মানসম্) (২) ইন্দ্রিয়-মাত্রের দ্বারা যে অবিকল্পক (নামাদি শূন্য নীলপীতাদি মাত্র জ্ঞানই অবিকল্পক জ্ঞান) জ্ঞান হয়, তাহাকে ধর্ম্ম-জাতি আদি যুক্ত করিয়া জানাই সঙ্কল্প বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান (যোগদর্শন দ্রষ্টব্য)। এই দ্বিবিধ সঙ্কল্পই মনের কার্য্য। প্রথমের দ্বারা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উপর ও দ্বিতীয়ের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপর মন আধিপত্য করে। তদ্ব্যতীত মন সংস্কা-রাধার। যথা সাংখ্য সূত্র—

দ্বয়োঃ প্রধানং মনঃ লোকবদ্ভৃত্যবর্গেষু॥ (২।২০)

তথাশেষ-সংস্কারাধারত্বাৎ॥ (২।৪২)

অর্থাৎ অশেষসংস্কারের আধার বলিয়া মন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মে-ন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রধান, যেমন লোকে প্রভু-ভৃত্যবর্গের মধ্যে প্রধান, তদ্বৎ।

অতএব জ্ঞান, চেষ্টারূপ সঙ্কল্প এবং সংস্কাররূপ বিষয়-ধারণ এই তিনই মনের কার্য্য হইল।

এই মনকে সাধারণত চিত্ত বলা হয়। বস্তুত ইহা অন্তঃকরণত্রয়ের মিলিত অবস্থা, কিন্তু ত্রিভাগে বিভক্ত অন্তঃকরণের এক মৌলিক অংশ এই মন নহে। তাদৃশ মৌলিক মনের কার্য্য কেবল সংস্কারা-ধান বা স্থিতি। কারণ, জ্ঞান ও চেষ্টা বা প্রখ্যা ও প্রবৃত্তি যখন বুদ্ধি ও অহঙ্কার-মূলক, তখন অবশিষ্ট স্থিতিরূপ অন্তঃকরণ-ধর্ম্ম মনের হইবে।

এই মনের বা চিত্তের পঞ্চপ্রকার প্রত্যয় বা জ্ঞানবৃত্তি আছে। যথা:—বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাঽক্লিষ্টাঃ (সাংখ্যসূত্র ২।৩৩)। অর্থাৎ বৃত্তিসকল পঞ্চ প্রকার। তাহারা পুনশ্চ ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্ট। বৃত্তিসকলের নাম—প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ। (যোগসূত্র ১।৬।) প্রমাণ অর্থে

যথার্থবিষয়ক জ্ঞান (১১ পৃষ্ঠে দ্রষ্টব্য)। বিপর্য্যয়—মিথ্যা জ্ঞান বা এক বিষয়কে অন্যরূপ জ্ঞান। যে স্থলে বস্তু নাই কিন্তু কেবল শব্দ আছে, সেই শব্দ শুনিয়া যে অবস্তুসম্বন্ধে চিত্তে এক প্রকার অস্ফুট জ্ঞান হয়, তাহার নাম বিকল্প-জ্ঞান। যেমন 'অভাব' 'অনন্ত' ইত্যাদি। স্বপ্নহীন নিদ্রাতে চিত্তেন্দ্রিয়ের যে জড় বা তামস ভাব হয়, তাহার বোধের নাম নিদ্রাবৃত্তি। পূর্ব্বে অনুভূত বিষয়ের পুনর্জ্ঞানই স্মৃতি-বৃত্তি।

চেষ্টারূপ সঙ্কল্প প্রধানতঃ ত্রিবিধ :—ইচ্ছা, কল্পনা ও কৃতি। কিছু জানিতে, করিতে বা পাইতে মানস করার নাম ইচ্ছা। মানসিক রচনার নাম কল্পনা। যে চেষ্টাবিশেষের দ্বারা শরীরকে চালিত করা যায়, তাহার নাম কৃতি।

যাহা কিছু অনুভব করা হয়, তাহার ছাপ চিত্তে থাকিয়া যায়। নচেৎ তাহা পুনশ্চ কিরূপে স্মরণ-জ্ঞানের গোচর করা যাইবে? অন্তরে নিহিত এই ছাপের নাম সংস্কার। জ্ঞান, চেষ্টা সমস্তেরই সংস্কার হয়।

অহঙ্কার তত্ত্ব। এই জ্ঞান, চেষ্টা ও সংস্কার-নামক চিত্ত ধর্ম্ম সকলের মধ্যে "আমি" নামক ভাব সাধারণ। আমি জানি, আমি করি, আমি ধারণ করিয়া আছি, এইরূপ আমিত্ব প্রত্যেক চিত্ত-ভাবেই থাকে। ফলে "আমি"র উপর জ্ঞান, চেষ্টা ও ধৃতি প্রতিষ্ঠিত। আমি-রূপ সাধারণ কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ আছে। ইন্দ্রিয়গণ সমস্তই "আমি"র শক্তি-স্বরূপ। কর্ণ ও চক্ষুর পরস্পর সম্বন্ধ নাই; কিন্তু উহারা আমিত্বের দ্বারাই সম্বন্ধ। সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ ঐরূপে এক আমিত্বের দ্বারা সম্বদ্ধ হইয়া সমঞ্জস-ভাবে ক্রিয়া করে। অতএব সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে আমিত্ব-নামক একটী ভাব সাধারণ। "আমি" দ্বিবিধ—অভিমানাত্মক "আমি" ও

স্বরূপ "আমি"। অভিমানাত্মক "আমি"র নামই অহঙ্কার। যে "আমি" উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহাই অহঙ্কার। তাহার গুণ অভিমান। অভিমান দ্বিবিধ—অহন্তা ও মমতা। আমি শরীরী, আমি গৌর ইত্যাদি আমি-আমি-ভাব অহন্তা। আর, আমার শরীর, আমার ইন্দ্রিয় ইত্যাদি আমার-আমার-ভাব মমতা। বাহ্য ও আধ্যাত্মিক, এই দুই প্রকার ভেদেও অভিমান দ্বিবিধ। পুত্রাদিতে বাহ্য অভিমান, আর ইন্দ্রিয়ে অধ্যাত্মভূত অভিমান।

এই অধ্যাত্মভূত অভিমানই করণ সকলের উপাদান। লাঘবত, যখন আমার চক্ষু, আমার কর্ণ, ইত্যাদি প্রকারে চক্ষুরাদিকে 'আমার' শক্তিস্বরূপে জানা যায়, তখন তাহারা আমিত্বের অংশ অথচ আমিত্ব হইতে পৃথগ্‌ভূত (অর্থাৎ আমিত্বরূপ কারণের কার্য্যভূত) বস্তু। অতএব জানা গেল যে, ইন্দ্রিয়সকলের উপাদান-কারণ অভিমান-ধর্ম্মক অহঙ্কার। সাংখ্যসূত্র যথা "অভিমানোঽহঙ্কারঃ" ॥ ২।১৬।

বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্তত্ব। দ্বিতীয় প্রকারের যে "স্বরূপ আমি" আছে, যাহা কেবল "আমি আছি" এইরূপ জ্ঞানমাত্র, তাহার নাম বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব। "আমি" নানা অভিমানযুক্ত, এরূপ অহঙ্কারের মূল কি হইবে? কেবল "আমি" তাহার মূল হইবে। কেবল "আমি" হইতেই নানাত্বযুক্ত "আমি" হইতে পারে। তাদৃশ অস্মীতি মাত্র যে আত্মভাব, তাহাই বুদ্ধিতত্ত্ব। ইহাকে সত্তামাত্র আত্মভাবও বলা হয়। সত্তামাত্র আত্মভাব অর্থে—"আমি আছি" এরূপমাত্র নিশ্চয়। যথা যোগভাষ্যে—২।১৯ "এতে সত্তামাত্রস্যাত্মনো মহতঃ ষড়্‌বিশেষপরিণামাঃ" অর্থাৎ অহঙ্কারাদিরা সত্তামাত্র মহান্ আত্মার ছয় অবিশেষ পরিণাম।

বুদ্ধির * গুণ অধ্যবসায় বা নিশ্চয় বা জ্ঞান। "আমি" এই বোধ সর্ব্ব-

* বুদ্ধি অর্থে সাধারণতঃ জ্ঞানমাত্রই বুঝায়; দর্শনশাস্ত্রেও ঐ শব্দ শ্লথভাবে ব্যবহৃত

জ্ঞানের মূল, সুতরাং আমিত্ব-নিশ্চয়ই প্রকৃত বুদ্ধি। "আমি আছি" এইরূপ নিশ্চয়ই আমাদের সমস্তের মূল। তাই বুদ্ধিতত্ত্ব সমস্ত ব্যক্ত পদার্থের শীর্ষস্থানে স্থিত।

ত্রিগুণ। বুদ্ধি হইতে ভূত পর্য্যন্ত সমস্ত তত্ত্বকে বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, তাহাদের সকলের মধ্যে প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই তিন গুণ আছে। ভূতসকল অবশ্য গ্রাহ্য; তজ্জন্য ভূতসম্বন্ধে ঐ তিন গুণ প্রকাশ্য, কার্য্য ও ধার্য্য, এইরূপ হইবে। ইহা পূর্ব্বেও দেখান হইয়াছে। পরন্তু ভূতসকল যখন অধ্যাত্মভূত বা শরীর-রূপে পরিণত হয়, তখনও শরীরের বোধাধিষ্ঠানরূপ প্রকাশ-গুণযুক্ত, কার্য্যাধিষ্ঠানরূপ ক্রিয়া-গুণযুক্ত এবং ধারণাধিষ্ঠানরূপ স্থিতি-গুণযুক্ত হয়।

গ্রাহ্যের ন্যায় গ্রহণসকলও ঐরূপ প্রকাশাদি-গুণযুক্ত। সমস্ত করণেরই একটী বিধৃত ভাব আছে, তাহা ক্রিয়াশীল হইলেই জ্ঞান হয়। এইরূপে জ্ঞান, ক্রিয়া ও স্থিতি, গ্রাহ্য ও গ্রহণ সমস্তেতেই সাধারণ। "আমি আছি" এইরূপ লক্ষণাযুক্ত বুদ্ধির মধ্যে জ্ঞানাংশ প্রকাশগুণ, আর তন্মধ্যস্থ পরিণামশীলতা (কারণ তাহাও "আমি আছি" "আমি আছি" এইরূপ ক্ষণিক জ্ঞানের প্রবাহস্বরূপ) ক্রিয়াগুণ এবং তাহার স্থিতিশীলতা স্থিতিগুণ। অহঙ্কার-আদি সমস্ত করণেই ঐরূপ পাইবে।

হওয়াতে উহার অর্থসম্বন্ধে অনেক গোল হয়। সর্ব্বজ্ঞানের যে মূলজ্ঞান, সেই আমিত্ব-জ্ঞানই বুদ্ধিতত্ত্ব। অন্যজ্ঞানও গৌণভাবে বুদ্ধি বা বুদ্ধিবৃত্তি বা চিত্তবৃত্তি বলিয়া উক্ত হয়। কারণ, তাহারা সেই মূল বুদ্ধিতত্ত্বের ছায়া। বস্তুত কিন্তু উক্ত আত্মনিশ্চয়ছাড়া অন্য সব নিশ্চয় ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান এবং উহা বুদ্ধির প্রকৃত লক্ষণ নহে। কেহ কেহ অধ্যবসায়কে কর্ত্তব্য নিশ্চয় বলেন। এরূপ নিশ্চয় প্রাথমিক ব্যক্ততত্ত্ব যে বুদ্ধি, তাহার স্বরূপলক্ষণ হইতে পারে না। কারণ উহা নিয়ন্ত্র করণসকলের মিলিত কার্য্য।

অতএব গ্রাহ্য ও গ্রহণ সমস্ত পদার্থই একটী প্রকাশশীলভাব, একটী ক্রিয়াশীলভাব এবং একটী স্থিতিশীলভাব—এই তিন প্রকার সাধারণ উপাদানে নির্ম্মিত। বলা বাহুল্য যে, আমিত্বস্বরূপ মহত্তত্ত্ব হইতে পঞ্চভূত পর্য্যন্ত তেইশটী তত্ত্বের মধ্যে বাহ্য ও আভ্যন্তর সমস্ত জ্ঞেয় দ্রব্যই পড়িবে। সুতরাং উক্ত ঐ তিন ভাবই বাহ্য ও আভ্যন্তর সমস্ত ব্যক্ত পদার্থের সাধারণ উপাদান।

ঐ ভাবত্রয়ের মধ্যে প্রকাশশীল ভাবের নাম সত্ত্ব, ক্রিয়াশীল ভাবের নাম রজ এবং স্থিতিশীল ভাবের নাম তম। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন ভাবকে গুণ বলা যায়। গুণ অর্থে এস্থলে কোন দ্রব্যাশ্রিত ধর্ম্ম নহে। গুণ অর্থে রজ্জু। এই ত্রিগুণময় (তিন-তার-নির্ম্মিত) রজ্জুর দ্বারা বন্ধন হয় বলিয়া ইহাদের নাম গুণ।

প্রকৃতি। বিশ্ব অনন্ত বলিয়া তাহার উপাদানভূত তিন গুণও অনন্ত। অর্থাৎ অনন্ত প্রকাশ, অনন্ত ক্রিয়া ও অনন্ত জড়তা এই বিশ্বের উপাদান। এই ত্রিগুণস্বরূপ মূল উপাদানের নাম প্রধান বা প্রকৃতি। অতএব প্রকৃতির লক্ষণ হইল:— অনন্তসত্ত্ব + অনন্তরজ + অনন্ততম। অথবা অন্য কথায় সমপরিমাণ সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণই প্রকৃতি। তজ্জন্য প্রকৃতির লক্ষণ করা হয় কি:—'সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ', অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। "প্রকরোতীতি প্রকৃতিঃ প্রকৃতিত্বং তত্ত্বান্তরোপাদানত্বং" অর্থাৎ যাহা প্রকৃষ্টরূপে করে বা কার্য্য উৎপাদন করে, তাহার নামই প্রকৃতি। কোন এক তত্ত্বের যাহা উপাদান-কারণ, তাহাই তাহার প্রকৃতি। এই লক্ষণে মহৎ, অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্রও প্রকৃতি। তজ্জন্য ত্রিগুণস্বরূপ প্রকৃতিকে মূলা প্রকৃতি বলা হয়, আর মহদাদিকে প্রকৃতি-বিকৃতি বলা হয়। এ বিষয়ে কারিকায় এইরূপ আছে:—

মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতি র্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয় ঃ—মূলপ্রকৃতিঃ (অব্যক্তা প্রকৃতি) অবিকৃতিঃ (কাহারও বিকার নহে)। প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত (যাহারা প্রকৃতি এবং বিকৃতি এরূপ তত্ত্ব, তাহারা সাতটী)। বিকারঃ (কেবল বিকৃতি) ষোড়শকঃ তু (ষোড়শ সংখ্যক)। পুরুষঃ ন প্রকৃতিঃ ন বিকৃতিঃ (কিছুর প্রকৃতি বা উপাদান এবং কিছুর বিকৃতি বা কার্য্য নহে)। ৩।

অর্থাৎ মূলাপ্রকৃতি অবিকৃতি বা অন্য কোন স্বকারণভূত দ্রব্যের বিকার নহে। মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটী বিকৃতিও বটে এবং প্রকৃতিও বটে ; অর্থাৎ তাহারা স্বকারণের বিকার এবং স্বকার্য্যের প্রকৃতি। একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত এই ষোলটী কেবল বিকার (কারণ তাহারা আর কোন তত্ত্বের কারণভূত নহে)। পুরুষ প্রকৃতিও নহেন এবং বিকৃতিও নহেন।

প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি বা সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন ভাবকে আর বিশ্লেষ করা যায় না। সুতরাং তাহারা কোন উপাদানের কার্য্য নহে। তজ্জন্যই তাহাদিগকে মূলা প্রকৃতি বা প্রধান বলা যায়। সাংখ্যসূত্রে আছে ঃ—"মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম্" ১।৬৭ অর্থাৎ যাহা মূলা প্রকৃতি, তাহার আর মূল বা উপাদানকারণ নাই বলিয়া মূল দ্রব্য অমূল বা কারণহীন। যাহার কারণ নাই সেই দ্রব্য নিত্য। যেহেতু উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বভাবই কারণ, কিন্তু সেই কারণ যাহার নাই, সে দ্রব্য কখনও উৎপন্ন হয় নাই, সুতরাং তাহা বরাবরই আছে বা নিত্য। এই হেতুতে প্রকৃতি নিত্যা।

মহদাদিরা ব্যক্ত এবং প্রকৃতি অব্যক্ত। ইহা পূর্ব্বে (৯ পৃষ্ঠে) উক্ত হইয়াছে এবং ব্যক্ত ও অব্যক্ত কাহাকে বলে, তাহাও বলা হইয়াছে। প্রকৃতি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা বলিয়া স্বরূপত অব্যক্ত। তিন গুণ

সমান হওয়ার অর্থ কি? যত খানি জড়তা (তম), তত খানি ক্রিয়া (রজ) ও তত খানি প্রকাশ (সত্ত্ব)। জড়তা ও ক্রিয়া যদি সমান হয়, তবে ক্রিয়া লক্ষিত হইবে না, ক্রিয়া লক্ষিত না হওয়া অর্থে—প্রকাশ না হওয়া। অতএব তখন ফলে "ক্রিয়ার দ্বারা জড়তার প্রকাশ হইবে না"। সেইরূপ, জড়তা ও প্রকাশ সমান হইলে, প্রকাশ বা ক্রিয়াও লক্ষ্য হইবে না। অর্থাৎ সেই অবস্থা সাক্ষাৎভাবে জ্ঞায়মান হইবে না। কারণ, ক্রিয়ার দ্বারা জাড্য উদ্ঘাটিত হওয়াই জ্ঞান, তাহা না হইলে জ্ঞায়-মানতা থাকিবে না। তাদৃশ অবস্থার নাম অব্যক্ত। উহা সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় নহে, কিন্তু উহা ধারণার অযোগ্য। উহা আছে তাহা জানা যায়, কিন্তু কিরূপে আছে, তাহা ধারণা করা যায় না। কোন পদার্থ ব্যক্তরূপে জ্ঞায়মান না হইলে যে তাহা নাই, এরূপ নহে। অনেক কারণে বর্ত্তমান দ্রব্যও আমরা জানিতে পারি না। তাহারা কারিকায় উক্ত হইয়াছে ; যথা :--

অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাদ্ ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ ॥ ৭ ॥

অন্বয় :—অতিদূরাৎ (অতিদূরত্বহেতু) সামীপ্যাৎ (সামীপ্যহেতু) ইন্দ্রিয়ঘাতাৎ (ইন্দ্রিয়ের বৈকল্যহেতু) মনোঽনবস্থানাৎ (মনের অন-বস্থানহেতু) সৌক্ষ্ম্যাৎ (সূক্ষ্মতা হেতু) ব্যবধানাৎ (ব্যবধানহেতু) অভিভবাৎ (অভিভব হেতু) সমানাভিহারাৎ চ (এবং সমানাভিহার হেতু বস্তুর উপলব্ধি হয় না)। ৭।

অর্থাৎ—অতিদূর, অতিনিকট, ইন্দ্রিয়ের বিকলতা, অন্যমনস্কতা, সৌক্ষ্ম্য, ব্যবধান, অভিভব ও সমানাভিহার * এই সকল কারণে

* যেমন :—দূরস্থ দ্রব্য বা চক্ষুর অতি নিকটস্থ দ্রব্য দেখা যায় না, সেইরূপ অন্ধত্বাদি ইন্দ্রিয়ের বিকলতা এবং অন্যমনস্কতাতেও দ্রব্য জানা যায় না। ব্যবধান—যেমন প্রাচীরাদির ব্যবধানে স্থিত দ্রব্য। অভিভব—যেমন সূর্য্যকিরণে তারকাদির

বিদ্যমান বস্তুও আমরা জানিতে পারি না। ইহার মধ্যে সৌক্ষ্ম্যহেতু প্রকৃতিকে আমরা সাক্ষাৎ করিতে পারি না।

কারিকা যথা :—

সৌক্ষ্ম্যাত্তদনুপলব্ধির্নাভাবাৎ কার্য্যতস্তদুপলব্ধেঃ।
মহদাদি তচ্চ কার্য্যং প্রকৃতিসরূপং বিরূপং চ ॥ ৮ ॥

অন্বয় :—সৌক্ষ্ম্যাৎ (সৌক্ষ্ম্যহেতু) অনুপলব্ধিঃ (তাহার বা প্রকৃতির অনুপলব্ধি হয়) ন অভাবাৎ (অভাবহেতু নহে)। কার্য্যতঃ (কার্য্য হইতে) তৎ-উপলব্ধেঃ (তাহার জ্ঞান হয় বলিয়া তাহা আছে)। মহদাদি (মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি) চ তৎ কার্য্যং (সেই কার্য্য) প্রকৃতি-সরূপং (তাহা প্রকৃতির কতক সমান) বিরূপং চ (এবং কতক অসমান)।

অর্থাৎ—সূক্ষ্মতাহেতুই প্রকৃতি সাক্ষাৎ উপলব্ধ হয় না, কিন্তু অভাব-হেতু নহে। তাহার কার্য্য দেখিয়াই তাহার সত্তার উপলব্ধি হয়। মহদাদিরাই তাহার কার্য্য। তাঁহারা প্রকৃতির কতক সরূপ বা সমান (ত্রিগুণময়ত্বই তাহাদের প্রকৃতির সহিত সমানতা) এবং কতক বিরূপ বা ভিন্ন (ব্যক্ততাই প্রধান হইতে ভেদ)। প্রকৃতির এই সূক্ষ্মতা কিরূপ; তাহা নিম্নস্থ উদাহরণ দ্বারা বুঝা যাইবে। মনে কর, একটী স্প্রীংএর উপর একটী ভার চাপান হইল। স্প্রীংএর যত শক্তি, তদধিক ও তদ্বিপরীত অধোগামী শক্তি-সম্পন্ন ভার হইলে স্প্রীং তাহা উত্তোলন করিতে পারিবে না। কিন্তু স্প্রীংএ ও ভারে অলক্ষ্য যুদ্ধ চলিতে থাকিবে। স্প্রীং উঠিতে চাহিবে ও ভার নামিতে চাহিবে। কিন্তু বিপরীত শক্তি তুল্যবল হওয়াতে কোন ব্যক্ত ক্রিয়া হইবে না। তবে উহাতে যে সূক্ষ্ম বা অলক্ষ্য ক্রিয়া চলিতেছে, তাহা অনুমিত হইতে পারে। প্রকৃতির সূক্ষ্মতাও সেইরূপ অলক্ষ্য অবস্থা। রাজসিক ক্রিয়া

জ্যোতির অভিভব। সমানাভিহার—যেমন অনেকগুলি এক রকম মুদ্রার মধ্যে কোন একটাকে (মিশাইয়া দিলে) ঠিক করিতে না পারা।

ও তামসিক জড়তা তুল্যবল হইলে আর ব্যক্ত ক্রিয়া থাকিবে না বা কিছু জানা যাইবে না বা প্রকাশ থাকিবে না। তখন প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি তিনই অলক্ষ্য হইবে। ইহারই নাম অব্যক্ত অবস্থা।

ব্যক্ত ও অব্যক্ত সম্বন্ধে আরও বিচার করা যাইতেছে। অব্যক্ত যদিও ঘট, পট বা ইচ্ছা প্রেম আদি বস্তুর ন্যায় সাক্ষাৎভাবে অনুভব করা যায় না, তথাপি তাহা যে আছে বা বস্তু, তাহা স্বীকার করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কারণ, বুদ্ধি আদি উৎপন্ন সৎ পদার্থ। তাহারা অসৎ পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। সৎ হইতেই সৎ হয়। অসৎ হইতে সৎ হয়, এরূপ চিন্তা উন্মাদেরাই করিয়া থাকে। সৎকারণ হইতে সৎকার্য্য হয়, ইহা সর্ব্বত্রই দেখা যায়, সাংখ্যও মূলপর্য্যন্ত তাহা দেখান। তাই সাংখ্যীয় মতের নাম সৎকার্য্যবাদ। তদ্বিষয়ে সাংখ্যকারিকায় এইরূপ যুক্তি আছে :—

অসদকরণাদ্ উপাদানগ্রহণাৎ সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎ কার্য্যম্॥ ৯॥

অন্বয় :—অসৎ-অকরণাৎ (অসতের অকরণহেতু) উপাদানগ্রহণাৎ (উপাদানের গ্রহণহেতু) সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ (সর্ব্বসম্ভবের অভাবহেতু) শক্তস্য শক্যকরণাৎ (শক্তবস্তুই শক্যবস্তুকে করে বলিয়া) চ কারণভাবাৎ (এবং কারণ থাকা আবশ্যক বলিয়া) সৎ কার্য্যম্ (কার্য্য সৎ বা পূর্ব্ব হইতে কারণে বিদ্যমান থাকে)। ৯।

অর্থাৎ—কার্য্য সৎ অর্থাৎ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে স্বকারণে সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান থাকে। কারণ, যাহা অসৎ, তাহাকে কদাপি সৎ করা যায় না। পরন্তু সৎ উপাদান হইতেই সৎকার্য্য হয়। আর যদি বল যে অভাব হইতে ভাব হয়, তবে সর্ব্বত্রই সমস্ত দ্রব্য হইবে। কিন্তু তাহা হয় না। পরন্তু শক্ত দ্রব্যই শক্য দ্রব্য করিয়া থাকে, অর্থাৎ সতী শক্তি থাকিলেই তদ্দ্বারা ক্রিয়া হয়। আর কার্য্য সকলের কারণ

থাকা আবশ্যক বলিয়াও কার্য্য সৎ। এই সকল কারণে জানা গেল যে, কার্য্য উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে স্বকারণে সৎস্বরূপে থাকে; অসৎ হইতে কদাপি সৎকার্য্য হইতে পারে না। অতএব মহৎতত্ত্ব, উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেও তাহা সৎ বা থাকে। তাহা যে ভাবে থাকে, সেই অলক্ষ্য ভাবই তাহার কারণ অব্যক্তা প্রকৃতি। অব্যক্তা প্রকৃতি এবং ব্যক্ত মহদাদির ভেদ এবং অভেদ কি, তাহা দেখান যাইতেছে। কারিকা যথাঃ—

হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকম্ আশ্রিতং লিঙ্গম্।
সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীতম্ অব্যক্তম্॥ ১০

অন্বয়ঃ—হেতুমৎ (হেতুযুক্ত) অনিত্যম্ অব্যাপি (সর্ব্বপদার্থকে ব্যাপ্ত করে না) সক্রিয়ং অনেকম্ (বহু) আশ্রিতং (স্বকারণাশ্রিত) লিঙ্গং (লয় হয় বলিয়া) সাবয়বং (অবয়বযুক্ত) পরতন্ত্রং (স্বকারণের অধীন) ব্যক্তং (মহদাদি ব্যক্ত ভাবসমূহ) বিপরীতম্ অব্যক্তং (অব্যক্ত ব্যক্তের বিপরীত)। ১০।

অর্থাৎ—সমস্ত ব্যক্তবস্তু হেতুমৎ বা কারণযুক্ত, অনিত্য, অব্যাপি, সক্রিয়, বহু, আশ্রিত, লিঙ্গ, সাবয়ব ও পরতন্ত্র। ব্যক্ত পদার্থ এই সকল লক্ষণযুক্ত, আর অব্যক্ত ইহার বিপরীত।

হেতুমৎ—যেমন ইন্দ্রিয়দের কারণ অহঙ্কার, অহঙ্কারের কারণ বুদ্ধি, বুদ্ধির কারণ অব্যক্ত ইত্যাদিরূপে সমস্ত ব্যক্তই কারণযুক্ত। কারণ দ্বিবিধ—উপাদান ও নিমিত্ত; তন্মধ্যে ব্যক্তসকলের উপাদান অব্যক্তা প্রকৃতি এবং তাহাদের নিমিত্তকারণ পুরুষ। অব্যক্ত অহেতুমৎ। যেহেতু তাহার আর কোনও কারণ পাওয়া যায় না।

ব্যক্ত অনিত্য বা বিনাশশীল। যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাই বিনাশ-প্রাপ্ত হইতে পারে। বিনাশ অর্থে—স্বকারণে লয়। যাহার কারণ নাই, তাহার সুতরাং নাশও নাই। অতএব অব্যক্ত নিত্য।

ব্যক্ত অব্যাপী অর্থাৎ সমস্ত পদার্থ ব্যাপিয়া থাকে না, কিন্তু

কতক ব্যাপিয়া থাকে; আর অব্যক্ত ব্যাপী অর্থাৎ যাবতীয় ব্যক্ত পদার্থ অব্যক্তের অন্তর্গত।

ব্যক্ত সক্রিয় বা ক্রিয়াযুক্ত। ভোগ এবং অপবর্গরূপ পুরুষার্থের সাধন ব্যক্তের মূল ক্রিয়া। কিঞ্চ মহদাদি দ্রব্য নিয়তই ক্রিয়াশীল; সেই ক্রিয়ার দ্বারাই তাহারা প্রাণীর সংস্থতি সাধিত করিতেছে। অব্যক্ত সেরূপ ক্রিয়াহীন।

ব্যক্ত অনেক অর্থাৎ জাতি (ত্রয়োবিংশতি) এবং ব্যক্তি ভেদে অসংখ্য। অব্যাপী বলিয়াই ব্যক্ত বহু। যাহা অব্যাপী—তাহা পরিচ্ছিন্ন; যাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহার কারণ যদি অমেয় হয়, তবে তাহা সংখ্যায় অমেয় হইবে। অব্যক্ত সর্ব্বব্যাপী বলিয়া এক।

ব্যক্ত আশ্রিত অর্থাৎ স্বকারণকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অব্যক্ত কারণহীন বলিয়া অনাশ্রিত।

ব্যক্ত সকল লিঙ্গ বা লয়শীল। 'লয়ং গচ্ছতীতি লিঙ্গম্' অর্থাৎ যাহা লয় প্রাপ্ত হয়, তাহা লিঙ্গ। মহদাদি ব্যক্তসকল স্বকারণে লয় হয়, তাই লিঙ্গ; আর অব্যক্ত অলিঙ্গ। লিঙ্গ অর্থে "স্বকারণের জ্ঞাপক" এরূপও হয়। বুদ্ধ্যাদিরা স্বকারণের লিঙ্গ; অব্যক্তের কারণ নাই, সুতরাং তাহা কাহারও লিঙ্গ নহে। তজ্জন্য তাহার নাম অলিঙ্গ।

ব্যক্ত সাবয়ব। দেশব্যাপী বা কালব্যাপী অঙ্গই অবয়ব। তাদৃশ অঙ্গযুক্ত বস্তু সাবয়ব। মহদাদি আভ্যন্তরিক ভাবসকল কালব্যাপী-অবয়বযুক্ত, আর বাহ্য বস্তুসকল দেশব্যাপী-অবয়বযুক্ত। অব্যক্ত দেশকালাতীত। কারণ তাহা দেশকালেরও হেতু; সুতরাং নিরবয়ব।

আর ব্যক্ত পরতন্ত্র। পর অর্থাৎ নিজের নিজের কারণ; তাহার অধীন = পরতন্ত্র। প্রধান সুতরাং স্বতন্ত্র।

ব্যক্ত ও অব্যক্তের সাদৃশ্য।

ইহা হইল ব্যক্ত ও অব্যক্তের ভেদ। কিন্তু পূর্ব্বে (৩৯ পৃষ্ঠে) বলা হইয়াছে, কারণ ও কার্য্য বিরূপ

হয় এবং সরূপও হয় অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে কতক মিল এবং কতক অমিল থাকে। যেমন মাটির তাল এবং ঘট। অতঃপর ব্যক্তে ও অব্যক্তে মিল দেখান যাইতেছে। কারিকা যথা :—

ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি।
ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীতস্তথা পুমান্॥ ১১॥

অন্বয় :—প্রধানং তথা ব্যক্তম্ (অব্যক্ত এবং ব্যক্তভাব) ত্রিগুণং (সত্ত্বাদিগুণাত্মক) অবিবেকি (গুণত্রয় হইতে অবিবিক্ত) বিষয়ঃ (জ্ঞেয়) সামান্যং (বহু পুরুষের সাধারণ বিষয়) অচেতনং (অচৈতন্যস্বরূপ) প্রসবধর্ম্মি (বিকারশীল) তথাচ তদ্বিপরীতঃ (আর তাহার বিপরীত) পুমান্ (পুরুষ)। ১১

অর্থাৎ ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয় প্রকার বস্তুর এই ধর্ম্মসকল সাধারণ; যথা—ত্রিগুণত্ব, অবিবেকিত্ব, বিষয়ত্ব, সামান্যত্ব, অচেতনত্ব এবং প্রসবধর্ম্মিত্ব। পুরুষতত্ত্ব ইহার বিপরীত।

সত্ত্বাদিগুণের নামই প্রকৃতি। আর মহদাদি ব্যক্ত বস্তুসকল যে ত্রিগুণাত্মক, তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। অতএব ব্যক্ত ও অব্যক্ত দুই-ই ত্রিগুণ। অবিবেকি বা অবিবিক্ত বা অবিভিন্ন। ব্যক্ত ও অব্যক্ত দুই-ই ত্রিগুণ হইতে অবিবিক্ত।

ব্যক্ত এবং অব্যক্ত দুই-ই বিষয় বা দৃশ্য বা জ্ঞেয়। ব্যক্ত এবং অব্যক্ত সামান্য বা সর্ব্বপুরুষের (দ্রষ্টার) ভোগ্য। ভোগ অর্থে—ইষ্ট বা অনিষ্টরূপে বিষয় গ্রহণ। ব্যক্ত ও অব্যক্ত দৃশ্য বলিয়া সমস্ত জ্ঞাতার সাধারণ ভোগ্য।

ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়ই অচেতন। দ্রষ্টা চেতন এবং যাহা দৃশ্য তাহা অচেতন, কারণ যাহা চৈতন্য তাহা জ্ঞাতার মধ্যেই আছে। যাহা জ্ঞেয়রূপে প্রতীত হয়, তাহা অচেতন।

আর ব্যক্ত এবং অব্যক্ত দুই-ই প্রসবধর্ম্মি। অব্যক্ত হইতে বুদ্ধি,

বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, ইত্যাদিরূপে ব্যক্ত ও অব্যক্ত বস্তু বিকার প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য প্রসব করে।

দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদ।

পুরুষ বা দ্রষ্টা দৃশ্যের বিপরীত বলিয়া এই সকল লক্ষণের বিপরীত-লক্ষণাক্রান্ত। অর্থাৎ দ্রষ্টা পুরুষ অ-ত্রিগুণময়, ত্রিগুণ হইতে বিবিক্ত, বিষয়ী, অসামান্য বা প্রত্যক্, চেতন ও অপ্রসবধর্ম্মী।

ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই দ্বিবিধ বস্তুর ভেদ ও সাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়া অব্যক্তসিদ্ধির শাস্ত্রীয় যুক্তি অতঃপর বিবৃত হইতেছে :—

অবিবেক্যাদেঃ সিদ্ধিঃ ত্রৈগুণ্যাত্তদ্বিপর্য্যয়াভাবাৎ।
কারণগুণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্যাব্যক্তমপি সিদ্ধম্ ॥ ১৪ সাংকাঃ ॥

অন্বয় :—ত্রৈগুণ্যাৎ (ত্রিগুণাত্মকত্বহেতু) তদ্-বিপর্য্যয়াভাবাৎ (ত্রৈগুণ্য না থাকিলে থাকা অসম্ভব বলিয়া) অবিবেকি-আদেঃ (অবি-বেকি, বিষয় প্রভৃতি ধর্ম্ম) সিদ্ধিঃ (ব্যক্ত পদার্থে সিদ্ধ হয়) কারণ-গুণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্য (কার্য্যের কারণ-গুণাত্মকত্ব হেতু) অব্যক্তমপি সিদ্ধং (অব্যক্তও সিদ্ধ হয়)। ১৪।

অব্যক্ত সিদ্ধি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ব্যক্তসকল অবিবেকি, বিষয়, সামান্য, অচেতন, প্রসবধর্ম্মি এবং ত্রিগুণাত্মক। তন্মধ্যে এই ত্রিগুণাত্মকত্ব হইতেই অবিবেকিত্ব, বিষয়ত্ব প্রভৃতি অপর সমস্ত ধর্ম্ম সিদ্ধ হয়। ত্রিগুণ বা প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই ত্রিভাব না থাকিলে ব্যক্তের ঐ সকল গুণ থাকিত না। আর মহদাদি ব্যক্ত যে ত্রিগুণাত্মক, তাহা পূর্ব্বে (৩৫ পৃষ্ঠে) দেখান হইয়াছে। অতএব মহদাদি ব্যক্তের যে অবিবেক আদি ধর্ম্ম, তাহা তাহাদের ত্রিগুণস্বভাব হইতে সিদ্ধ হয় এবং ঐ ত্রিগুণস্বভাব যদি তাহাদের না হইত, তবে অবিবেকি আদি ধর্ম্ম তাহাদের থাকিত না। (কারণ ঐ সকল ধর্ম্ম প্রকাশ ক্রিয়া ও স্থিতির উপর স্থাপিত)।

আবার ব্যক্ত যখন হেতুমৎ ও অনিত্য, তখন তাহারা উৎপত্তিশীল ও লয়শীল; সুতরাং তাহাদের কারণ থাকিবে। কিন্তু ত্রিগুণ যখন সমস্ত ব্যক্তধর্ম্মের মূল, তখন ত্রিগুণই ব্যক্তের কারণ। দেখাও যায় যে, কার্য্য কারণের গুণ পায়। অতএব এই মূলকারণভূত ত্রিগুণরূপ অব্যক্ত সিদ্ধ হইল।

এই যুক্তিগুলি পুনশ্চ সংগ্রহ করিয়া সংক্ষেপে বলা যাইতেছে :—

১। মহদাদি ব্যক্তবস্তু উৎপত্তিশীল ও লয়শীল বস্তু,
তাদৃশ বস্তুর কারণ থাকে,
অতএব মহদাদির কারণ আছে।

২। কার্য্য কারণের স্বভাব পায়,
অতএব মহদাদি ব্যক্ত কার্য্যবস্তু তাহাদের কারণের স্বভাব পাইবে।

৩। মহদাদির মৌলিক স্বভাব ত্রিগুণাত্মকত্ব,
অতএব ত্রিগুণাত্মক এক বস্তু তাহাদের মূল কারণ।

অর্থাৎ সর্ব্ব কার্য্যের মধ্যে যাহা সাধারণ-স্বভাব, তাহাই তাহাদের কারণের স্বভাব। যেমন ঘট হাঁড়ি আদিতে মৃত্তিকা-স্বভাব। মহদাদি সমস্ত ব্যক্ত দ্রব্যের সাধারণ-স্বভাব যে ত্রিগুণাত্মকত্ব, তাহা পূর্ব্বে বিশদরূপে দেখান হইয়াছে। অতএব তাদৃশ বস্তুই তাহাদের মূল কারণ।

৪। বস্তুসকল স্বকারণ হইতে উৎপন্ন ও স্বকারণে লীন হয়।
অতএব মহৎও স্বকারণ সেই ত্রিগুণাত্মক বস্তু হইতে উৎপন্ন ও তাহাতে লীন হয়।

মহৎ ব্যক্তবস্তুর মধ্যে আদি। যেহেতু তাহা অবশিষ্ট ব্যক্তবস্তুর কারণ, অতএব মহতের ঐ কারণ ব্যক্তবস্তু নহে, কিন্তু অব্যক্ত বস্তু।

এইরূপে সমস্ত ব্যক্তবস্তুর মূল কারণ ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত বস্তু, ইহা সিদ্ধ হয়।

কার্য্যে ও কারণে কতক মিলে ও কতক মিলে না। অব্যক্তের এবং ব্যক্তেরও সেইরূপ ত্রিগুণ, অবিবেকি আদি বিষয়ে মিল এবং হেতুমৎ অনিত্য আদি বিষয়ে অমিল আছে।

অব্যক্ত সম্বন্ধে কারিকায় আরও নিম্নস্থিত যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে :—

ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াৎ শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ।
কারণকার্য্যবিভাগাদ্ আবিভাগাদ্ বৈশ্বরূপ(পা)স্য ॥ ১৫ ॥

অন্বয় :—ভেদানাং পরিমাণাৎ (ভেদ সকলের পরিমিতত্ব হেতু) সমন্বয়াৎ (সমন্বয়হেতু) শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ (শক্তি অনুসারে প্রবৃত্তি হয় বলিয়া) কারণকার্য্যবিভাগাৎ (কারণ ও কার্য্যের ভেদহেতু) অবিভাগাৎ বৈশ্বরূপস্য (বিশ্বরূপের অবিভাগহেতু—অব্যক্ত সিদ্ধ হয়)। ১৫।

অর্থাৎ—বিশ্বের অব্যক্তরূপ কারণ আছে। যেহেতু (১) ভেদ সকল (মহদাদি এক একটী ব্যক্তি সকল) পরিমিত বা অসর্ব্বব্যাপি; (২) সমন্বয়হেতু; (৩) শক্তি হইতে অর্থাৎ শক্তিমৎ বস্তু হইতেই প্রবৃত্তি হয় বা কার্য্য উৎপন্ন হয় বলিয়া; (৪) কারণ হইতেই কার্য্য বিভক্ত বা পৃথগ্‌ভূত হইয়া উৎপন্ন হয় বলিয়া; (৫) বৈশ্বরূপ বা নিখিল ব্যক্ত বস্তু অবিভাগ প্রাপ্ত (স্বকারণে লীন) হয় বলিয়া।

এই যুক্তিগুলি বিশদ করা যাইতেছে।

(১) ব্যক্তের লক্ষণ যে হেতুমৎ, অনিত্য ও অব্যাপি ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ মহদাদি ব্যক্তি সকল প্রত্যেকে পরিমিত, উৎপত্তিশীল এবং লয়শীল। পরিমিত অসংখ্য ব্যক্তের উৎপত্তির পূর্ব্ববস্থা যে এক অপরিমিত শক্তি হইবে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহাই অব্যক্ত শক্তি।

(২) সমন্বয় বা বিভিন্ন বস্তুর একরূপতা। ব্যক্তসকল জাতিত

এবং ব্যক্তিত বিভিন্ন হইলেও ত্রিগুণ-স্বভাবে তাহারা একরূপ। অতএব তাহাদের কারণ ত্রিগুণ-স্বভাব এক শক্তি। যেমন ঘটাদি অসংখ্য মৃত্তিকানির্ম্মিত দ্রব্যের মৃদ্ধর্ম্মে সমন্বয় থাকে বলিয়া মৃত্তিকা তাহাদের সাধারণ উপাদান কারণ, সেইরূপ।

(৩) শক্তি ব্যতীত ক্রিয়া হয় না, অতএব ব্যক্তের কারণ উপযুক্ত এক শক্তি। অর্থাৎ ব্যক্তসকল ত্রিগুণাত্মক, পরিমিত, অসংখ্য দ্রব্য, তাহাদের উদ্ভবের কারণ এক ত্রিগুণাত্মক অপরিমিত শক্তি (পরিমিত অসংখ্য দ্রব্যের কারণ অপরিমিত বস্তু হইবে)।

(৪) কারণ হইতেই কার্য্য পৃথগ্‌ভূত হইয়া উৎপন্ন হয়। ব্যক্ত উৎপত্তিশীল বলিয়া কার্য্য। সুতরাং ব্যক্তদের কারণ ব্যক্তধর্ম্মের পৃথগ্‌ভূত ধর্ম্মযুক্ত এক অব্যক্ত বস্তুই হইবে।

(৫) নাশ অর্থে স্বকারণে লীন হইয়া থাকা। কারণ, সতের অভাব হয় না। ব্যক্ত লীন হয়। অতএব লীন হইয়া তাহা যে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, তাহা সৎ ও তাহাই ব্যক্তের কারণ, অতএব ব্যক্তের লয় দেখিয়াও তাহার এক অব্যক্ত সৎ কারণ সিদ্ধ হয়।

নিম্নস্থ কারিকায় অব্যক্তসম্বন্ধে আরও বিশেষ কথা আছে, যথা :—

কারণমস্ত্যব্যক্তং প্রবর্ত্ততে ত্রিগুণতঃ সমুদয়াচ্চ।

পরিণামতঃ সলিলবৎ প্রতি-প্রতি-গুণাশ্রয়বিশেষাৎ ॥ ১৬ ॥

অন্বয় :—অব্যক্তং কারণম্ অস্তি (১৫শ কারিকাতে উক্ত হেতুতে এক অব্যক্ত কারণ আছে)। ত্রিগুণতঃ (ত্রিগুণ হইতে সমস্ত প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া) সমুদয়াৎ চ (কিঞ্চ তিনগুণের সমবায় হইতে) প্রবর্ত্ততে (সমস্ত উৎপন্ন হয়) প্রতি-প্রতিগুণাশ্রয়বিশেষাৎ (প্রত্যেক বা ভিন্ন ভিন্ন গুণাশ্রিত যে বিশেষ বা ভিন্নতা, তাহা হইতেই মহদাদি বিকারসমূহ প্রবর্ত্তিত হয়) পরিণামতঃ সলিলবৎ (কিরূপ? না সলিলের ন্যায় পরিণামক্রমে)। ১৬।

অর্থ :—"ভেদ সকলের পরিমিতত্বহেতু" ইত্যাদি পঞ্চদশ কারিকাতে উক্ত যুক্তি হইতে এক অব্যক্ত কারণ আছে, তাহা সিদ্ধ হয়। সেই ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়। কিঞ্চ ত্রিগুণ সমবেত হইয়া কার্য্য করে বলিয়া কার্য্য এক একটী হয় (অর্থাৎ কারণ তিন হইলেও মহদাদি কার্য্য প্রত্যেকে 'এক' স্বরূপ হয়)। পরন্তু সত্ত্বাদি গুণাশ্রিত যে প্রকাশাদি বিশেষ, সেই বিশেষ অনুসারেই গুণবিকার হয় (অর্থাৎ কোনটী প্রকাশপ্রধান, কোনটী ক্রিয়াপ্রধান, কোনটী স্থিতিপ্রধান, এইরূপই কার্য্য হয়)। যেমন, জল নানা আশ্রয়ে নানারূপ ধারণ করে, গুণের পরিণামও সেইরূপ।

পুরুষ-তত্ত্ব

ব্যক্ত ও অব্যক্ত তত্ত্ব সাধিত করিয়া তাহাদের বিপরীত-লক্ষণাক্রান্ত পুরুষতত্ত্ব অতঃপর সাধিত হইতেছে। এযাবৎ আমাদের আত্মভাবকে বিশ্লেষ করিয়া প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই তিন প্রকার ভাব পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা আমাদের সম্পূর্ণ আত্মভাব নহে। কারণ, ঐ তিন ভাবই অচেতন। প্রকাশ বা জ্ঞান অর্থে শব্দাদি জ্ঞান। তাহা এবং ক্রিয়া ও সংস্কার সবই অচেতন। কারণ, তাহারা দৃশ্য বা জ্ঞেয়। যাহা দৃশ্য তাহাই অচেতন। যাহা দ্রষ্টা তাহাই চেতন। জ্ঞাতা অর্থে 'যে জানে', 'যে জানে' তাহার ভিতরই যে চৈতন্য আছে, তাহা স্পষ্ট। যাহা নিজেকেই নিজে জানে, তাহাই চেতন, 'আমি' পদার্থেই নিজেকেই নিজে জানা আছে, সুতরাং তাহাই চেতন। যাহা 'আমি'র বাহ্য, যাহা 'আমি'র দ্বারা জ্ঞাত হয়, তাহা সুতরাং অচেতন *। ইহা উত্তমরূপে

* শঙ্কা হইতে পারে, অন্য এক চেতন পুরুষকে আমরা জানি এবং তাহা 'আমি'র বাহ্য, অতএব তাহা কি অচেতন? এই শঙ্কা অমূলক, কারণ অন্য এক 'চেতন আমিকে' আমরা সাক্ষাৎ জানি না, কিন্তু সেই আমির শরীরাদি অচেতন অধিষ্ঠানকেই সাক্ষাৎ জানি। তাহা হইতে কল্পনা করি যে, উহাদের অধিষ্ঠাতা 'আমার' ন্যায় চেতন। সে স্থলেও চেতন 'আমি' পদার্থ।

স্মরণ রাখিতে হইবে কি—'যে জানে' তাহা চেতন এবং যাহা জ্ঞেয়রূপে প্রতীত হয়, তাহা অচেতন। শব্দস্পর্শাদি জ্ঞান, ইচ্ছাদ্বেষাদি ভাব, সুখদুঃখাদি বেদনা সমস্তই অচেতন। আমি শব্দাদি জানি, আমি ইচ্ছাদি করি, আমি সুখী বা দুঃখী ইত্যাদি প্রকারে 'আমির' সহিত যোগেই ঐ সমস্ত অচেতন ভাব প্রকাশিত হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অহঙ্কারের দ্বারা অনেক অচেতন বা অনাত্ম পদার্থও আমরা 'আমির' সহিত সম্বদ্ধ করি। সেই সমস্ত অচেতন অনাত্ম পদার্থ বাদ দিয়া যে কেবল চেতন দ্রষ্টা থাকেন, তাহাই পুরুষ।

আমাদের আত্মভাবের কি কি দৃশ্য, তাহা এস্থলে দেখা যাউক। প্রথমে দৃশ্য ও জ্ঞেয় এই দুই শব্দের অর্থভেদ বুঝা উচিত। জ্ঞেয় অর্থে যাহা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমের দ্বারা জ্ঞেয়। দৃশ্য অর্থে যাহা সাক্ষাৎ জ্ঞেয়। অনুভূয়মান-স্বরূপই দৃশ্য স্বরূপ। উপস্থিত জ্ঞেয়ই দৃশ্য।

অস্মি, অহং ও মম অর্থাৎ 'আমি আছি', 'আমি এরূপ' এবং 'ইহা আমার' এই সকল পদের যাহা অর্থ, তাহা দৃশ্য। যাহা 'আমার' বলিয়া অনুভূত হয়, তাদৃশ সমস্ত পদার্থই অনুভাবয়িতা 'আমি' হইতে পৃথক্, সুতরাং দৃশ্য। তাদৃশ দৃশ্য বস্তুর সহিত সম্পর্ক ঘটিয়া "আমি এরূপ ওরূপ" ইত্যাদি প্রত্যয় বা অহঙ্কার হয়। আমি স্থূল, আমি গৌর, আমি চক্ষুষ্মান্, আমি শ্রুতিমান্ ইত্যাদি প্রত্যয় সকলই অভিমান। উহারা যে দৃশ্য বা দ্রষ্টার বহির্ভূত ভাব, তাহা স্পষ্ট। অহঙ্কার এবং মমকার থাকাতে "আমি আছি" এরূপ প্রত্যয় হয়। "আমি আছি" তাহাও 'আমি জানি' সুতরাং 'আমি আছি' বা আত্মবুদ্ধিও অনুভাব্য বা দৃশ্য হইল। অতএব মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি—আমাদের আত্মভাবের মধ্যে এই তিন অঙ্গও দৃশ্য হইল। যাহা এই তিনের অতিরিক্ত তাহাই দ্রষ্টা। যখন মমত্ব-প্রত্যয়, অহং-প্রত্যয় ও অহমস্মি-প্রত্যয় যাইবে, তখন যাহা থাকিবে, তাহাই 'কেবল দ্রষ্টা'।

ফলে আমাদের মধ্যে এরূপ যে পদার্থ আছে যাহা 'নিজেকেই নিজে জানা', সুতরাং যাহাকে জানার জন্য আর অন্য করণ নাই তাহাই দ্রষ্টা পুরুষ। *

এইরূপে আত্মভাবকে বিশ্লেষ করিয়া পুরুষতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। এসম্বন্ধে যাহা শঙ্কা হয়, তাহা অতঃপর নিরাস করিয়া ইহা দৃঢ়রূপে স্থাপিত করা যাইতেছে।

মনে হইতে পারে "দ্রষ্টা আছে" তাহাও যখন আমরা জানি তখন দ্রষ্টাও দৃশ্য। উত্তর :—'দ্রষ্টা আছে' ইহা জানা এবং 'দ্রষ্টা স্বয়ং' এই দুইটী পৃথক্ পদার্থ। 'দ্রষ্টা আছে' ইহা 'জানা' বা 'বুদ্ধি', সুতরাং ইহা দৃশ্য। দ্রষ্টার সত্তা অনুমানের দ্বারা জানি, সুতরাং দ্রষ্টা জ্ঞেয় হইলেও সাক্ষাৎ দৃশ্য নহেন। কিঞ্চ আমাদের আত্মভাব কিসের দ্বারা নির্ম্মিত, তাহা বিশ্লেষ করিয়া দৃশ্যের অতিরিক্ত এক বস্তু আছে—এরূপ ন্যায়ানুসারী বুদ্ধির নামই 'দ্রষ্টা আছে,' এরূপ জানা। তাহাও বুদ্ধি বলিয়া দৃশ্য। ইহাতে দ্রষ্টা দৃশ্য হইলেন না। কিন্তু দ্রষ্টাকারা বুদ্ধিই দৃশ্য হইল।

---

* Are we then, quoting J. S. Mill's words, "to accept the paradox that something, which ex-hypothesi is but a series of feelings, can be aware of itself as series ?"

As to the first, paradox is too mild a term for it, even contradiction will hardly suffice. It is impossible to express "being aware of" by one term, as it is to express an equation or any other relation by one term. Encyclopædia Britt. 11th Ed. Vol. 22. p. 550.

অর্থাৎ আত্মভাবকে বিশ্লেষ করিয়া শুদ্ধ feeling আদি দৃশ্য পদার্থ মাত্র লইলে তাহা বিষম প্রহেলিকা হয় এবং কিছুই বুঝায় না। যাহা নিজেকেই নিজে জানে বা দ্রষ্টা, এরূপ পদার্থ না হইলে ঐ প্রহেলিকার উত্তর হয় না। নিজেকেই নিজে জানা যখন আমাদের ভিতর আছে এবং তাহা যখন দৃশ্যের সহিত জড়িত দেখা যায়, তখন পৃথক্ করিয়া দ্রষ্টা এবং দৃশ্য এই দুই বিরুদ্ধ পদার্থে আত্মভাবকে বিশ্লেষ করাই প্রকৃত, ন্যায্য এবং বিশদ বিভাগ।

'যে জানে' এবং 'যাহা জানা যায়' এই দুইরূপ পদার্থ যে আমাদের ভিতর আছে, তাহা সকলেরই স্বভাবতঃ অনুভূতি হয়। তন্মধ্যে 'যে জানে' তাহার প্রকৃত স্বরূপই দ্রষ্টা, আর যাহা জানা যায় তাহার স্বরূপ ত্রিগুণ বা প্রকৃতি। অতএব দ্রষ্টা ও দৃশ্য যে আছে, তদ্বিষয় কেহ অপ্রমাণিত করিতে পারে না ; তজ্জন্য সূত্রকার বলিয়াছেন :—

"অস্ত্যাত্মা নাস্তিত্বসাধনাভাবাৎ"। ৬।১

অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্ব স্বভাবত অনুভূত হয় বলিয়া, আর তাহা নাই এরূপ কেহ প্রমাণিত করিতে পারে না বলিয়া, আত্মা আছে। পরন্তু আত্মার অভাব কল্পনার অযোগ্য। আমি নাই এরূপ কেহ কল্পনা করিতে পারে না। কারণ, যে তাহা করিবে সে বর্ত্তমানই থাকে।

মনুষ্য সর্ব্বসময়ে যে সরল পথে চিন্তা করে, তাহা নহে। প্রয়োজন হইলে চিন্তাকে অতীব বক্র পথেও মনুষ্যেরা লইয়া থাকে। বৌদ্ধ-বিশেষ মনে করেন যে আত্মা শূন্য। এরূপ মনে করার প্রয়োজন তাঁহাদের শাস্ত্রকে সমর্থন করা। তদ্বিষয়ে তাঁহারা এইরূপ যুক্তি দেন :—দেখা যায় যে 'আমি স্থূল' 'আমি গৌর' ইত্যাদি অনাত্মভাবে অলীক আত্মবুদ্ধি হয়। অতএব সমস্ত আত্মভাবই ঐরূপ অলীক ভ্রান্তি। আত্মবিজ্ঞানের অতিরিক্ত সবই শূন্য।

কিন্তু বৌদ্ধদের বলিতে হয় 'শূন্য আছে' আর তাহা "নির্ব্বিকার" "অসংখত ধাতু" ইত্যাদি। অতএব বৌদ্ধদেরও আত্ম-বিজ্ঞানের অতিরিক্ত পদার্থ—এক সৎ, "নির্ব্বিকার," "অসংখত ধাতু" ইত্যাদি। এইরূপে দেখা গেল যে, বৌদ্ধদেরও আত্মবিজ্ঞানের অতিরিক্ত এক সৎ নির্ব্বিকার, অসংস্কৃত বা অসংযোগজ "শূন্য" নামক বস্তু স্বীকার করিতে হয়। শূন্যের পরিবর্ত্তে সাংখ্যেরা ঐরূপ গুণযুক্ত দ্রষ্টৃপুরুষ স্বীকার করেন। ফলে বৌদ্ধকে "শূন্য আছে" এরূপ অযুক্ত পদের দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

আর তাহারা আত্মভাবটাকে যে সমস্তই ভ্রান্তি বলেন, তাহাও নিতান্ত অযুক্ততা। কারণ দুইটা সৎপদার্থ থাকিলে তবেই ভ্রান্তি হয়। আত্মা ও অনাত্মা থাকিলে তবেই পরস্পরের উপর ভ্রান্তি হইবে। শুধুই যদি অনাত্মা থাকে, তবে তাহার উপর আত্মভ্রান্তি হবে কিরূপে? অতএব আত্মাপলাপের প্রয়াস করা বৃথা।

অতঃপর পুরুষসিদ্ধি-সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় যুক্তিসকল নিবদ্ধ হইতেছে। সূত্র যথা :—

ষষ্ঠীব্যপদেশাদপি।৬।৩

ষষ্ঠীব্যপদেশ হইতেও দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদ সিদ্ধ হইয়া পুরুষতত্ত্ব স্থাপিত হয়। ষষ্ঠীব্যপদেশ অর্থে—"ইহা আমার" এরূপ সম্বন্ধভাব। যে সমস্ত বস্তু "আমার" বলিয়া অনুভূত হয়, তাহা "আমি" নহে। ইহার প্রচুর উদাহরণ দেখা যায়।" সমস্ত জ্ঞান, চেষ্টা ও সংস্কার এই ত্রিবিধ ভাবকে আমার বলিয়া অনুভূত হয়। অতএব তাহা 'জ্ঞাতা আমি' নহে। এইরূপে জ্ঞাতা যে জ্ঞেয় হইতে পৃথক্, তাহা সিদ্ধ হইল।

ন শিলাপুত্রবৎ ধর্ম্মিগ্রাহকমানবাধাৎ॥ ৬।৪ সাং সূ।

এ বিষয়ে শঙ্কা হইতে পারে যে, 'শিলাপুত্রের' শরীর এস্থলে ষষ্ঠীব্যপদেশ থাকিলেও যেমন শিলাপুত্র বা নোড়া এবং তাহার শরীর একই হয়, সেরূপই "আমার শরীর" ইত্যাদি স্থলে ঐরূপ ষষ্ঠীব্যপদেশ হইলেও উহারা এক পদার্থ হইতে পারে।—না, তাহা নহে। কারণ 'শিলাপুত্রের শরীর' এই উদাহরণে ধর্ম্মীর অর্থাৎ সম্বন্ধযুক্ত শিলাপুত্রের সহিত তাহার শরীরের অভেদগ্রাহক (প্রত্যক্ষ) প্রমাণ-বাধিত হয়। প্রত্যক্ষত দেখা যায় যে, শিলাপুত্র ও তাহার শরীর এক। কেবল ভাষায় বিকল্প করিয়া বলা যায় যে, 'শিলাপুত্রের শরীর'। এই কাল্পনিক উদাহরণ দিয়া প্রকৃত বিষয়

খণ্ডিত হইতে পারে না। অর্থাৎ যেমন আমাদের প্রত্যক্ষতঃ অনুভব হয় যে "ইহা আমার", শিলাপুত্রের সেরূপ 'আমি শিলাপুত্র' ইহা আমার শরীর, এরূপ অনুভব হয় না ; সুতরাং তাহার উদাহরণ এস্থলে খাটিবে না। যদি তাহার অনুভব হইত যে "আমি শিলাপুত্র" আর "ইহা আমার শরীর" এবং তথাপি যদি তদুভয়ের অভেদ প্রমাণিত করিতে পারিতে, তবে ঐ উদাহরণের দ্বারা 'আমির' ও 'আমার' ভিন্নতা বিষয়ে সংশয় হইত। শুদ্ধ কল্পনার দ্বারা ভেদ স্থাপিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রকৃত বিষয় অপলাপিত করা ন্যায্য নহে।

সঙ্ঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াদ্ অধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ॥ ১৭ সাং কাঃ॥

অন্বয়ঃ—সঙ্ঘাতপরার্থত্বাৎ (সংহতবস্তু পরার্থ বলিয়া) ত্রিগুণাদি-বিপর্য্যয়াৎ (ত্রিগুণ, অবিবেকি ইত্যাদি গুণের বিরুদ্ধগুণ-সম্পন্ন বস্তু থাকিবে বলিয়া) অধিষ্ঠানাৎ, ভোক্তৃভাবাৎ, কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেঃ চ (কৈবল্যের জন্য প্রবৃত্তি হয় বলিয়া) পুরুষঃ অস্তি (পুরুষ আছেন)। ১৭।

অর্থাৎ নিম্নস্থ কয়েকটী যুক্তি হইতে পুরুষ আছেন, ইহা সিদ্ধ হয়। যথা:—(১) সঙ্ঘাত পরার্থত্বাৎ। অর্থাৎ যাহারা সংহত বা কোন এক কার্য্যের জন্য মিলিত হইয়া সেই কার্য্য সাধন করে, তাহারা পরার্থ বা তাহাদের অতিরিক্ত এক "পর" পদার্থের জন্যই সেই কার্য্য করিয়া থাকে। অন্তঃকরণ সংহত অর্থাৎ বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয় আদি সকলে মিলিত হইয়া একটী জ্ঞান বা চেষ্টা বা সংস্কার সাধিত করে ; সুতরাং অন্তঃকরণ পরার্থ। যাহা সেই পর, যদর্থে অন্তঃকরণ কার্য্য করিতেছে, তাহাই পুরুষ।

কতকগুলি অচেতন বস্তু যদি একসঙ্গে মিলিত হইয়া কোন কার্য্য সাধন করে, তবে তাহাদের উপরিস্থিত এক প্রয়োজক শক্তি অবশ্যই

থাকে ; যদ্দ্বারা বা যদর্থে তাহারা মিলিত হইয়া কার্য্য করে। অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদি অচেতন বস্তু। তাহারা একত্র মিলিত হইয়া সুখাদি কার্য্য সাধন করে। তাহাতে ‘আমি সুখী’ ইত্যাদিরূপ ভাব হয়। ‘আমি সুখী’ এই ভাবও আমি জানি। সেরূপ জানা না থাকিলে “আমি সুখী” এই ভাব অচেতন বা অপ্রকাশ্য হইত। এই যে উপরের জানা, তাহাই সুখকে প্রকাশের মূল ; সুতরাং সেই প্রকাশকের—প্রকাশ্য বা ভোগ্য বা বিষয়ই সুখ। বুদ্ধি, অহং, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি কাহারও একের ভোগ্য বিষয় “সুখ” নহে। কিন্তু সুখ বুদ্ধি আদিতে স্থিত ভাব-বিশেষ। তাহা বহুকরণের সংহত বা মিলিত ক্রিয়া। যেমন দেওয়াল, ছাত, মেঝে প্রভৃতি অবয়ব লইয়া এক ঘর হয়, আর সেই ঘরের কার্য্য বাসদান। দেওয়াল আদিরা সেই ঘরে বাস করিতে পারে না, কিন্তু অপরে তাহাতে বাস করে এবং অপরের শক্তিতে প্রাচীরাদিরা মিলিত হইয়া ঘরস্বরূপ হইয়াছে ; এই চিত্তগৃহও সেইরূপ। অন্তঃকরণ-গৃহ নানা অবয়বের মিলন। তাহা উপরিস্থিত এক পুরুষ নামক দ্রষ্টার দৃশ্য হইয়াই এক প্রযত্নে মিলিত হইয়া কার্য্য করে ; আর সেই জ্ঞানাদি কার্য্য সেই উপরিস্থিত দ্রষ্টারই দৃশ্য বা ভোগ্য হয়। এইরূপে সঙ্ঘাত বা সংহত্যকারিত্ব দেখিয়া অন্তঃকরণের অতিরিক্ত দ্রষ্টা বা ভোক্তা পুরুষ সিদ্ধ হয়েন। (ইহা উপাধিনির্ম্মাণ সম্বন্ধীয় যুক্তি)

(২) ত্রিগুণাদি বিপর্য্যয়াৎ। পূর্ব্বে (৪১ পৃষ্ঠে) কথিত হইয়াছে. দৃশ্য প্রকৃত্যাদি ত্রিগুণ, অবিবেকি, বিষয়, সামান্য, অচেতন ও প্রসবধর্ম্মী। দৃশ্য থাকিলে অবশ্যই দ্রষ্টা থাকিবে। আর দৃশ্য ও দ্রষ্টা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পদার্থ, সুতরাং ত্রিগুণাদি ধর্ম্মের বিপরীতধর্ম্মযুক্ত দ্রষ্টা আছেন। অতএব অত্রিগুণময়, ত্রিগুণবিবিক্ত, বিষয়ী. অসামান্য বা প্রত্যক্, চেতন ও অপ্রসবধর্ম্মী দ্রষ্টা পুরুষ আছেন ইহা সিদ্ধ হইল।

(৩) অধিষ্ঠানাৎ। এই যুক্তির তাৎপর্য্য এই কি—চেতনের অধি-

ষ্ঠান হইতেই বুদ্ধ্যাদি অচেতন বস্তু সচেতনের মত হইয়া রহিয়াছে। বুদ্ধ্যাদিরা দৃশ্য বলিয়া অচেতন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যাহা জানা যায়, চেতনতা তাহাতে নাই। যে জানে, তাহাতেই চেতনতা আছে। অতএব অচেতন যে বুদ্ধ্যাদি দৃশ্য, তাহারা সচেতন হইয়াছে কিরূপে? ইহার উত্তরে অবশ্যই বলিতে হইবে "কোন চেতনের সহযোগে", সেই চেতন বা চিদ্রূপ বস্তুই দ্রষ্টা পুরুষ। তাঁহারই অধিষ্ঠানে সর্ব্বকরণ স্ব স্ব ব্যাপারে স্থিত রহিয়াছে। (হেতুরূপে অবস্থান সম্বন্ধীয় যুক্তি)

(৪) ভোক্তৃভাবাৎ। এই চতুর্থযুক্তিও উপর্য্যুক্ত যুক্তির অন্য এক দিক্। ভোগ অর্থে ইষ্ট ও অনিষ্ট ভাবে বিষয়কে অবধারণ করা। তন্মধ্যে অনুকূল বিষয়ের দিকে প্রবৃত্ত এবং প্রতিকূল বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা অন্তঃকরণ আদির দেখা যায়। সমস্ত অচেতন করণ শক্তির উপরে এক সাধারণ চেতন শক্তি না থাকিলে ইষ্টানিষ্টের অবধারণ ও তজ্জনিত প্রবৃত্তি হইতে পারিত না। নানা শক্তিকে সমঞ্জসভাবে চালাইতে হইলে উপরিস্থিত এক চেতয়িতা চাই, সেই চেতয়িতাই পুরুষ। (প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সম্বন্ধীয় যুক্তি)

(৫) কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ। কৈবল্য বুদ্ধ্যাদির সম্যক্ নিরোধ। সেই সম্যক্ নিরোধের জন্য যখন প্রবৃত্তি দেখা যায়, তখন বুদ্ধ্যাদির উপরে যে আমাদের প্রকৃত আত্মসত্তা, তাহা স্বীকার্য্য। বুদ্ধ্যাদিরাই যদি প্রকৃত আত্মসত্তা হইত, তবে কৈবল্য আত্মনাশ হইত। তাহাতে কাহারও প্রবৃত্তি বা তাহা কাহারও করার সাধ্য থাকিত না। প্রকৃত আত্মসত্তা বুদ্ধ্যাদির উপরে বলিয়াই বুদ্ধ্যাদির শান্তি বা নিরোধ করিয়া কৈবল্যের জন্য প্রবৃত্তি হয়। * (সম্যক্ নিবৃত্তি সম্বন্ধীয় যুক্তি)

---

* যাঁহারা পুরুষতত্ত্ব সাক্ষাৎভাবে স্বীকার করেন না, সেই বৌদ্ধগণও বলেন যে "আত্মভাব শূন্য হইয়া যায়" আর সেই "শূন্যরূপে অবস্থিতি হয়" (শূন্যরূপেণ কৌশিক তিষ্ঠতা। প্রজ্ঞাপারমিতা) অতএব বুদ্ধির নিরোধে আত্মসত্তার কিছু থাকে, এরূপ চিন্তা করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। তদ্ব্যতীত কৈবল্যের বা নির্ব্বাণের বা

এই সমস্ত যুক্তির দ্বারা পুরুষতত্ত্ব সিদ্ধ হয়। ইহার বিস্তৃত বিবরণ কাপিলাশ্রমের যোগদর্শনস্থ "পুরুষ বা আত্মা" প্রকরণে দ্রষ্টব্য।
এই প্রকারে বিলোম প্রণালীর যুক্তির দ্বারা, কার্য্য হইতে কারণ, এইরূপ ক্রমে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব সিদ্ধ হয়।

অনুলোম প্রণালীর যুক্তি।

অতঃপর পুরুষ ও প্রধান এই দুই মূলকারণ হইতে কিরূপে সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। এইজন্য সর্ব্বপ্রথমে পুরুষ ও প্রকৃতির স্বভাব বিচারিত হইতেছে।

পুরুষের স্বভাব।

দ্রষ্টা পুরুষ প্রত্যেকে অবিভাজ্য এক। 'এক' শব্দ তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়। (১ম) অনেক পৃথক্ দ্রব্যকে ব্যবহার-বিশেষের জন্য এক নাম দিয়া "এক" রূপে আমরা ব্যবহার করি। যেমন, এক বন। অনেক বৃক্ষাদির ব্যবহারিক নাম বন। ঈদৃশ একের শাস্ত্রীয় নাম যুতসিদ্ধাবয়ব "এক"। (২য়) অযুতসিদ্ধাবয়ব "এক"—শরীর, বৃক্ষ প্রভৃতি যে সব দ্রব্য অঙ্গের সমষ্টি, তাদৃশ অবিরল সমষ্টির নাম "এক"। (৩য়) অবিভাজ্য "এক"। যাহার অবয়ব নাই এবং যাহার অঙ্গ নাই, সুতরাং যাহা বিভাগ করা যায় না, তাদৃশ পদার্থই অবিভাজ্য বা অখণ্ড্য এক। ব্যক্তসকল অবয়বি, * অব্যক্তের অবয়ব নাই। কিন্তু তাহার তিন অঙ্গ (সত্ত্ব, রজ, ও তম) আছে, দ্রষ্টার তাহা নাই।

বুদ্ধিনিরোধের প্রবৃত্তি হইতেই পারে না। যাহারা নির্ব্বাণের কিছু বুঝে না বা সাধন করে না, তাহারাই "আমি থাকিব না" বা "আমি বন্ধ্যার পুত্র" এরূপ বাক্য লইয়া গোলযোগ করে।

* অপ্রাপ্তি-পূর্ব্বিকা প্রাপ্তি অর্থাৎ পূর্ব্বে বিযুক্ত থাকার পর যে দৈশিক বা কালিক যোগ, তাহার নাম সংযোগ বা অবয়বন। অবয়বন যাহার আছে, তাহা অবয়বী। অঙ্গ অর্থে স্বাভাবিক অংশ। অতএব দার্শনিক ভাষায় হস্তপদাদি শরীরের 'অবয়ব' নহে কিন্তু 'অঙ্গ'। কারণ, হস্তাদির সহিত শরীর ভূমিষ্ঠ হয়। আর অঙ্গহীন ভ্রূণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলে হস্তাদিকে অবয়ব বলা যাইতে পারে।

দ্রষ্টার এই অবিভাজ্য একত্ব হইতেই আত্মবুদ্ধির একত্ব-খ্যাতি হয়। আমাদের সাধারণ আত্মভাব নানাবস্তুর মিলিত অবস্থা, কিন্তু তথাপি যে স্বভাবত তন্মধ্যে "এক আমি" এরূপ খ্যাতি হয়, তাহার কারণ কি? অবশ্যই ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, আমাদের ভিতর এমন কিছু মৌলিক বস্তু আছে, যাহা অখণ্ড্য এক। তাহার ছায়াতেই "আমি এক" এরূপ প্রত্যয় হয়। বিজ্ঞাতা "আমি"কে একস্বরূপই অনুভব হয়। তাহাকে কল্পনাতেও বহুরূপে ধারণা করা যাইতে পারে না। নিজকে বহু কল্পনা করিতে গেলে কল্পক এক হইবে, কল্প্য বহু হইবে। ফলতঃ দৃশ্য সমস্তই সমষ্টিভূত 'এক' বা অবয়বযুক্ত ও অঙ্গযুক্ত, আর দৃশ্যের সম্যক্ বিপরীত বস্তু যে দ্রষ্টা, তাহা সুতরাং অসমষ্টিস্বরূপ বা অবিভাজ্য এক।

দ্রষ্টা জ্ঞ বা চিৎ বা চৈতন্য। জ্ঞ অর্থে এরূপ বোধ, যে বোধে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দ্বিবিধ ভাব নাই। বুদ্ধির যে বোধ বা প্রকাশ, তাহা জ্ঞাতার দ্বারা প্রকাশ অর্থাৎ 'আমি উহা জানিলাম' এইরূপ জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়যুক্ত জানাই বুদ্ধি। এরূপ জানাতে তিনভাব থাকে যথা (১) 'আমি', (২) 'উহা' এবং (৩) 'জানিলাম'। অথবা তাহাতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দুই ভাব থাকে (কারণ "জানিলাম" ইহাও জ্ঞেয়)। যাহা শুদ্ধ জ্ঞাতা, তাহা সুতরাং ঐ ভাবদ্বয়হীন বোধ। তাহাই স্ববোধ বা স্বপ্রকাশ। এই স্বতবোধের নামই জ্ঞ বা চিৎ বা চৈতন্য।

দ্রষ্টা পূর্ণ। কারণ, তাহা এক ও স্ববোধ-স্বরূপ। যাহা এক এবং স্ববোধ-স্বরূপ বস্তু, তাহা পূর্ণ হইবে। যেহেতু বহুর বোধ যে বোধেতে থাকে, তাহাই অপূর্ণ হয়। যে বোধ কেবল একমাত্র ভাব, তাহার সীমা থাকিবে না, সুতরাং তাহা পূর্ণ হইবে। পূর্ণতা এবং অসীমতা এই দুইপদের ভেদ করিতে হইবে। পূর্ণতা এক-প্রকার অসীমতা বটে, কিন্তু অসীমতা কেবল পূর্ণতা নহে। যে

বস্তুর স্বগতভেদ আছে (দৃশ্য মাত্রেই সেইরূপ বস্তু), সেই ভেদসকল যদি অমেয় হয়, তবে তাহাকে অসীম (অর্থাৎ সীমার অনবস্থাযুক্ত) বলা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে সেই পদার্থসম্বন্ধীয় জ্ঞান সসীম হয়; কিন্তু সেই সসীমতা তাহাতে কল্পনীয় নহে, এরূপ ভাবিয়া তাহাকে অসীম বলি। ফলে যে পদার্থ-সম্বন্ধীয় সসীম জ্ঞান (সাধারণ জ্ঞান সবই সসীম) অনন্ত কাল বাড়িয়া যাইতে পারে, তাদৃশ পদার্থকে অসীম বলা যায়। ইহাতে সীমার জ্ঞান থাকে, কিন্তু সেই সীমাটা "স্থির নহে" বলিয়াই এইরূপ স্থলে অসীম বলা হয়।

পূর্ণতা আর এক রকমের অসীমতা। তাহাতেও সীমা নাই বলিয়া তাহাও অসীম। কিন্তু সীমা ধরিয়া ও সেই সীমা বাড়াইয়া যে অসীমতা হয়, তাহা সেরূপ অসীমতা নহে। সীমা নামক জ্ঞান তাহাতে আনার যোগ্য নহে বলিয়া তাদৃশ বস্তু অসীম। দৃশ্য, সসীম জ্ঞানের বৃদ্ধিতে অসীম; আর দৃশ্যের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ যে দ্রষ্টা তাহা সসীম জ্ঞানের সহিত যোজ্য নহে বলিয়া অসীম (সসীম জ্ঞানের নিরোধে যে বোধ থাকে, তাহাই দ্রষ্টা)। ঈদৃশ অসীমতার নামই পূর্ণতা।

দ্রষ্টা দেশকালাতীত। অর্থাৎ তাহা দেশব্যাপী ও কালব্যাপী পদার্থ নহে। যাবতীয় ব্যক্ত পদার্থ দেশব্যাপী বা কালব্যাপী। তন্মধ্যে বাহ্য রূপ-রসাদি ধর্ম্মযুক্ত বস্তু দেশব্যাপী, আর ক্রিয়ারূপ মানসিক ভাবসকল কালব্যাপী। বাহ্যবস্তুও মনোগম্য, তজ্জন্য তাহা দেশ ও কাল এই উভয়ব্যাপী বলিয়া প্রতীত হয়। যাবতীয় দেশ ও কাল-ব্যাপী পদার্থ অবয়বযুক্ত। তাহারা সমস্তই খণ্ড। নিরবয়ব অখণ্ড দ্রষ্টা, সুতরাং দেশকালাতীত।

পরন্তু দেশ ও কাল জ্ঞেয় পদার্থ, তাহাদের যাহা জ্ঞাতা, তাহা সুতরাং তাহা হইতে পৃথক্। জ্ঞাতার দ্বারা জ্ঞাত হয় বলিয়া

দেশ ও কাল নামক (বিকল্প) জ্ঞান সিদ্ধ হয়, সুতরাং জ্ঞাতাই দেশ ও কালের প্রতীতির হেতু। সেই 'হেতু' কখনও হেতুজন্য পদার্থের আশ্রিত হইতে পারে না। দেশব্যাপী বস্তু ছোট বা বড় হয়। তাহারা অল্প স্থান বা বৃহৎ স্থান বা অনন্ত স্থান ব্যাপিয়া থাকে। দ্রষ্টা সেরূপ নহেন। অর্থাৎ তিনি ছোট বা বড় বা অনন্তদেশব্যাপী নহেন। সেরূপ পদার্থ কল্পনা করিলে তাহা ব্যক্ত দৃশ্য পদার্থ হইবে।

সেইরূপ, দ্রষ্টা স্বরূপত কালব্যাপীও নহেন। অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে দ্রষ্টা অনাদিকাল হইতে আছেন বা অনন্তকাল থাকিবেন, এরূপ কাল-ব্যাপ্তি স্বরূপ-দ্রষ্টাতে যোজনা করা ন্যায্য নহে। কিন্তু কাল-বাচী শব্দ ব্যতীত যখন ভাষা হয় না, তখন অগত্যা কালযোগ করিয়া "দ্রষ্টা আছেন, ছিলেন বা থাকিবেন" এরূপ বলিতে হয়, কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি অবাঙ্‌মানস-গোচর। বাক্য ও মন নিরোধ হইলে দ্রষ্টা কেবল থাকেন। সেভাবে আছেন, ছিলেন বা থাকিবেন, এরূপ আরোপ থাকে না। সাধারণ অবস্থায় ভাষা দিয়া বুঝার জন্যই ঐরূপ কালব্যাপিত্ব আরোপ করা যায়। তাহা না করিলে দ্রষ্টা-সম্বন্ধে কিছু বলা বা চিন্তা করা ঘটে না। তত্ত্বত দ্রষ্টাতে দেশব্যাপিত্ব ও কালব্যাপিত্ব স্থাপন করিলে দ্রষ্টা-নামক এক দৃশ্য কল্পনা করা হয়। পূর্ব্বোক্ত অসীম পূর্ণতা বলিলে যেমন দ্রষ্টাতে সীমাযুক্ত জ্ঞানকে যোজনা না করা বুঝায়, সেইরূপ দেশকালাতীত শব্দের দ্বারাও দ্রষ্টাতে দেশ-কাল-ব্যাপী ভাবের সম্যক্ নিষেধ বুঝায়। অতএব "চৈতন্য সর্ব্বদেশব্যাপী; তাহার এক এক প্রদেশে এক এক বুদ্ধি থাকিয়া অবভাস গ্রহণ করে" ইত্যাদিরূপে কল্পনা করিলে সেই "চৈতন্য" এক জড়পদার্থ হইবে।

দ্রষ্টা নির্ব্বিকার। কারণ, সমস্ত বিকারশীল পদার্থের মূল ত্রিগুণ,

দ্রষ্টা তদতিরিক্ত পদার্থ, সুতরাং তাহা নির্ব্বিকার। পরন্তু দ্রষ্টা সদাই দ্রষ্টা বলিয়া নির্ব্বিকার। যদি দ্রষ্টা একবার দ্রষ্টা একবার অদ্রষ্টা হইতেন, তবে তিনি বিকারশীল হইতেন। দ্রষ্টা নির্ব্বিকার স্ববোধ বলিয়া দ্রষ্টৃসম্বন্ধীয় বুদ্ধি বা "আমি জ্ঞাতা" এরূপ আত্মবুদ্ধি সদাই একরূপ "আমাকে আমি জানি" বলিয়া প্রতীত হয়। ফলতঃ আমাদের আত্মভাবের মধ্যে যাহা নির্ব্বিকার অংশ, তাহাই দ্রষ্টা পুরুষ।

দ্রষ্টা পুরুষ প্রত্যেকে পূর্ণ, অখণ্ডা এক হইলেও সংখ্যায় বহু বা অসংখ্য। এবিষয়ে শাস্ত্রীয় যুক্তি নিবদ্ধ করা যাইতেছে।

জন্মমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাদ্ অযুগপৎপ্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যয়াচ্চৈব ॥ ১৮ সাং কাঃ ॥

অন্বয়ঃ—জন্ম-মরণ-করণানাং প্রতিনিয়মাৎ (জন্ম, মরণ এবং করণ সকলের প্রত্যেকপুরুষনিষ্ঠত্বহেতু) অযুগপৎ প্রবৃত্তেঃ চ (এবং অযুগপৎ প্রবৃত্তি হয় বলিয়া) ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যয়াচ্চৈব (ত্রৈগুণ্যের বিপর্য্যয় হইতেও) পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং (পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হয়)। ১৮।

পল্লবগ্রাহী লোকে এই কারিকার যুক্তি সকল দেখিয়া প্রথমেই মনে করে যে "আত্মার যখন জন্মমরণাদি নাই, তখন জন্মমরণাদি হইতে আত্মার বহুত্ব কিরূপে হইতে পারে?" সাংখ্যাচার্য্যগণ অবশ্য এরূপ মূর্খ ছিলেন না, যে স্বয়ং আত্মাকে জন্মাদিরহিত বলিয়া, পরে আবার তাঁহার জন্মাদি ধরিয়া তাঁহাকে বহু বলিবেন। ঐ সমস্ত যুক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। পাঠকের উহা উত্তমরূপে ধারণা করা আবশ্যক।

অর্থঃ—জন্ম, মরণ এবং করণসকল প্রত্যেকনিষ্ঠ বলিয়া, যুগপদ্ বহু প্রবৃত্তি অসম্ভব বলিয়া এবং ত্রৈগুণিক ভাব হইতে বিপরীতত্বহেতু পুরুষ বহু।

জন্ম ও মরণ শরীরের ধর্ম্ম। শরীর ভোগায়তন। সেই আয়তন বা

বিধৃত ভাব হইতে উৎপন্ন যে ভোগ সেই ভোগের ভোক্তা এক হইবে (ভোক্তা শব্দের বিশেষ অর্থ অগ্রে দ্রষ্টব্য)। কিন্তু অনেক ভোগায়তন দেখা যায় বলিয়া প্রত্যেকের এক এক ভোক্তা হইবে, সুতরাং ভোক্তৃপুরুষ বহু।

করণসকল জ্ঞানের ও চেষ্টার সাধক। তাহারা এক অখণ্ড্য দ্রষ্টার দ্বারা দৃষ্ট হইয়াই সমঞ্জসভাবে স্বকার্য্যসাধনে সমর্থ হয়। যখন অনেক করণসমষ্টি দেখা যায়, তখন তাহাদের দ্রষ্টা অনেক।

প্রবৃত্তি অন্তঃকরণের চেষ্টা। তাহা কালব্যাপী ভাব। অবিভাজ্য-এক-স্বরূপ যে এক দ্রষ্টা, তাঁহার দ্বারা একক্ষণে একই প্রবৃত্তি উপদৃষ্ট হইবে। কিন্তু একক্ষণে অনেক প্রাণীর অনেক প্রবৃত্তি যখন ঘটিতেছে, তখন তাহাদের 'বহুদ্রষ্টা আছে' ইহা স্বীকার করিতে হইবে। একই ক্ষণে একই ভাব একই দ্রষ্টার দ্বারা উপদৃষ্ট হওয়াই দ্রষ্টার অখণ্ড্য-একত্ব সূচিত করে। যুগপৎ বহুভাবের দ্রষ্টা বলিলে প্রকৃত প্রস্তাবে বহুদ্রষ্টা বলা হয়, তাদৃশ একদ্রষ্টা পূর্ব্বোক্ত "এক বনের" ন্যায় বহুর সমষ্টিভূত এক, অখণ্ড্য এক নহেন।

ত্রিগুণাত্মক প্রধান এক, দ্রষ্টা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত, সুতরাং তাহা (দ্রষ্টা) বহু। যদি এক দ্রষ্টা এবং এক প্রকৃতি হইত, তবে একই প্রাণী হইত। বহু পদার্থের কারণ বহু হইবে। প্রকৃতি এক, অতএব তাহার বহুত্ব-পরিণামের জন্য বহু হেতু চাই। প্রকৃতির বুদ্ধ্যাদিরূপে পরিণামের অবিকারী হেতু পুরুষ। সুতরাং বহু পুরুষ থাকাতেই বহু বুদ্ধি হইয়াছে, বহু বুদ্ধির হেতুভূত 'এক পুরুষ' বলিলে সেই 'এক পুরুষ' বহু হেতুর সমষ্টিভূত এক হইবেন, অখণ্ড্য এক হইবেন না।

এই সকল কারণে পুরুষ বহু। কিঞ্চ মোক্ষবিচার করিলেও পুরুষ বহু হয়েন। প্রত্যেক প্রাণী যখন অনাত্মভান ত্যাগ করিয়া আত্মস্থ হয়, তখনই মুক্ত হয়। তখন এরূপ বোধ হয় না যে, আমি সব

প্রাণীর আত্মা হইয়া গেলাম। কারণ তখন 'সব' 'প্রাণী' ইত্যাদ্যাকার দ্বৈত সমস্ত ভাবকেই ত্যাগ করিতে হয়।

এই পুরুষবহুত্ব সাংখ্যদর্শন, তর্কদর্শন, রামানুজ-দর্শন প্রভৃতি প্রায় সমস্ত হিন্দুদর্শনের মত। কেবল বৈদান্তিকেরা ইহার বিরোধী। তাঁহাদের মতে পুরুষ বা আত্মা এক। বৈদান্তিকেরা এ বিষয়ে কোনও যুক্তি দিতে পারেন না, কেবল বলেন যে "ইহা শাস্ত্রে আছে"। উপনিষদের কতকগুলি বাক্য সহসা একাত্মবাদের সমর্থনকারি বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু তাহাদের প্রকৃত অর্থ অন্যরূপ। যেমন—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥

অর্থাৎ এক অগ্নি যেমন ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া নানারূপ হইয়াছে, সেইরূপ সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা প্রতিরূপে বহু হইয়াছেন এবং বাহ্যেও আছেন।

এই শ্রুতির আত্মা কথনই নির্গুণ, নির্ব্বিকার চৈতন্য নহে। কারণ তাহা নানারূপে বিকার প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু এই আত্মা ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ, যাঁহার অভিমানে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড স্থিত আছে, সুতরাং আমাদের অন্তর ও বাহ্যের বিষয় যাঁহার অভিমানে প্রতিষ্ঠিত, তিনিই এই আত্মা। আত্মা শব্দ যে হিরণ্যগর্ভ অর্থেও ব্যবহৃত হয়, তাহা প্রসিদ্ধ আছে। শ্রুত্যন্তরে আছে "দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষো ব্যোম্নি আত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ"। নির্গুণ চিদ্রূপ আত্মা স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত নহেন, কিন্তু স্বর্গ, মর্ত্ত্য সমস্তই প্রকৃত আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত। অতএব ব্রহ্মপুরের আকাশে প্রতিষ্ঠিত এই আত্মা ব্রহ্মলোকস্থ পুরুষ-বিশেষ হইলেন; তিনি নির্গুণ চিদ্রূপ পুরুষ নহেন। ফলে উপনিষৎ-সকল দার্শনিক গ্রন্থ নহে। তাহারা কাব্যময় গ্রন্থ এবং প্রাচীন বলিয়া তাহাদের ভাষা শ্লথ এবং তাহারা নানা সময়ে রচিত। সুতরাং তাহাদের

অর্থ আগাগোড়া যে এক এরূপ মনে করা ভ্রান্তি। শ্রুতিবাক্যের অর্থ-নিষ্কাশন করিতে বৈদান্তিকদের যেরূপ স্থানে স্থানে কষ্টকল্পনা করিতে হয়, সাংখ্যদেরও সেইরূপ হইতে পারে।

এক্ষণে পুরুষের একত্বসম্বন্ধে বৈদান্তিকদের উপপত্তি বা Theory পরীক্ষিত হইতেছে। বৈদান্তিকেরা ঐরূপ ঔপনিষদ বাক্য দেখিয়া বলেন যে "আত্মা সর্ব্বপ্রাণীতে এক"। জন্মমরণাদি আত্মার হয় না, কিন্তু দেহাদি উপাধিরই হয়। উপাধির ভেদ হইলেও যাহার উপাধি তাহার ভেদ হয় না। যেমন এক আকাশ ঘট, গৃহ ইত্যাদি নানা উপাধিতে পরিচ্ছিন্নরূপে প্রতীত হইলেও অভিন্ন থাকে, আত্মাও সেইরূপ এক হইলেও নানা বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুরূপে প্রতীত হন। এক সূর্য্য যেমন নানা শরাবস্থিত জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুরূপে প্রতীত হন, এক আত্মাও তদ্রূপ নানা বুদ্ধিতে নানারূপে প্রতিবিম্বিত হয়েন।

এতদুত্তরে প্রথমেই বক্তব্য যে, আত্মা এক কেন, তদ্বিষয়ে বৈদান্তিক-দের কোন যুক্তি নাই। তাহাকে এক বলিয়া পরে সেই একত্বের সঙ্গতি করার জন্য কয়েকটী দৃষ্টান্ত (উদাহরণ নহে) দেওয়া হয় মাত্র। আত্মার যে জন্ম-মরণ হয় না, শরীরাদি উপাধির যে উহারা ধর্ম্ম, তাহা প্রসিদ্ধ। সাংখ্য অবশ্য ওরূপ বালোচিত কথা বলেন না। উপাধিভেদ-সম্বন্ধে সাংখ্য এইরূপ বলেন—

উপাধিভেদেঽপ্যেকস্য নানাযোগ আকাশস্যেব ঘটাদিভিঃ।

সাংখ্য সূত্র ১।১৫০।

অর্থাৎ উপাধিভেদেও একের নানাত্ব যোগ হয়, যেমন আকাশের নানাত্ব ঘটাদির দ্বারা হয়।

উপাধির্ভিদ্যতে নতু তদ্বান্। সাং সূঃ ১।১৫১।

অর্থাৎ এরূপ স্থলে উপাধিরই ভেদ হয়। যাহার উপাধি, তাহার ভেদ হয় না।

এই পূর্ব্বপক্ষ সত্য বটে, কিন্তু ইহা হইতে যদি বল যে এক আত্মার নানা উপাধিযোগে নানাত্বপ্রতীতি হয়, তাহা আত্মার পক্ষে খাটিবে না। কারণ—

এবম্ একত্বেন পরিবর্ত্তমানস্য ন বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসঃ। সাং সূঃ ১।১৫২।

অর্থাৎ একরূপে পরিবর্ত্তমান বা অখণ্ড্য এক যে জ্ঞাতৃ পদার্থ, তাহাতে ঐরূপ যুগপৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অধ্যাস হইতে পারে না। একই কালে একই দ্রব্যে একই জ্ঞাতার বিভিন্ন উপাধির অধ্যাস হইতে পারে না। (বৈদান্তিক মতে ব্রহ্মই একমাত্র জ্ঞাতা সুতরাং তাঁহারই যুগপৎ অধ্যাস হইবে যে 'আমি মুক্ত' 'আমি বদ্ধ'। কিন্তু তাঁহারা অধ্যাস কাহার হয় তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না)।

যদি এস্থলে আকাশের (বস্তুত আকাশ কাল্পনিক পদার্থ) উদাহরণ দাও, তাহাও খাটিবে না।

আকাশ অবয়বী পদার্থ। তাহার এক এক অবয়বে এক এক উপাধির অধ্যাস হয়। সূর্য্যের উদাহরণেও ঐ দোষ। অতএব যাঁহারা ঐরূপ ভাবে আত্মার একত্ব বুঝিতে যান, তাঁহারা "বিস্‌মিল্লায় গলদ্" করেন; অর্থাৎ আত্মাকে অবয়বযুক্ত দেশব্যাপী এক মহান্ জড় পদার্থ কল্পনা করিয়া বসেন। যাহা অখণ্ড্য এক দ্রষ্টা, যাহার অবয়ব ও অঙ্গ নাই, তাহাতে একই কালে একই ধর্ম্মের অধ্যাস হইতে পারে। যুগপৎ বহু অধ্যাস বলিলে সেই অধ্যাস যাহার হয় ও যাহাতে হয়, তাহাকে অবয়বযুক্ত বস্তু কল্পনা না করিলে উপায় নাই। আত্মাকে সেরূপ কল্পনা করা নিতান্ত অযুক্ত কল্পনা। অতএব আত্মা যে সংখ্যায় এক, তাহা কোন ক্রমেই সঙ্গত হয় না।

পুরুষের স্বভাব নিম্নস্থ কারিকায় সংগৃহীত হইয়াছে—

তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য।
কৈবল্যং মাধ্যস্থং দ্রষ্টৃত্বম্ অকর্ত্তৃভাবশ্চ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ চ বিপর্য্যাসাৎ (সেই বৈপরীত্য হইতে) অস্য পুরুষস্য (এই পুরুষের) সাক্ষিত্বং কৈবল্যং (নিঃসঙ্গিতা) মাধ্যস্থং (ঔদাসীন্য) দ্রষ্টৃত্বম্ অকর্ত্তৃভাবঃ চ সিদ্ধম্ (সিদ্ধ হয়)। ১৯।

অর্থাৎ ত্রিগুণের স্বভাব হইতে পুরুষের স্বভাব বিপরীত বলিয়া পুরুষের এইসকল স্বভাব সিদ্ধ হয়। যথা—সাক্ষিত্ব, দ্রষ্টৃত্ব, কৈবল্য, মাধ্যস্থ এবং অকর্ত্তৃভাব। সাক্ষিত্ব=নির্ব্বিকারভাবে বিজ্ঞাতৃত্ব। দ্রষ্টৃত্ব=বিষয়িত্ব। কৈবল্য=নিঃসঙ্গিতা বা মুক্তস্বভাব। মাধ্যস্থ= ঔদাসীন্য বা সুখ ও দুঃখের সমান দ্রষ্টা। অকর্ত্তৃত্ব=প্রবৃত্তিহীন এবং নিবৃত্তিহীন।

প্রধানের স্বভাব।

অতঃপর ত্রিগুণাত্মক প্রধানের স্বভাব বিবৃত হইতেছে। প্রকৃতির তিন অঙ্গ—সত্ত্ব, রজ ও তম। তাহাদের স্বভাব কারিকায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ প্রকাশ-প্রবৃত্তি-নিয়মার্থাঃ।
অন্যোন্যাভিভবাশ্রয়জনন-মিথুনবৃত্তয়শ্চ গুণাঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—গুণাঃ (সত্ত্বাদি গুণসকল) প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ (প্রীতি, অপ্রীতি এবং বিষাদ-আত্মক) প্রকাশ-প্রবৃত্তি-নিয়মার্থাঃ (প্রকাশ-শীল, ক্রিয়াশীল এবং স্থিতিশীল) চ অন্যোন্য-অভিভব-আশ্রয়-জনন-মিথুন-বৃত্তয়ঃ (এবং তাহারা পরস্পর অভিভব, আশ্রয়, জনন এবং মিথুন এই-রূপ বৃত্তিযুক্ত)। ১২।

অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ যথাক্রমে প্রীতি (সুখ) অপ্রীতি (দুঃখ) এবং বিষাদ (মোহ) এই তিন প্রকার বৃত্তির জনক। তন্মধ্যে সত্ত্ব প্রকাশশীল, রজ প্রবৃত্তিশীল বা ক্রিয়াশীল এবং তম

নিয়মশীল বা স্থিতিশীল। গুণসকল প্রত্যেকেই অন্যোন্যাভিভববৃত্তি, অন্যোন্যাশ্রয়বৃত্তি, অন্যোন্যজননবৃত্তি এবং অন্যোন্যমিথুনবৃত্তি।

পরস্পরকে অভিভব করা গুণত্রয়ের স্বভাব। তাহাদের প্রত্যেকের বৃত্তি (জ্ঞান, চেষ্টা, সুখ, দুঃখ আদি) অন্য দুই গুণবৃত্তিকে অভিভূত করিয়া উৎপন্ন হয়। যেমন প্রকাশ ও জড়তাকে অভিভূত করিয়া চেষ্টা (রজোগুণের বৃত্তি) হয়। সেইরূপ জ্ঞানের (সত্ত্বগুণের বৃত্তির) সময় জাড্য ও চেষ্টা অভিভূত থাকে। আর সংস্কারভাবে (তমোগুণের বৃত্তিতে) জ্ঞান ও চেষ্টা অভিভূত থাকে। সত্ত্বগুণবৃত্তি সুখ। তাহার উদ্ভবে দুঃখ ও মোহ অভিভূত হয়। দুঃখের উদ্ভবে সুখ ও মোহ এবং মোহকালে সুখ ও দুঃখ অভিভূত হয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, নিদ্রা, সুখ, দুঃখ, মোহ, জ্ঞান, চেষ্টা, জাড্য; ইহাদের মধ্যে যাহা উদ্ভূত হয়, তাহা অন্য দুই ভাবকে অভিভব করিয়া উদ্ভূত হয়। জাগ্রতের পর নিদ্রা, নিদ্রার পর জাগ্রৎ, সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, ক্রিয়ার পর জড়তা, জড়তার পর চাঞ্চল্য, ইত্যাদি যে বিরুদ্ধ-ভাবের আবর্ত্তন (যাহাকে সাধারণত প্রতি-ক্রিয়া বা Reaction বলে, তাহাও ইহার অন্তর্গত) দেখা যায়, তাহা সমস্ত এই অভি-ভাব্য-অভিভাবকরূপ গুণত্রয়ের মৌলিক স্বভাব হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাই অন্যোন্যাভিভববৃত্তিতা।

অন্যোন্যাশ্রয়বৃত্তি অর্থে পরস্পরকে আশ্রয় বা অপেক্ষা করিয়া তাহাদের বৃত্তি বা ক্রিয়া হয়। যেমন সত্ত্বগুণের কার্য্য জ্ঞান; তাহা ক্রিয়াকে ও স্থিতিকে বা সংস্কারকে অপেক্ষা করিয়া উৎপন্ন হয়। সেইরূপ চেষ্টাও জ্ঞানকে এবং জড়তাকে অপেক্ষা করিয়া উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি।

অন্যোন্যজননবৃত্তি—এই পদস্থিত জনন শব্দের অর্থ পরিণাম। কারণ, গুণসকলের জন্ম বা উৎপত্তি নাই, তাহাদের পরিণামস্বরূপ

ব্যক্তভাবসকলেরই উৎপত্তি হয়। পরস্পরকে পরিণামিত করা গুণসকলের ক্রিয়া। সত্ত্বগুণের পরিণাম জ্ঞান। সেই জ্ঞানরূপ পরিণাম রজোগুণের ক্রিয়ার দ্বারা (তামসিক জড়তাকে বিগত করিয়া) নিষ্পন্ন হয়। অতএব গুণসকল পরস্পরকে পরিণামিত করে।

অন্যোন্যমিথুনবৃত্তি—অর্থাৎ পরস্পর অবিনাভাবিরূপে ক্রিয়া করে। প্রত্যেক গুণকার্য্যের ভিতর তিনগুণই থাকে। শুদ্ধ সাত্ত্বিক বা শুদ্ধ রাজসিক বা শুদ্ধ তামসিক কোনও বস্তু নাই। যাহাতে সত্ত্বলক্ষণ অধিক এবং রজ ও তম গুণের লক্ষণ কম, তাহাই সাত্ত্বিক। সেইরূপ রজোলক্ষণ অধিক হইলে এবং সত্ত্বের ও তমের লক্ষণ কম হইলে তাহা রাজসিক বস্তু হয়; ইত্যাদি। এইজন্য জ্ঞান সত্ত্বপ্রধান হইলেও রজ ও তম গুণের লক্ষণ তাহাতেও থাকে। জ্ঞানের যে পরিণাম, তাহা তাঁহার রাজসিকতা এবং তাহার যে জাড্যজনিত অসম্পূর্ণতা, তাহা তাহার তামসিকতা। কোন জ্ঞানই স্থির (অরাজস) বা সম্পূর্ণ জাড্যহীন (অতামস) নহে। এইরূপে প্রকাশ, ক্রিয়া ও নিয়ম সব বস্তুতেই পাওয়া যায়। তজ্জন্য সত্ত্ব, রজ ও তম অবিনাভাবী। কদাপি উহাদের বিয়োগ নাই। "নৈষামাদিঃ সম্প্রয়োগঃ বিয়োগো বোপলভ্যতে।" অর্থাৎ গুণসকলের আদিসংযোগ বা অসংযুক্ত অবস্থার পর সংযোগ এবং বিয়োগ পাওয়া যায় না।

আর এক বিষয় বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য। কোনও এক বস্তুকে 'সাত্ত্বিক' বলিলে অপর দুই বস্তুর (রাজস ও তামস বস্তুর) সহিত তুলনা করিয়া তাহা বলা হয়। শুদ্ধ সাত্ত্বিক বস্তু আছে, আর তাহার তুলনায় রাজস ও তামস নাই, এরূপ হইতে পারে না। সাত্ত্বিক বর্গ থাকিলে তাদৃশ রাজস ও তামস বর্গও থাকিবে। যদি বলা যায় যে ইহা সাত্ত্বিক ইন্দ্রিয়, তবে রাজস ও তামস ইন্দ্রিয়ও থাকিবে

এবং তাহাদের তুলনাতেই উহাকে সাত্ত্বিক বলা যাইবে। রাজস ও তামস সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। অর্থাৎ কোন বস্তুকে রাজস বলিলে তজ্জাতীয় সাত্ত্বিক এবং তামস বস্তুও থাকিবে। আর কোন বস্তুকে তামস বলিলে তজ্জাতীয় সাত্ত্বিক এবং রাজসিক বস্তুও থাকিবে।

গুণত্রয়ের আরও বিশেষ লক্ষণ বিবৃত হইতেছে। কারিকা যথা—

সত্ত্বং লঘু প্রকাশকম্ ইষ্টম্ উপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ।
গুরু বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয় :—সত্ত্বং লঘু প্রকাশকম্ ইষ্টং (সত্ত্বগুণ লঘু, প্রকাশক এবং ইষ্ট) রজঃ চ চলং (ক্রিয়াশীল) উপষ্টম্ভকং (উদ্যোতক), তমঃ গুরু বরণকম্ (আবরক)। প্রদীপবৎ চ (প্রদীপের মত ইহাদের) অর্থতঃ (কোন এক বিষয়ে) বৃত্তিঃ। ১৩।

সত্ত্বের স্বভাব লঘু, প্রকাশশীল এবং ইষ্ট। * রজ উপষ্টম্ভক এবং চল। তম গুরু এবং আবরক। ইহারা প্রদীপের ন্যায় একই অর্থেতে বৃত্তি উৎপাদন করে।

গ্রাহ্য ও গ্রহণ বা ব্যবসেয় ও ব্যবসায় ত্রিগুণের এই দ্বিবিধ পরিণাম। সুতরাং লঘুত্বাদি ধর্ম্মও দ্বিবিধ—গ্রহণসম্বন্ধীয় ও গ্রাহ্য-সম্বন্ধীয়। লঘু অর্থে—যাহা ভারি নহে বা যাহা সহজেই নাড়া চাড়া যায়। প্রকাশক অর্থে—বোধের অরোধকর। ইষ্ট অর্থে—ইচ্ছার অনুকূল। শরীরের, ইন্দ্রিয়ের ও অন্তঃকরণের যে আলস্যহীন হাল্‌কা হাল্‌কা ভাব, যাহা থাকিলে শরীরাদির কার্য্য সহজে ও সুখে করা যায়, তাহাই তাহাদের লঘুতা। শরীরাদির প্রকাশ অর্থে—তদ্‌গত বোধের স্ফুটতা।

করণগণের ঈদৃশ লঘু (ওজনে হাল্‌কা নহে) ও প্রকাশশীল অবস্থাই

* ইষ্ট অর্থে সাংখ্যাচার্য্যদের অভিমত, ইহা বাচস্পতিমিশ্র ব্যাখ্যা করেন। তদপেক্ষা ইষ্টত্ব সত্ত্বের স্বভাব, এরূপ ব্যাখ্যাই সঙ্গত।

আমাদের ইষ্ট হয়। কারণ, তাহাই সুখকর ও স্বস্তিকর ভাব। সমস্ত সুখকর ভাবকে বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, তাহাতে ক্রিয়া ও জড়তা অপেক্ষাকৃত অল্প এবং বোধ অপেক্ষাকৃত অধিক অর্থাৎ তাহারা লঘু ও প্রকাশক। এই জন্যই সাত্ত্বিকভাব ইষ্ট। সত্ত্বের পূর্ব্বোক্ত প্রীতিকরত্ব লক্ষণের ইহাই হেতু।

রজ উপষ্টম্ভক অর্থাৎ অবসাদ হইতে উদ্রিক্তকারী। জড়তার নাশকারক গুণই উপষ্টম্ভক গুণ। পরন্তু রজোগুণ চল বা পরিণামশীল বা চঞ্চল। ক্রিয়ার দ্বারা অবস্থান্তর পাওয়াই রজোগুণের স্বভাব। শরীরাদির অবসাদহীন চঞ্চল অবস্থাসকলই রাজস ধর্ম্ম। রজোধর্ম্ম অপ্রীতি বা দুঃখ। শরীরাদির যদি অতিক্রিয়া হয়—সহজক্রিয়া হইতে যদি অধিকতর ক্রিয়া করিতে হয়—তবেই পীড়া, কষ্ট, দৌর্ম্মনস্ত প্রভৃতি অপ্রীতি আইসে। সমস্ত অপ্রীতিকর ভাবের স্বভাবই ঐরূপ অধিকতর ক্রিয়াশীলতা। অধিকতর অর্থে—সহজ অপেক্ষা অধিক বা অপেক্ষাকৃত অধিক।

তম গুরু এবং আবরক। গুরুতা পূর্ব্বোক্ত লঘুতার বিরোধী ধর্ম্ম। গুরু অর্থে ওজনে ভারি নহে। সাধারণত ঐরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা করা হয় বটে, কিন্তু তাহা সমীচীন শাস্ত্রার্থ নহে। যে অবস্থায় শরীরেন্দ্রিয়াদির ভারি ভারি ভাব বা আলস্য ও গ্লানযুক্ত ভাব হয়, তাহাই গুরু অবস্থা। আবরক ধর্ম্ম—প্রকাশক ধর্ম্মের বিরোধী। অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির জড়তার সহভাবিনী যে বোধের অস্ফুটতা, তাহাই আবরক ধর্ম্ম। জ্ঞানের ও শক্তির রুদ্ধাবস্থাই তামস ধর্ম্ম।

ইহা হইল ব্যবসায়-সম্বন্ধীয় গুণধর্ম্ম। ব্যবসেয় বা গ্রাহ্য যে বিষয়, তৎসম্বন্ধীয় ধর্ম্মও ঐরূপ। কাঠিন্যাদি অচাল্য জড়তা গ্রাহ্যের তামস গুরুত্বধর্ম্ম। (ওজনে ভারি নহে), এবং জ্ঞেয়তাকে রোধ করাই তাহাদের আবরক ধর্ম্ম। গ্রাহ্যের মধ্যে উদ্যোতক ক্রিয়া ও চাঞ্চল্য রাজস ধর্ম্ম;

আর গ্রাহ্যের যে প্রকাশ-যোগ্যতা ও লঘুতা বা অজড়তা, তাহাই তাহাদের সাত্ত্বিক ধর্ম্ম।

সাত্ত্বিক ধর্ম্ম ইষ্ট এবং রাজস ও তামস ধর্ম্ম অনিষ্ট। কারণ অপ্রীতি ও বিষাদ (বা মোহ অর্থাৎ জ্ঞানের ও শক্তির রুদ্ধ ভাব) কেহ চাহে না।

পুরুষ ও প্রকৃতির স্বভাব যাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইল, এস্থানে তাহা সংগ্রহ করিয়া উক্ত হইতেছে।

পুরুষ—চিদ্রূপ, প্রত্যেকে অখণ্ড্য-এক, সংখ্যায় বহু, সাক্ষী, অকর্ত্তা, নিঃসঙ্গ, ভোক্তা, অধিষ্ঠাতা, দ্রষ্টা, কূটস্থ নিত্য বা অবিকারী নিত্য।*

প্রকৃতি—প্রকাশশীল, ক্রিয়াশীল ও স্থিতিশীল; স্বরূপত অব্যক্ত, বিকার-শীল নিত্য বা পরিণামি-নিত্য, বিভাজ্য এক।

পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই দেশকালাতীত, নিরবয়ব।

পূর্ব্বে আমাদের আত্মভাবকে বিশ্লেষ করিয়া পুরুষ ও প্রকৃতি নামক মূল বস্তু পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং আমাদের আত্মভাব পুরুষ ও প্রধানের সংযোগজাত। দ্রষ্টা বা যাহার দ্বারা জানা ঘটে, এবং দৃশ্য বা যাহা জানা যায়, এই দ্বিবিধ পদার্থের সংযোগ ব্যতীত যে জানা ঘটে না, তাহা কিছু চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। অতএব, পুংপ্রকৃতির সংযোগ কিছু অতি দুরূহ ব্যাপার নহে। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে পুরুষ ও প্রকৃতি দেশকালাতীত নিরবয়ব

* ভোক্তা অর্থে "আমি ভোগ (ইষ্ট বা অনিষ্টবোধ)-কারী" এরূপ আত্মবুদ্ধিরও দ্রষ্টা। অধিষ্ঠাতা অর্থে "আমি শরীরাদি অধিষ্ঠানের ধর্ত্তা" এরূপ আত্মবুদ্ধির দ্রষ্টা। আর দ্রষ্টা অর্থে "আমি জ্ঞাতা" এরূপ আত্মবুদ্ধির দ্রষ্টা। কর্ত্তৃত্ব, ধর্ত্তৃত্ব ও জ্ঞাতৃত্ব এই তিনভাব অবলম্বন করিয়া যে দ্রষ্টৃত্বের ব্যবহারিক ভেদ, তাহাই ভোক্তৃত্ব, অধিষ্ঠাতৃত্ব ও দ্রষ্টৃত্ব। সাক্ষী—নির্ব্বিকার বিজ্ঞাতা। অকর্ত্তা—ক্রিয়ার দ্রষ্টা বলিয়া ক্রিয়ার হেতু, কিন্তু স্বরূপত ক্রিয়াহীন। নিঃসঙ্গ—শরীরাদি অধিষ্ঠানের দ্রষ্টা বলিয়া অধিষ্ঠাতা, কিন্তু তাহাদের হইতে পৃথক্ বা নির্লিপ্ত। পুরুষকে বিশ্লেষ করিয়া আর উপাদান কারণ পাওয়া যায় না বলিয়া তাহা অনুৎপন্ন বা নিত্য।

পদার্থ, তাহাদের সংযোগ ঘট-বাটি বা ঘট ও আকাশ বা সূর্য্য ও জল আদির ন্যায় সাধারণ সংযোগ নহে। তাহাদের সংযোগ জ্ঞানরূপ সংযোগ, একই জ্ঞানের মধ্যে যে দ্রষ্টার এবং দৃশ্যের অপৃথগ্‌ভাবে থাকা, তাহাই তাহাদের সংযোগ। "আমি দ্রষ্টা" ইত্যাকার যে আমিত্ব, তাহার, এবং দ্রষ্টার যে একত্ব-প্রত্যয়, তাহাই সংযোগ। সংযোগের বিষয় যোগদর্শনে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। পুরুষ ও প্রকৃতি অনাদি বিদ্যমান বলিয়া সংযোগও অনাদি।

অব্যক্তের সহিত চিদ্রূপ দ্রষ্টার সংযোগ হইলে কি হইবে?—

মহৎ কিরূপে হইল। অব্যক্ত দৃশ্য বা ব্যক্ত হইবে। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে মহৎ বা 'অহমস্মি' মাত্র বোধ আমাদের ব্যক্ত আত্মভাবের সর্ব্বোচ্চ শিখর। অতএব মূলভূত পুরুষের ও প্রকৃতির যোগে সর্ব্বপ্রথমে মহৎ উৎপন্ন হয়। পুরুষ চেতন, দৃশ্য অচেতন। সেই চেতন ও অচেতনের সংযোগে কি হইবে? অচেতন চেতনের ন্যায় হইবে বা চেতন অচেতনের ন্যায় হইতে থাকিবে। মহৎই সেইরূপ অচেতনের চেতনের মত হইতে থাকা (স্বকারণ প্রকৃতির ক্রিয়াশীলতার দ্বারা ভাঙ্গা ভাঙ্গা প্রকাশ রূপ) এবং চেতনের অচেতনের মত হওয়া বস্তু। কারণ, তাহা আমি আমাকে জানি বা আমি আছি (থাকা ও জানা অবিনাভাবী) এরূপ জ্ঞান। এইরূপে পুম্প্রকৃতির সংযোগে মহান্ আত্মা উৎপন্ন হয়। কারিকা যথা—

তস্মাৎ তৎসংযোগাদ্ অচেতনং চেতনাবদ্ ইব লিঙ্গং।
গুণকর্ত্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (সেই হেতু) তৎসংযোগাৎ (পুরুষের সংযোগ হইতে) অচেতনং লিঙ্গং চেতনাবদ্ ইব (অচেতন যে লিঙ্গ, তাহা চেতনবৎ হওয়ার মত হয়), তথা চ গুণকর্ত্তৃত্বে (আর গুণকর্ত্তৃত্বতে) উদাসীনঃ কর্ত্তা ইব ভবতি (উদাসীন পুরুষ কর্ত্তার মত হন)। ২০।

অর্থ:—পুরুষের সহিত সংযোগে অচেতন লিঙ্গ বা বুদ্ধি চেতনের মত হয়। আর পূর্ব্বোক্ত কারণে (অর্থাৎ পুরুষ মধ্যস্থ, সাক্ষী ইত্যাদি বলিয়া) উদাসীন বা অকর্ত্তা (কেবল দ্রষ্টা) পুরুষ গুণসকলের কর্ত্তৃত্বযোগে কর্ত্তার মত প্রতীত হন।

আমি করি, আমি জানি, আমি করি তাহা আমি জানি ইত্যাদি 'করা' 'জানা' প্রভৃতির দুই কারণ—এক হেতু বা নিমিত্ত, আর এক উপাদান। তন্মধ্যে হেতু পুরুষ। অর্থাৎ যে করে, যে জানে, তাহাও আবার জ্ঞাত হয় বলিয়াই 'করা-জানা' আছে, নচেৎ সব অন্ধকার বা অব্যক্ত হইত। আর তাহার উপাদান গুণত্রয়। কারণ, করা জানা প্রভৃতি ভাবসকল প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিরূপ উপাদানে নির্ম্মিত।

সর্গ। পুম্প্রকৃতির সংযোগ হইতে যে ক্রমে সর্গ বা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা এই কারিকায় উক্ত হইয়াছে—

প্রকৃতে র্মহান্ ততোঽহংকার স্তস্মাদ্ গণশ্চ ষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি॥ ২২॥

অন্বয়:—প্রকৃতেঃ মহান্ (প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব হয়) মহতঃ অহঙ্কারঃ (মহৎ হইতে অহঙ্কার) তস্মাৎ চ ষোড়শকঃ গণঃ (তাহা হইতে ষোড়শ গণ হয়) তস্মাৎ অপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি (সেই ষোড়শ-গণের পঞ্চ হইতে পঞ্চভূত হয়। ২২।

অর্থাৎ, প্রকৃতি হইতে মহান্, মহান্, হইতে অহংকার, অহংকার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তন্মাত্র, তন্মাত্র হইতে পঞ্চ ভূত উৎপন্ন হয়।

প্রকৃতি হইতে (পুরুষোপদৃষ্ট হইয়া) কিরূপে মহান্ আত্মা হইয়াছে, তাহা দেখান হইল। মহান্ আত্মা হইতে অহংকার হয়। কারণ 'আমি আছি' এরূপ জ্ঞানের পরই "আমি এরূপ, আমি ওরূপ" ইত্যাদি অভিমানাত্মক অহংকার হইবে। সেই অহংকৃত ভাবসকল তামস

স্থিতিশক্তির দ্বারা ধৃত হয়, তাহাই সংস্কারাধার হৃদয়াখ্য মন। সঙ্কল্পাত্মক মন জ্ঞান ইচ্ছা আদি ভাব লইয়া হয়। উক্ত অহংকারের বা অস্মিতার ছাপই জ্ঞান; এবং ক্রিয়াশক্তির অভিমানযোগই ইচ্ছা-কৃতি* আদি ভাব। 'আমি করিব' মানে 'আমি ক্রিয়াশক্তিমান্ হইব' ইত্যাদি। অতএব অহঙ্কার (অহঙ্কার বা অস্মিতা বলিলে বুদ্ধ্যাদি তিন মূল অন্তঃকরণই বুঝায়, কারণ উহারা কার্য্য-কারণরূপে পরস্পর মিলিত) হইতে জ্ঞান-চেষ্টা-ধৃতি-আত্মক যে সঙ্কল্পক ইন্দ্রিয় মন, তাহা উৎপন্ন হয়।

বাহ্য ইন্দ্রিয়গণও অস্মিতা হইতে হয়। কারণ, তাহারা আমিত্বের এক এক অঙ্গস্বরূপ। অস্মিতার এক এক ব্যূহ এক এক ইন্দ্রিয়। শব্দাদি জ্ঞান আমিত্বের উপর ছাপ, আর সেই ছাপ গ্রহণ করার দ্বার কর্ণাদি ইন্দ্রিয়। সুতরাং মানসিক অস্মিতা হইতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের অস্মিতা স্থূলতর। কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ সেইরূপ চালক অভিমান এবং প্রাণশক্তি সেইরূপ বিধারক অভিমান।

অভিমানসম্বন্ধে কারিকা যথা—

অভিমানোঽহংকার স্তস্মাদ্ দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ।
একাদশকশ্চ গণঃ তন্মাত্রঃ পঞ্চকশ্চৈব ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—অভিমানঃ অহংকারঃ (অহংকার অভিমানধর্ম্মক) তস্মাৎ দ্বিবিধঃ সর্গঃ প্রবর্ত্ততে (তাহা হইতে দ্বিবিধ সর্গ হয়) একাদশকঃ চ গণঃ তন্মাত্রপঞ্চকঃ চ (যথা—একাদশ ইন্দ্রিয়গণ এবং তন্মাত্রপঞ্চক প্রবর্ত্তিত হয়)। ২৪।

অভিমান যখন গ্রাহ্যীভূত হয়, তখনই তাহা শব্দাদি তন্মাত্র হয়।

* ইচ্ছা অর্থে মনোরথ করা। কেবল তাহার দ্বারা হস্তপদাদি সচল হয় না। ইচ্ছার পর কৃতি হইলে তদ্দ্বারা হস্তাদি সচল হয়। এই সকলের বিশেষ বিবরণ কাপিলাশ্রম হইতে প্রকাশিত সাংখ্যতত্ত্বালোক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

শব্দাদিরা যে অভিমানাত্মক এবং অভিমান-প্রতিষ্ঠিত, তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। তন্মাত্রসকল সূক্ষ্ম শব্দাদিধর্ম্মক বস্তু। তাহারা প্রচিত হইলে স্থূল শব্দাদি গুণ হয়। স্থূলশব্দাদিগুণাত্মক বস্তুসকলই আকাশাদি পঞ্চভূত। পঞ্চভূতের আর তত্ত্বান্তর-পরিণাম নাই। ঘট-পটাদি ভৌতিক দ্রব্য ভূতসকলেরই পরিচ্ছিন্ন রূপ। উহাদের গুণ স্থূল শব্দাদি, সুতরাং উহারা ভূত-তত্ত্ব হইতে পৃথক্ নহে। তন্মাত্র হইতে ভূতোৎপত্তিবিষয়ে কারিকা যথা—

তন্মাত্রাণ্যবিশেষা স্তেভ্যো ভূতানি পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ।
এতে স্মৃতা বিশেষাঃ শান্তা ঘোরা মূঢ়াশ্চ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—তন্মাত্রাণি অবিশেষাঃ, তেভ্যঃ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চ ভূতানি। এতে শান্তাঃ ঘোরাঃ মূঢ়াঃ চ বিশেষাঃ স্মৃতাঃ। ৩৮।

অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্রেরা অবিশেষ। সেই পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়। ভূতসকল বিশেষ, আর তাহারা শান্ত বা সুখকর, ঘোর বা দুঃখকর এবং মূঢ় বা মোহকর। অবিশেষ অর্থে শব্দ-স্পর্শাদি গুণের যে ষড়্জ-ঋষভাদি অসংখ্য ভেদ আছে, তদ্রহিত। সুতরাং তাহারা শান্ত, ঘোর ও মূঢ় নহে। সুখ, দুঃখ ও মোহ বিশেষ বিশেষ শব্দাদিগুণ হইতে উৎপন্ন হয়। অবিশেষ, একরস শব্দাদিগুণ হইতে সুখদুঃখাদি হয় না।

গুণানুযায়ী বিকার-বিভাগ। এইরূপে মূলকারণ হইতে বিকারসকল হইয়া থাকে। অতঃপর তাহাদের গুণানুযায়ী বিভাগ দেখান যাইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যাহা অপেক্ষাকৃত অধিক প্রকাশশীল, তাহা সাত্ত্বিক; যাহা অপেক্ষাকৃত অধিক ক্রিয়াশীল, তাহা রাজস, এবং যাহা অপেক্ষাকৃত অধিক স্থিতিশীল, তাহা তামস। এইরূপ লক্ষণ অনুসারেই গুণানুযায়ী বিভাগ করিতে হয়।

সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ।

ভূতাদেস্তন্মাত্রঃ স তামস স্তৈজসাদুভয়ম্॥ কারিকা। ২৫।

অন্বয়ঃ—বৈকৃতাৎ অহঙ্কারাৎ (বৈকৃত অহঙ্কার হইতে) সাত্ত্বিকঃ একাদশকঃ (সাত্ত্বিক একাদশ গণ) প্রবর্ত্ততে। তন্মাত্রঃ ভূতাদেঃ (ভূতাদি অহঙ্কার হইতে তন্মাত্রগণ হয়) স তামসঃ (তাহা তামস), তৈজসাৎ উভয়ং (রাজস অহঙ্কার হইতে উভয়বিধ ভূতেন্দ্রিয় হয়)। ২৫।

অর্থাৎ বৈকৃত নামক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যাহা প্রকাশ, সেই প্রকাশগুণ উৎপন্ন হয়। ইহা সাত্ত্বিক। তৈজস নামক রাজস অহঙ্কারের চেষ্টা হইতে ভূতের ও ইন্দ্রিয়ের (জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের) চেষ্টা উৎপন্ন হয়। আর ভূতাদি নামক তামস অহঙ্কারের প্রাধান্যে তন্মাত্রবর্গ উৎপন্ন হয়।

তন্মাত্রগণ গ্রাহ্যীভূত অহংকার, সুতরাং করণের তুলনায় প্রকাশগুণের অল্পতাযুক্ত। তাই তাহাদিগেতে তামস অহংকারের প্রাধান্য। তাহাদের তুলনায় করণসকলে প্রকাশগুণের আধিক্য থাকাতে ইন্দ্রিয়গণে সাত্ত্বিক অভিমানের প্রাধান্য।

এই গুণানুসারী বিভাগ আরও সূক্ষ্ম ও বিস্তৃতভাবে বুঝা উচিত।

প্রথমে অন্তঃকরণ ধরিলে, তন্মধ্যে অতি-প্রকাশশীল বুদ্ধিসত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব সাত্ত্বিক, ক্রিয়াশীল অহংকার রাজস এবং হৃদয়াখ্য সংস্কারাধার * মন তামস।

সঙ্কল্পক মন ধরিলে তন্মধ্যস্থ প্রখ্যা বা জ্ঞানসকল সাত্ত্বিক; ইচ্ছাদি চেষ্টাসকল (প্রবৃত্তি) রাজস; আর সংস্কারসকল (স্থিতি-ভাব) তামস।

বাহ্যেন্দ্রিয়বর্গ ধরিলে জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল সাত্ত্বিক, কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল রাজস

---

* সমস্ত সংস্কারের আধার মৌলিক মন, "যতো নির্যাতি বিষয়ঃ যস্মিংশ্চৈব বিলীয়তে। হৃদয়ং তদ্বিজানীয়াৎ মনসঃ স্থিতিকারণম্॥ সঙ্কল্পক মন ইন্দ্রিয়ের চালক;

এবং প্রাণশক্তিসকল তামস। এই তিন ইন্দ্রিয়বর্গের প্রত্যেক বর্গ এবং ভূতসকল পৃথক্ করিয়া ধরিলে এইরূপ বিভাগ হইবে।

	সাত্ত্বিক	সাত্ত্বিক-রাজস	রাজস	রাজস-তামস	তামস
জ্ঞানেন্দ্রিয়—	কর্ণ	ত্বক্	চক্ষু	জিহ্বা	নাসা
কর্ম্মেন্দ্রিয়—	বাক্	পাণি	পাদ	পায়ু	উপস্থ
প্রাণ——	প্রাণ	উদান	ব্যান	অপান	সমান
তন্মাত্র—	শব্দতন্মাত্র	স্পর্শতন্মাত্র	রূপতন্মাত্র	রসতন্মাত্র	গন্ধতন্মাত্র
ভূত—	আকাশভূত	বায়ুভূত	তেজোভূত	অব্ ভূত	ক্ষিতিভূত

এই সমস্ত বস্তুর লক্ষণসকল স্মরণ করিলে বুঝা যায় যে, উহাদের মধ্যে সাত্ত্বিকবর্গীয় বস্তুসকলে অপেক্ষাকৃত প্রকাশগুণের উৎকর্ষ, রাজসবর্গে ক্রিয়াগুণের উৎকর্ষ এবং তামসবর্গে স্থিতিগুণের উৎকর্ষ। কিঞ্চ কর্ণ, বাক্, প্রাণ ও শব্দ এই বর্গের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অন্যান্য বর্গের বস্তুদেরও ঐরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সুতরাং এই বিভাগে বাস্তবিক মৌলিক একত্ব আছে। এবিষয়ের বিশেষ বিবরণ সাংখ্যতত্ত্বালোক ও সাংখ্যীয় প্রাণতত্ত্বে দ্রষ্টব্য। গুণসকলের পরস্পর মিশ্রণে যে পঞ্চবিধ বস্তু উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে শাস্ত্র যথা—

অন্যোন্যব্যতিসক্তাশ্চ ত্রিগুণাঃ পঞ্চধাতবঃ। (মহাভারত)

অর্থাৎ তিনগুণ পরস্পর মিশ্রিত হইয়া পঞ্চভূত উৎপাদন করে। তন্মধ্যে একটী সত্ত্বপ্রধান, একটী রজঃপ্রধান এবং একটী তমঃপ্রধান হয়, আর ঐ তিনের সন্ধিভূত দুইটী বস্তু হয়।

পুরুষ ও প্রকৃতি হইতে বিকারসকল উৎপন্ন হওয়ার অনুলোমক্রম দেখান হইল।

ব্যক্তের মিলিতকার্য্য।

অতঃপর ব্যক্ত তত্ত্বসকলের মিলিত কার্য্য বিবৃত হইতেছে। কারিকা যথা—

সূক্ষ্মা মাতাপিতৃজাঃ সহ প্রভূতৈঃ ত্রিধা বিশেষাঃ স্যুঃ।
সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তা মাতাপিতৃজা নিবর্ত্তন্তে॥ ৩৯॥

অন্বয়ঃ—সূক্ষ্মাঃ (সূক্ষ্মশরীর), মাতাপিতৃজাঃ (আর মাতাপিতৃজ যে স্থূল শরীর) প্রভূতৈঃ সহ (ঘটপটাদি ভৌতিক দ্রব্যের সহিত) বিশেষাঃ স্যুঃ (বিশেষ নামে আখ্যাত হয়)। তেষাং সূক্ষ্মা নিয়তাঃ (তন্মধ্যে সূক্ষ্মশরীর নিয়ত) মাতাপিতৃজাঃ নিবর্ত্তন্তে (স্থূল শরীর অচিরস্থায়ী)। ৩৯।

অর্থাৎ, ব্যক্ততত্ত্বসকলের ত্রিবিধ বিশেষ বা মিলিত অবস্থা। তাহারা যথা—সূক্ষ্মশরীর, স্থূলশরীর বা মাতাপিতৃজ শরীর এবং প্রভূত, অর্থাৎ ঘটপটাদি অসংখ্য ভৌতিক দ্রব্য। শরীরের মধ্যে সূক্ষ্মশরীর নিয়ত বা অপেক্ষাকৃত স্থায়ি—আর স্থূলশরীর অচিরস্থায়ী।

সূক্ষ্মশরীর। সূক্ষ্মশরীর অর্থে আতিবাহিক শরীর বা যে শরীর লইয়া প্রাণী স্বর্গ ও নিরয়-লোকে অবস্থান করে। ইহা লিঙ্গশরীর নহে। কারণ, কারিকায় ইহাকে বিশেষ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে এবং পরে বলা হইয়াছে যে, বিশেষ বিনা লিঙ্গ থাকিতে পারে না। বস্তুত দৈব ও নারক-শরীর তান্মাত্রিকশরীর নহে; তাহারা স্থূলশরীরের ন্যায় ভৌতিকশরীর, কিন্তু অতি সূক্ষ্ম যেহেতু সেই শরীরের দ্বারা সুখ, দুঃখ ও মোহ ভোগ হয়। তন্মাত্র সুখাদি-হীন। তন্মাত্রসংগৃহীত যে বক্ষ্যমাণ লিঙ্গশরীর, তাহা নিরুপভোগ বা ভোগরহিত।

লিঙ্গ। মহৎতত্ত্ব হইতে তন্মাত্র পর্য্যন্ত অষ্টাদশ দ্রব্যের মিলিত অবস্থার নাম লিঙ্গ বা লিঙ্গ-শরীর। লিঙ্গ অর্থে চিহ্ন। অথবা, যাহা লয় হয় তাহাই লিঙ্গ। শরীর অর্থে যাহা শীর্ণ হয়, মহদাদিরা লয় হয় বলিয়া লিঙ্গ এবং মরণ জনন আদিতে শীর্ণতা বা অসঙ্কোচ-সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয় বলিয়া শরীর।

বস্তুত করণ শক্তিসকলই লিঙ্গশরীর। স্থূলের সহিত তাহাদের সম্বন্ধের হেতু তন্মাত্র। কারণ, তন্মাত্র ব্যবসায় ও ব্যবসেয় এই দুইয়ের সন্ধিস্থল। তদ্দ্বারাই ইন্দ্রিয়-শক্তিসকল স্থূল শরীরের সহিত সম্বদ্ধ হয়। স্থূলশরীরাংশের সহিত আধ্যাত্মিক শক্তিস্বরূপ করণগণ যে স্থলে সম্বদ্ধ হইয়াছে, তথায় তন্মাত্র অবস্থিত। তন্মাত্রসকল অণু-স্বরূপ বলিয়া তাহাদের অবয়ব বা দেশব্যাপ্তি স্ফুট নহে, সুতরাং তাহারা ক্রিয়াত্মক কালব্যাপী জ্ঞানস্বরূপ। সাধারণ শব্দজ্ঞান অনেকটা এইরূপ কালব্যাপি জ্ঞান।

ক্রিয়াত্মক করণসকলও ঐরূপ ক্রিয়াময়, সুতরাং অদেশব্যাপী ভাব। এই সাদৃশ্যে তন্মাত্রগণ ও করণসকল মিলিত হয়। ফলে তন্মাত্রের অর্দ্ধেক ব্যবসায় ও অর্দ্ধেক ব্যবসেয়। তজ্জন্য তন্মাত্রকেও লিঙ্গশরীরের অন্তর্গত ধরা হয়। সূত্র যথা—সপ্তদশৈকং লিঙ্গম্। ৩।৯।

অর্থাৎ মহৎ, অহং, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র এই অষ্টাদশ বস্তুর মিলিত ভাবের নাম লিঙ্গ-শরীর। "একীভূত সপ্তদশ পদার্থ লিঙ্গ" এইরূপ যে অর্থ করা হয় তাহা অসমীচীন।

কারিকা যথা—পূর্ব্বোৎপন্ন মসক্তং নিয়তং মহদাদি-সূক্ষ্মপর্য্যন্তম্।
সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্॥ ৪০॥

অন্বয়ঃ—লিঙ্গং (লিঙ্গশরীর) পূর্ব্বোৎপন্নম্ অসক্তং, মহদাদি-সূক্ষ্ম-পর্য্যন্তম্ ভাবৈঃ অধিবাসিতং (ধর্ম্মাদি অষ্টভাবের দ্বারা সংস্কৃত) (তচ্চ) নিরুপভোগং সংসরতি (তাহা একাকী ভোগসাধনে অসমর্থ হয় এবং শরীরান্তর গ্রহণ করিতে থাকে)। ৪০।

অর্থ—লিঙ্গশরীর পূর্ব্বোৎপন্ন, অসক্ত, নিয়ত, মহৎ হইতে তন্মাত্র পর্য্যন্ত বস্তুর দ্বারা নির্ম্মিত, নিরুপভোগ এবং ধর্ম্মাদি ভাবের দ্বারা অধিবাসিত। এইরূপ লিঙ্গ-শরীরই সংসরণ করে অর্থাৎ শরীরসকলকে ধারণ ও ত্যাগ করিতে থাকে।

পূর্ব্বোৎপন্ন অর্থে সূক্ষ্ম ও স্থূল-শরীরের পূর্ব্বে উৎপন্ন। অসক্ত—কোন এক শরীরের সহিত সঙ্গরহিত অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার শরীর ধারণে সমর্থ। নিয়ত—চিরকালস্থায়ী। যত দিন না মোক্ষ হয়, তত দিন লিঙ্গ থাকে। তন্মাত্রের দ্বারা সংগৃহীত মহদাদিকরণই লিঙ্গশরীর। নিরুপভোগ—লিঙ্গশরীরের দ্বারা ভোগ নিষ্পন্ন হয় না। কারণ, তাহা শুদ্ধ করণশক্তি-স্বরূপ। স্থূল বা সূক্ষ্মশরীরের দ্বারাই ইহলোকে ও পরলোকে কর্ম্মফলের ভোগ হইয়া থাকে। সুখ এবং দুঃখই কর্ম্মের ভোগফল। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য এবং অনৈশ্বর্য্য এই অষ্টবিধ সংস্কারের নাম ভাব। লিঙ্গ ইহাদের দ্বারা অধিবাসিত অর্থাৎ এই সকল সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত। ধর্ম্মাদি ভাব পরে ব্যাখ্যাত হইবে।

এইরূপ লিঙ্গ-শরীরই সংসৃত হয় বা স্থূল ও সূক্ষ্ম কর্ম্মশরীর বা উপভোগশরীর ধারণ করিতে থাকে।

চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থাণ্বাদিভ্যো যথা বিনা ছায়া।
তদ্বদ্বিনা বিশেষৈর্ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—যথা আশ্রয়ম্ ঋতে চিত্রং, স্থাণ্বাদিভ্যঃ বিনা যথা ছায়া, তদ্বৎ বিশেষৈঃ বিনা (ইহলৌকিক বা পারলৌকিক শরীর বিনা) লিঙ্গং নিরাশ্রয়ং ন তিষ্ঠতি। ৪১।

অর্থাৎ—যেমন প্রাচীর-পটাদি আশ্রয় ব্যতিরেকে চিত্র থাকিতে পারে না, স্থাণু (খুটী) আদি ব্যতিরেকে যেমন ছায়া থাকিতে পারে না, সেইরূপ বিশেষ বিনা বা পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম ও স্থূলশরীর বিনা, লিঙ্গশরীর থাকিতে পারে না। লিঙ্গ করণ-শক্তি-স্বরূপ; সুতরাং তাহার ক্রিয়ার জন্য ব্যবহারিক (পাঞ্চভৌতিক) আশ্রয় চাই (কারণ দ্রব্য ব্যতীত ক্রিয়া হয় না)। উক্ত দ্বিবিধ শরীরই সেই আশ্রয়। লিঙ্গ-শক্তির দ্বারাই শরীর নির্ম্মিত ও বিধৃত হয় এবং তদ্দ্বারাই তাহার ক্রিয়া ও

ভোগ নিষ্পন্ন হয়। শরীর না ঘটিলে লিঙ্গ লীন হয়। প্রলয়কালে বাহ্য-বস্তুর অভাবে শরীরধারণ করিতে অসমর্থ হওয়াতে লিঙ্গসকল লীন হইয়া থাকে, পরে সর্গকালে পুনরুদিত হয়।

পুরুষার্থহেতুকমিদং নিমিত্তনৈমিত্তিক-প্রসঙ্গেন।
প্রকৃতের্বিভুত্বযোগান্ নটবদ্ ব্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গম্॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—ইদং লিঙ্গং পুরুষার্থহেতুকং নিমিত্ত-নৈমিত্তিকপ্রসঙ্গেন প্রকৃতেঃ বিভুত্ব-যোগাৎ নটবৎ ব্যবতিষ্ঠতে। ৪২।

অর্থ—লিঙ্গ পুরুষার্থরূপ হেতুতে, নিমিত্তের এবং নৈমিত্তিকের সহযোগে আর প্রকৃতির বিভুত্ব-যোগ হইতে নটের মত নানারূপ ধারণ করত অবস্থিত আছে।

লিঙ্গের যে প্রবৃত্তি, তাহার দ্বিবিধ বিষয় (অর্থ) দেখা যায়—(১) শব্দাদি বিষয় অবধারণ করিয়া সুখ-দুঃখ ভোগ। (২) প্রকৃতি ও পুরুষের ভিন্নতা অবধারণ করিয়া শব্দাদি বিষয় ত্যাগ। অর্থাৎ বিষয় ভোগের দিকে প্রবৃত্তি এবং শান্তির বা বিষয়নিরোধের দিকে প্রবৃত্তি। এই দ্বিবিধ প্রবৃত্তি ছাড়া আর অন্য কোনও কার্য্য লিঙ্গের নাই ও হইতে পারে না। করণশক্তিসকলের ঐ দ্বিবিধ কার্য্য দেখা যায় বলিয়া ঐ দুই পুরুষার্থের জন্যই তাহাদের প্রবৃত্তি, এরূপ বলিতে হইবে। ঐ দুই অর্থ সাধিত হইয়া গেলে আর লিঙ্গের প্রবৃত্তিজনিত ব্যক্ততা থাকে না, তাহা তখন অব্যক্তে প্রলীন হয়।

পুরুষার্থ হইল লিঙ্গের ব্যক্ততার মূল হেতু। সহকারী হেতু—নিমিত্ত ও নৈমিত্তিকের সহিত প্রসক্তি বা সহযোগ। নিমিত্ত অর্থে "ভাব" বা ধর্ম্ম, জ্ঞান আদি অষ্ট কর্ম্মসংস্কার। সংস্কার দ্বিবিধ—কর্ম্মাশয় ও বাসনা (যোগদর্শনের ২।১৩ সূত্র দ্রষ্টব্য)। সেই সংস্কারের দ্বারা অধিবাসিত হইয়াই লিঙ্গ প্রবর্ত্তিত হয়। ঐ সংস্কারসকল না থাকিলে লিঙ্গ প্রলীন হয়।

যেমন নট উপযুক্ত উপকরণ পাইলে, অসংখ্য প্রকার রূপ ধারণ

করিতে পারে, সেইরূপ লিঙ্গও দৈব বা মানুষ বা তির্য্যগ্যোনি অসংখ্য শরীর ধারণ করিয়া থাকে। স্বকারণ প্রকৃতির অমেয়তা হইতেই তাহা অসংখ্য রূপ ধারণ করিতে পারে। গুণত্রয়ের তারতম্য অনুসারেই করণসকলের ভেদ হয়। সেই তারতম্য অসংখ্য প্রকারের হইতে পারে, তাহাতে লিঙ্গও অসংখ্য প্রকারের অসংখ্য শরীর ধারণ করিতে সমর্থ হয়। নৈমিত্তিক অর্থে শরীরসকল।

ধর্ম্মাদি 'ভাব' এবং লিঙ্গ ইহাদের অবিনাভাবী সম্বন্ধ। কারিকা যথা—

ন বিনা ভাবৈ র্লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনির্ব্বৃত্তিঃ।
লিঙ্গাখ্যো ভাবাখ্যস্তস্মাদ্দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ॥ ৫২॥

অন্বয়ঃ—ভাবৈঃ বিনা ন লিঙ্গং, লিঙ্গেন বিনা ন ভাব-নির্ব্বৃত্তিঃ। তস্মাৎ লিঙ্গাখ্যঃ ভাবাখ্যঃ দ্বিবিধ সর্গঃ প্রবর্ত্ততে। ৫২।

অর্থ—লিঙ্গ বা করণশক্তিব্যতীত ধর্ম্মাদি 'ভাব" নির্ব্বৃত্ত বা নিষ্পন্ন হয় না। সেইরূপ ধর্ম্মাদি ভাব না হইলেও লিঙ্গ থাকিতে পারে না। কারণ, কার্য্যব্যতীত শক্তি ব্যক্ত থাকে না এবং শক্তিব্যতীত কার্য্যও হয় না। লিঙ্গ শক্তিস্বরূপ, ধর্ম্মাদি তাহার কার্য্য বা ক্রিয়াজনিত সংস্কার। অতএব, লিঙ্গাখ্য ও ভাবাখ্য এই দ্বিবিধ সর্গ বা সৃষ্টি সহভাবী। বীজাঙ্কুরের ন্যায় ইহারা অনাদি।

ধর্ম্মাদি ভাব। অতঃপর ধর্ম্মাদি ভাবের বিষয় বিবৃত হইতেছে। কারিকা যথা—

সাংসিদ্ধিকাশ্চ ভাবাঃ প্রাকৃতিকা বৈকৃতিকাশ্চ ধর্ম্মাদ্যাঃ।
দৃষ্টাঃ করণাশ্রয়িণঃ কার্য্যাশ্রয়িণশ্চ কললাদ্যাঃ॥ ৪৩॥

অন্বয়ঃ—ধর্ম্মাদ্যাঃ ভাবাঃ সাংসিদ্ধিকাঃ প্রাকৃতিকাঃ (ধর্ম্মাদি ভাব যাহারা সাংসিদ্ধিক তাহাদেরই নাম প্রাকৃতিক) বৈকৃতিকাঃ চ (আর তাহারা বৈকৃতিক)। করণাশ্রয়িণঃ দৃষ্টাঃ (উহারা করণাশ্রয়ী তাহা

দেখান হইয়াছে) কললাদ্যাঃ চ কার্য্যাশ্রয়িণঃ (কললাদিরা কার্য্যা-শ্রয়ী)। ৪৩।

অর্থ:—ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য এবং অনৈশ্বর্য্য এই অষ্টপ্রকার পদার্থ 'ভাব' বা বুদ্ধির (অন্তঃকরণের) রূপ। ইহারা দ্বিবিধ,* প্রাকৃতিক এবং বৈকৃতিক। তন্মধ্যে সাংসিদ্ধিক ভাবই প্রাকৃত। এই ধর্ম্মাদি ভাবসকল যে করণকে বা অন্তঃকরণকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহা দৃষ্ট হইয়াছে। আর কললাদি ভাব কার্য্যকে বা শরীরকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অর্থাৎ কলল, বুদ্বুদ, মাংস, পেশী, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, শোণিত আদি ভাব এবং বাল্য, কৌমার, যৌবন, জরা, মরণ আদি ভাব, এই ভাবসকল কার্য্যরূপ শরীরকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

তন্মধ্যে যাহা সাংসিদ্ধিক ধর্ম্মাদি, অর্থাৎ যাহারা জন্মের সহিত উৎপন্ন, তাহারাই প্রাকৃতিক। যেমন পরমর্ষি কপিলের ধর্ম্ম-জ্ঞানাদি। আর যাহা শিক্ষা ও আচরণরূপ নিমিত্তের দ্বারা ইহ জীবনে উৎপন্ন হয়, তাহাদের সংজ্ঞা বৈকৃতিক। এস্থলে প্রাকৃত অর্থে যাহা পূর্ব্ব-সংস্কার-রূপে করণের প্রকৃতিস্বরূপ হইয়াছে। আর বৈকৃতিক অর্থে যাহা করণকে বিকার করাইয়া বা নূতন দৃষ্ট চেষ্টার দ্বারা পরিণামিত করাইয়া উৎপন্ন হয়।

ধর্ম্ম। ধর্ম্ম অর্থে দয়া, দান, যম ও নিয়ম (গৌড়পাদ আচার্য্য) অর্থাৎ দয়া, দান, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধান এই দ্বাদশ কর্ম্মই ধর্ম্ম-কর্ম্ম। জ্ঞান অর্থে মুখ্যত বিবেক-জ্ঞান।

* গৌড়পাদাচার্য্য বলেন—সাংসিদ্ধিক, প্রাকৃতিক ও বৈকৃত এই ত্রিবিধ। কিন্তু তাঁহার উদাহরণ বিশদ নহে। বাচস্পতি মিশ্র প্রাকৃত ও বৈকৃত এই দ্বিবিধ বলেন। উহাই সমীচীন বিভাগ।

পরন্তু প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই উভয় মার্গ-সম্বন্ধীয় প্রজ্ঞাই জ্ঞান। ব্যবহারিক জ্ঞান ও পারমার্থিক জ্ঞান এই উভয়বিধ জ্ঞানই জ্ঞান শব্দের অন্তর্গত। বৈরাগ্য—সমস্ত বিষয়ে আসক্তি-হীন মনোভাব। ঐশ্বর্য্য অর্থে ইচ্ছার অবিঘাত, অর্থাৎ যেরূপ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ইষ্ট বিষয় সিদ্ধ হয়, তাহাই ঐশ্বর্য্য। ইহাও দ্বিবিধ—মুখ্য ও গৌণ। যোগৈশ্বর্য্য মুখ্য এবং লৌকিক ঐশ্বর্য্য (যে গুণযুক্ত ইচ্ছার দ্বারা সাধারণ লোকের অল্পাধিক ইষ্টসিদ্ধি হয়, তাহা) গৌণ।

অধর্ম্ম। অধর্ম্ম ধর্ম্মের বিপরীত। নির্দ্দয়তা, কৃপণতা, হিংসা, অসত্য, স্তেয়, ইন্দ্রিয়পরায়ণতারূপ অব্রহ্মচর্য্য, পরিগ্রহ পরায়ণতা, অশুচিতা, অসন্তোষ, অতপস্যা বা বিলাসিতা অস্বাধ্যায় এবং অনীশ্বরগুণসম্পন্ন বিষয়ের চিন্তা এই সকলই অধর্ম্ম।

অজ্ঞান অর্থে অযথার্থ জ্ঞান। তাহারা যথা—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ (ইহাদের বিবরণ অগ্রে এবং যোগদর্শনে দ্রষ্টব্য)।

রাগ দ্বিবিধ; বোধরূপ এবং প্রবৃত্তিরূপ। বোধরূপ রাগ অজ্ঞানের অন্তর্গত এবং প্রবৃত্তিরূপ রাগই অবৈরাগ্য। অনৈশ্বর্য্য অর্থে যেরূপগুণযুক্ত ইচ্ছার বিঘাত হয়, অর্থাৎ যাহার দ্বারা ইষ্টসিদ্ধি হয় না, তাদৃশ ইচ্ছা।

প্রত্যেক অনুভূতির সংস্কার অন্তঃকরণে আহিত হয়। উপরিউক্ত ধর্ম্মাধর্ম্মাদি (ধর্ম্মজ্ঞানাদি চারি ভাব ধর্ম্ম বলিয়াই কথিত হয় এবং অধর্ম্মাদি চারিভাব অধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়) কর্ম্মের অভ্যাস হইতে যে অনুভূতি হয়, তাহার সংস্কার সকল সঞ্চিত হইয়া অন্তঃকরণকে সংস্কৃত করে। এই সংস্কারসমূহই ধর্ম্মাদি ভাব। লিঙ্গের সমগ্র কার্য্য ঐ সকলের জানন, করণ ও ধারণ। উহারা ছাড়া আর লিঙ্গের কর্ম্ম নাই।

বুদ্ধির অষ্ট রূপ। অন্তঃকরণের ধর্ম্মাদি অষ্টবিধ রূপ এই কারিকায় উক্ত হইয়াছে—

অধ্যবসায়ো বুদ্ধি ধর্ম্মোজ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্য্যম্।
সাত্বিকমেতদ্রূপম্ তামসমস্মাদ্বিপর্য্যস্তম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—বুদ্ধিঃ অধ্যবসায়ঃ (বুদ্ধি অধ্যবসায়ধর্ম্মক), ধর্ম্মঃ জ্ঞানং বিরাগঃ ঐশ্বর্য্যম্—এতৎ সাত্বিকং রূপং (ইহারা সাত্বিক রূপ) তামসম্ অস্মাৎ বিপর্য্যস্তং (তামস ইহা হইতে বিপরীত)। ২৩।

অর্থ—অধ্যবসায় বা নিশ্চয়ধর্ম্মক বস্তু বুদ্ধি। তাহার রূপ (অর্থাৎ নিশ্চয় বা অনুভব হইতে উৎপন্ন যে সংস্কার, তদ্দ্বারা অভি-সংস্কৃত যে রূপ)—ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিরাগ ও ঐশ্বর্য্য এবং উহাদের বিপরীত অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য। এই আট রূপের মধ্যে ধর্ম্মাদি চারিটী সাত্বিক এবং অধর্ম্মাদি চারিটী তামস।

উহাদের মধ্যস্থিত ভাব রাজস হইবে। যথা—

সাত্বিক	রাজস	তামস
শুক্লধর্ম্ম বা দয়া, দান, যম, নিয়ম-রূপ বিশুদ্ধ ধর্ম্ম	যাগ যজ্ঞাদি অবিশুদ্ধ ধর্ম্ম	অধর্ম্ম
বিবেক জ্ঞান	লৌকিক জ্ঞান	অজ্ঞান
মোক্ষসাধক বৈরাগ্য	সাধারণ বৈরাগ্য	অবৈরাগ্য
যোগৈশ্বর্য্য	লৌকিক ঐশ্বর্য্য	অনৈশ্বর্য্য

অথবা ইহাদিগকে চিত্তের সংস্কার ধরিলে এইরূপ হইবে ঃ—

সাত্বিক	রাজস	তামস
নিষ্পন্ন ধর্ম্মের সংস্কার	ধর্ম্মাচরণের উদ্যমের সংস্কার	অধর্ম্মের সংস্কার
নিষ্পন্ন জ্ঞানের সংস্কার	জিজ্ঞাসার সংস্কার	অজ্ঞান-সংস্কার
নিষ্পন্ন বৈরাগ্য বা বিরাগ-সংস্কার	বিরাগসাধনের সংস্কার	অবৈরাগ্যসংস্কার
নিষ্পন্ন ঐশ্বরিকগুণসংস্কার	ঐশ্বর্য্যসাধনের সংস্কার	অনৈশ্বর্য্য-সংস্কার

এই সকলের ফল কারিকায় উক্ত হইয়াছে ; যথা :—

ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাদ্ ভবত্যধর্ম্মেণ।
জ্ঞানেন চাপবর্গো বিপর্য্যয়াদিষ্যতে বন্ধঃ ॥ ৪৪ ॥
বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ সংসারো ভবতি রাজসাদ্ রাগাৎ।
ঐশ্বর্য্যাদবিঘাতো বিপর্য্যয়াৎ তদ্‌বিপর্য্যাসঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয় :—ধর্ম্মেণ ঊর্দ্ধং গমনম্ (ভবতি) অধর্ম্মেণ অধস্তাৎ গমনং ভবতি, জ্ঞানেন চ অপবর্গঃ বিপর্য্যয়াৎ বন্ধঃ ইষ্যতে। ৪৪।

অন্বয় :—বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ রাজসাৎ রাগাৎ সংসারঃ ভবতি। ঐশ্বর্য্যাৎ অবিঘাতঃ (ইচ্ছার অবিঘাত হয়), বিপর্য্যয়াৎ (ঐশ্বর্য্যের বিপরীত অনৈশ্বর্য্য হইতে) তদ্বিপর্য্যাসঃ (তাহার বিপর্য্যাস বা ইচ্ছার বিঘাত হয়)। ৪৫।

অর্থ—ধর্ম্মের দ্বারা ঊর্দ্ধে গমন হয় (এবং তজ্জনিত সুখলাভ হয়)। অধর্ম্মের দ্বারা অধোগতি হয়। বিবেকরূপ মুখ্য জ্ঞানের দ্বারা অপবর্গ বা মোক্ষ হয়। বিপর্য্যয় বা অজ্ঞান হইতে বন্ধ হয়। বৈরাগ্যের দ্বারা প্রকৃতিলয় হয় * (যোগদর্শন ১।১৯ সূ)। রাজস বা বৈষয়িক

* পুরুষতত্ত্বের জ্ঞানহীন বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্ত প্রকৃতিতে অবচ্ছিন্ন কালের জন্য লীন হয়। সেই চিত্ত বৈরাগ্য-সংস্কারের মন্দীভাবে পুনরুত্থিত হয়। সাংখ্যসূত্র যথা—'ন কারণলয়াৎ কৃতকৃত্যতা মগ্নবদুত্থানাৎ।' (৩।৫৪) অর্থাৎ প্রকৃতিতে বিবেকহীন চিত্তলয় হইলে কৃতকৃত্যতা হয় না, তাহাতে মগ্ন ব্যক্তির পুনরুত্থানের ন্যায় পুনরুত্থান হয়। ইহা এক প্রকার প্রকৃতিলয়, অপরবৈরাগ্যের দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয়। পরবৈরাগ্যের দ্বারাও (বিবেকপূর্ব্বক) চিত্তের প্রকৃতিলয় হয়। তাহাতে আর পুনরুত্থান হয় না। তাহাই কৈবল্যমোক্ষ। প্রথম প্রকারের লয়ের পারিভাষিক সংজ্ঞা 'প্রকৃতি লয়' বা 'কারণলয়'। কারিকাতে যখন বৈরাগ্যের সমস্ত কার্য্য বলা উদ্দেশ্য, তখন ঐ দ্বিবিধ প্রকৃতিলয় কথিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সাধারণত প্রথম প্রকৃতিলয়ই এই কারিকার ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাত হয়।

রাগের দ্বারা সংস্থিতি হয়। ঐশ্বর্য্য হইতে ইচ্ছার অবিঘাত হয়। আর ঐশ্বর্য্যের বিপরীত অনৈশ্বর্য্য হইতে ইচ্ছার বিঘাত হয়। ইহার মধ্যে ধর্ম্মাদি চারিটীর ফল সুখ ও শান্তি, আর অধর্ম্মাদি চারটীর ফল দুঃখ এবং অশান্তি।

সংস্থিতি বা জন্মান্তর।

লিঙ্গশরীরের এই বিবরণের সহিত সংস্থিতি বা জন্মান্তর-বাদের অবিনাভাবী সম্বন্ধ। যদি চ প্রাগুক্ত দার্শনিক সিদ্ধান্তের দ্বারা জন্মান্তর-বাদ স্থাপিত হইয়াছে, তথাপি উহা সমস্ত সংগৃহীত করত স্পষ্ট করিয়া নিবদ্ধ করা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক বা অপ্রয়োজনীয় হইবে না।

১ম। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, আমাদের আত্মভাবের মূল প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ। প্রকৃতি ও পুরুষ অনাদি; যেহেতু তাহাদের আর কারণ নাই। সুতরাং তাহাদের সংযোগও অনাদি। সংযোগ অনাদি বলিয়া সংযোগোৎপন্ন লিঙ্গও অনাদি। লিঙ্গ অবচ্ছিন্ন-কাল যাবৎ এক শরীর ধারণ করে, সুতরাং লিঙ্গ অমেয় কাল হইতে অসংখ্য শরীর ধারণ করিয়াছে। অতএব শরীরধারণের পরম্পরা অনাদি। এবং যে কারণে শরীর ধারণ হয়, তাহা থাকিলে জন্মমরণপরম্পরা ভবিষ্যতেও চলিতে থাকিবে।

২য়। লিঙ্গ ও স্থূলদেহ পৃথক্ দ্রব্য। তাহাদের পৃথক্ত্ব পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। উহারা যে এক, তাহা কেহ দেখাইতে পারেন না। সুতরাং স্থূলদেহের নাশে লিঙ্গের নাশ নাই। অতএব লিঙ্গ পরেও শরীর ধারণ করিতে থাকিবে।

৩য়। স্থূলদেহধারণের পূর্ব্বকারণ লিঙ্গনামক শক্তি। তাই লিঙ্গ-শরীর স্থূলদেহ ধারণের পূর্ব্বেও থাকিবে। এইরূপে পূর্ব্বানুক্রমে লিঙ্গ অনাদি। স্থূলদেহের ভৌতিক মূল পিতৃবীজ। সেই অতিক্ষুদ্র দেহবীজে অতি অবিকসিত বোধ, চেষ্টা ও ধারণ-শক্তি থাকে।

তদ্দ্বারাই তাহার জীবন ধারণ ঘটে। সেই ক্ষুদ্র দেহাংশটী ক্রমশ সংখ্যায় বাড়িতে থাকে (সাংখ্যীয় প্রাণতত্ত্বে 'পাশ্চাত্য প্রাণবিদ্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ' নামক অংশ দ্রষ্টব্য)। সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কোষ সকল ক্রমশ সজ্জিত হইতে থাকে। সেই সজ্জীভূত হওয়ার জন্য অবশ্য এক উপরিস্থিত শক্তি * থাকিবে, যাহার দ্বারা সেই বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কোষসকল সজ্জীভূত হইয়া ক্রমশ এই শরীর হইবে। শরীর যে প্রকারের হয়, অবশ্য তাহার উদ্ভাবক শক্তিও সেইরূপ ছিল। বুদ্ধিমানের মস্তিষ্ক, অল্পবুদ্ধির মস্তিষ্ক প্রভৃতি অকারণে সহসা উৎপন্ন হয় না, কিন্তু সেই উপরিস্থিত শক্তিতে, সেই বিশেষসকল নিহিত থাকে বলিয়াই, তদনুসারে বিশেষ বিশেষ শরীর নির্ম্মিত হয়।

অতএব শরীরধারণের পূর্ব্ববর্ত্তী হেতু উপযুক্ত সংস্কারসম্পন্ন এক উপরিস্থিত শক্তি। উহাই ধর্ম্মাদি ভাবের দ্বারা অধিবাসিত লিঙ্গশক্তি। যাঁহারা পাশ্চাত্য প্রাণবিদ্যার দিক্ হইতে ইহা বুঝিতে চান, তাঁহাদের যদি ঐ বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি থাকে, তবে এই যুক্তি হৃদয়ঙ্গম হইবে। †

এ তিনটী এবিষয়ে নিশ্চায়ক যুক্তি। আত্মভাবের মূল অনাদিসিদ্ধ পদার্থ বলিয়া আত্মভাব অনাদি। শরীর ও মনের পৃথক্ত্বহেতু শরীরের

* On physiological grounds some power which acts from above may be reasonably postulated.

The Brain and its Use Cornhill Magazine. Vol. V.p. 42.

† এই জন্মান্তরবাদ যে সর্ব্বাপেক্ষা ন্যায়সঙ্গত, তাহা পাশ্চাত্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদেরও স্বীকার করিতে হয়। Hume বলেন যে metampsychosis বা জন্মান্তরবাদ "is the only anti-materialistic system that philosophy could harken to." Huxley এ বিষয়ে বলেন যে "there is nothing in the analogy of nature against it and very much to support it."

নাশে মনের নাশ এবং শরীরের উদ্ভবে মনের উদ্ভব হইতে পারে না। আর শরীরের উৎপত্তি-প্রক্রিয়া সূক্ষ্মরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে অবশ্যই স্বীকার্য্য হয় যে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী এক বিকাশোন্মুখ শক্তির দ্বারা ভাবিত হইতে হইতেই শরীর উৎপন্ন হয়; নচেৎ উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহারাই পূর্ব্বোক্ত যুক্তির সার।

অতঃপর এবিষয়ে যে সংশয় ও মতদ্বৈধ আছে, তাহার নিরাস করা যাইতেছে।

যাঁহারা বলেন যে "আত্মা দেহের সহিত ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট হইয়া অনন্তকাল থাকে"; তাঁহাদের এবিষয়ে মৌখিক কথা বা অন্ধ-বিশ্বাস ব্যতীত কোনও যুক্তি নাই। 'আত্মা কি', 'ঈশ্বর কি', 'কেন ঈশ্বর আত্মা করেন', 'কি দিয়া ঈশ্বর আত্মা করেন', ইত্যাদি বিষয় তাঁহারা অজ্ঞেয় বলেন। সুতরাং তাঁহাদের মত দার্শনিক বিচারক্ষেত্রে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। পরন্তু 'সৃষ্টপদার্থ অনন্তকাল থাকিবে' একথা নিতান্ত অসঙ্গত।

এক সর্ব্বশক্তিমান্ 'করুণাময়' সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর আত্মার স্রষ্টা হইলে, কেন পাপী আত্মা উৎপন্ন হইল—এবিষয়ে তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর হরেদরে সকলকে সমান করিয়া সৃজন করেন, পরে নিজের স্বাধীন কর্ম্মবশে লোক ভাল বা মন্দ হয়। ইহা অতীব অযুক্ত কথা। জন্ম হইতে পাপশীল ও পুণ্যশীল, দুঃখভাক্ ও সুখভাক্ প্রাণী যে উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে নিতান্ত সংকীর্ণ-বুদ্ধি ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের সংশয় হয় না। গোড়া হইতে যখন ঐরূপ ভেদ, তখন ঐ-বাদীদের স্রষ্টা ঈশ্বরের খাম-খেয়ালীত্বই প্রমাণ করে। তাদৃশ স্রষ্টা কখনও সর্ব্বজ্ঞ, করুণাময়, মঙ্গলময় ও সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে পারেন না। কারণ, তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইলে সৃষ্টির পূর্ব্বে জানিতেন যে "অমুক জীব যাহাকে সৃজন করিব, সে পাপী দুঃখী ইত্যাদি হইবে"। তাহা জানিয়া সর্ব্ব-

শক্ত ও মঙ্গলময় ঈশ্বর করুণাবশে কেন যে সেই আত্মার মধ্যে এমন একটু ভাল ভাব ঢুকাইয়া দিলেন না, যাহাতে সে পাপী ও দুঃখী না হয়? ফলে এই মত নিতান্তই অসঙ্গত। সিমিটিক (Semetic) জাতীয়দের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যুক্তিহীন অন্ধ-বিশ্বাস ঐরূপ। ভারতীয় ধর্ম্মমত (হিন্দু, বৌদ্ধ আদি) উহার বিরোধী। তন্মতে আত্মভাব অনাদি। আত্মভাব যে মূলত নিত্যপদার্থে নির্ম্মিত, তাহা পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে।

বৌদ্ধদর্শন অনুসারে এইরূপে জন্মান্তরবাদ সিদ্ধ হয়—

বৌদ্ধদের দর্শনে আত্মভাবের মৌলিক বিশ্লেষ নাই। তাঁহারা আত্মভাবকে বিজ্ঞায়মান ধর্ম্ম-সমষ্টিস্বরূপ দেখেন। সেই ধর্ম্মসকল উদয়শীল ও লয়শীল। ধর্ম্মস্কন্ধের উদয়ের ও লয়ের প্রবাহ চলিতেছে। জীবনকালে সেই প্রবাহের কতক অংশ দেখা যায়। সেই প্রবাহ মর-জীবনের পূর্ব্বে যে ছিল না এবং পরেও যে থাকিবে না, তাহা বলিবার কোনও হেতু নাই। কারণ, নিষ্প্রত্যয়ে বা নিষ্কারণে কিছুই হয় না। অকস্মাৎ যে এই আত্মভাবনামক ধর্ম্মসমষ্টি জন্মকালে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বলা অন্যায্য। আর, এই আত্মভাবের মধ্যে দুইপ্রকার ধর্ম্ম আছে। বিজ্ঞান, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বেদনা এই চতুর্বিধ আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম এবং রূপ নামক বাহ্য ধর্ম্ম। আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম যে বাহ্য ধর্ম্ম হইতে হইয়াছে বা বাহ্য ধর্ম্ম যে আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম হইতে হইয়াছে, তাহা বলার কোনও হেতু নাই। অতএব বাহ্য ও আধ্যাত্মিক ধর্ম্মস্কন্ধ প্রবাহরূপে অনাদিকাল হইতে চলিতেছে। এইরূপে বৌদ্ধদর্শন হইতেও ন্যায্যপ্রথায় জন্মপরম্পরা সিদ্ধ হয়।

আত্মা সৃষ্ট, ইহা যাঁহারা বিশ্বাস করেন, সেই বাদীরা আরও এই এক মহতী অযুক্ত কথা বলেন যে—কেবল মনুষ্যেরই অবিনশ্বর আত্মা আছে। পশ্বাদির আত্মা নাই। মনুষ্য ও পশুর

জ্ঞান, চেষ্টা ও ধৃতি এই তিন মৌলিক বৃত্তি সমান ভাবেই আছে। কেবল বিকাশের তারতম্য মাত্র তাহাদের ভেদ। নচেৎ তাহাদের শরীর, শরীরের উদ্ভব, বর্দ্ধন ও পোষণ মূলত মানবের সহিত অভিন্ন। তাহাদের জ্ঞান আছে, সুতরাং জ্ঞাতাও আছে। জ্ঞাতৃশূন্য এবং কর্তৃভাবশূন্য কোনও জ্ঞানমূলক চেষ্টা মানবের কল্পনার অতীত। কারণ, তাহার উদাহরণ মানব পাইতে পারে না। সুতরাং ঐ মত নিতান্ত অযুক্ত। *

ঐ মতাবলম্বীরা instinct নামক পদার্থের দ্বারা মানব ও পশুর ভেদ করেন। কিন্তু instinct অস্ফুট পদার্থ। Instinct অর্থে untaught ability বা অশিক্ষিত কর্ম্মকৌশল। তাহা যে মানব ও পশুর মধ্যে আছে, তদ্বিষয়ে কোন কথা নাই। কিন্তু instinct আসে কোথা হইতে, তাহাই, এবং instinct থাকে কোথা তাহাই বিচার্য্য। মানবের instinct মনে থাকে, সুতরাং পশুদের instinctও মনে থাকে। মন মানবেরও যেরূপ পুরুষ ও প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, পশুদের মনের পক্ষে যে তন্নিয়মের ব্যত্যয় হইবে, তাহা মনে করা বালোচিত অযুক্ততা। আর যাহাকে instinct বলা যায়, তাহাও হেতু হইতে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। যেমন ভয়। দুঃখ অনুভব হইলে তবেই সেই বিষয়ে ভয় হয়, ইহা দেখা যায়। সুতরাং ভয়নামক instinct যে পূর্ব্বানুভূত দুঃখের স্মৃতি হইতে হয়, তাহা স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ মরণভয় কেন হয়? মরণ ইহ জীবনে কেহ অনুভব করে নাই। কিন্তু ভয় দুঃখকর বিষয়ের অনুভব হইতেই হয়; সুতরাং মরণভয় পূর্ব্বানুভূত দুঃখকর মরণের অনুভূতি সূচিত

* প্রাচীন কোন কোন খৃষ্টমতাবলম্বীরা স্ত্রীলোকের পর্য্যন্ত Soul বা আত্মা নাই বলিতেন।

করে। পূর্ব্বে মরণ থাকিলে জন্মও ছিল, তাহা স্বীকার্য্য হয়।

এস্থলে জড়বাদীদের মতের পরীক্ষা করার অবকাশ নহে, কারণ, তাহাদের সহিত প্রাণীর জন্মান্তর লইয়া মতভেদ নহে, কিন্তু শরীর হইতে পৃথক্ প্রাণী লইয়াই মতভেদ। উহা তত্ত্বসিদ্ধি হইতে নিরাসিত হইয়াছে। অধিক কাপিলাশ্রমীয় যোগদর্শনের পরিশিষ্টে "মস্তিষ্ক ও স্বতন্ত্রজীব" এবং "পুরুষ বা আত্মা" প্রকরণে দ্রষ্টব্য। *

লিঙ্গের গতি। অতঃপর লিঙ্গশরীরের ঊর্দ্ধগতি ও অধোগতি-সম্বন্ধে এবং "বিশেষ"-সংজ্ঞক দেহের ধারণ-সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য। ঊর্দ্ধগতি অর্থে স্বর্লোকে গমন অথবা মনুষ্যের মধ্যে উৎকর্ষ। অধোগতি অর্থে নিরয়ে গমন বা ইহ-লোকে হীনতাপ্রাপ্তি ও তির্য্যক্ জন্মপ্রাপ্তি।

* অর্দ্ধশতাব্দ পূর্ব্বে জড়বাদের প্রসার ছিল। অধুনা উহা পাশ্চাত্যদের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা হতাদৃত হইয়া পরিত্যক্ত হইতেছে।

"The atom, formerly regarded as the indivisible unit has now been reduced to electrons. And what are electrons? Sir Oliver Lodge describes them as "merely peculiarities and Singularities of some kind in the ether and as regards the ether itself, he tells us that its force aspect is so singularly elusive, that it is a question whether we ought to speak of it as matter at all. Another authority Sir Joseph Thomson says, that the most natural view to take as a provisional hypothesis is that matter is a collection of positive and negative units of electricity. Material science having become so etherialised, it is not unnatural to find that idealism as opposed to materialism, a spiritual as opposed to a mechanical view of the universe, should once more be on the ascendant."

পরলোক। স্বর্গ ও নরক সূক্ষ্মলোক। যেরূপ পরিদৃশ্যমান স্থূললোক আছে, সেইরূপ সূক্ষ্মলোক যে থাকিবে, তাহা লোকসকলের উপাদানভূত পঞ্চভূতের স্বভাব হইতে সামান্যত অনুমিত হইতে পারে। অর্থাৎ ভৌতিক সৃষ্টি যে কেবল একই রকমের হইবে, তাহার নিয়ম নাই। যেমন বাহ্য বিষয় আছে, সেইরূপ মনোময় আভ্যন্তরিক বিষয়ও আছে। * স্বপ্নে এই বিষয় লইয়া মন ব্যবহার করে। তাদৃশ ব্যবহার্য্য বিষয় শুদ্ধ লিঙ্গরূপ শক্তি নহে, কিন্তু লিঙ্গ ও গ্রাহ্য এই উভয়ের মিশ্রীভূত ভাব। অর্থাৎ তাহাও স্থূল জগতের ন্যায় সূক্ষ্ম জগৎ। সাধারণ স্বপ্নে স্থূলের জড়তার দ্বারা মন পেটকবদ্ধের মত হইয়া কাল্পনিক বিষয় মাত্র লইয়া চেষ্টা করে। কিন্তু কচিৎ কচিৎ যথার্থ বস্তুর ও ঘটনার এবং ভবিষ্যৎ-ঘটনা-সম্বন্ধীয় স্বপ্নও হয়। স্থূলের দ্বারা অনিয়ত মন তাদৃশ সূক্ষ্মবিষয়যুক্ত হইলে যেরূপ ভাবে যথায় থাকে, তাহারই নাম পরলোক। তাদৃশ আত্মভাব স্বপ্নাবস্থার ন্যায় মনঃপ্রধান হইবে। কিন্তু শরীরের জড়তার দ্বারা নিয়মিত হইবে না। সঙ্কল্পই তখন প্রধান হইবে, কিন্তু স্বপ্নাবস্থার ন্যায় অধিকাংশ সঙ্কল্পই অলীক হইবে না। পরন্তু যথার্থ স্বপ্নের ন্যায় তাহার অধিকাংশ সঙ্কল্প যথার্থ হইবে। অর্থাৎ অবস্থাবিশেষে (দৈবভাবে) তাহাতে সঙ্কল্পসিদ্ধি হইয়া যথার্থ সুখ প্রদান করিবে এবং অবস্থা-বিশেষে (নারকভাবে) তাহাতে সঙ্কল্প অসিদ্ধ হইয়া যথার্থ দুঃখ

* Telepathy, clairvoyance প্রভৃতি অবস্থায় মন এই সূক্ষ্ম বিষয় ব্যবহার করে। শত শত ক্রোশ দূরে থাকিয়া একজন চিন্তা করিলে অন্যের মনে সেই চিন্তা উঠে, এইরূপ telepathy অধুনা প্রমাণিত সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তাদৃশ শব্দস্পর্শাদিই সূক্ষ্ম বিষয়। পারলৌকিক প্রাণী কেবল তাহাই ব্যবহার করে।

*

প্রদান করিবে। স্বপ্নে কখন কখন দূরস্থ বিষয়ের জ্ঞান হয় এবং ভবিষ্যতেরও জ্ঞান হয়। এক প্রকার পারলৌকিক শরীরে ঐরূপ শক্তি বর্দ্ধিত (উপযুক্ত কারণে) হইতে পারে; আর একপ্রকার পারলৌকিক শরীরে nightmare নামক দুঃস্বপ্নের অবস্থা বর্দ্ধিত হইতে পারে। ইহাই দৈব ও নারক দেহ। স্বপ্ন অচিরকাল-স্থায়ী এবং অপেক্ষাকৃত স্থায়ী স্থূলদেহের দ্বারা সঙ্কুচিত, সুতরাং স্থূল জীবনের তুলনায় স্বপ্ন অলীক। কিন্তু পারলৌকিক দেহ ঐরূপ সঙ্কুচিত না হওয়াতে তাহা ইহজীবনের ন্যায় আর এক জীবন। এইরূপে সামান্যত অনুমানের দ্বারা গ্রাহ্য ও গ্রহণ-তত্ত্বের স্বভাব হইতে পরলোক সিদ্ধ হয়। কিঞ্চ পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে এবং সমস্ত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে মৃতব্যক্তির সূক্ষ্ম-দেহে অবস্থিতি সম্বন্ধে ঐকমত্য আছে। আর ঐরূপ সূক্ষ্মদেহস্থ সত্ত্বগণ যে কখন কখন গোচর হয়, তাহারও প্রভূত প্রমাণ আছে। কেবল কুসংস্কারান্ধ ব্যক্তিগণই উহাতে আস্থা স্থাপন করে না।

পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত যুক্তি।

পরলোকের অস্তিত্ব ও প্রকৃতি আদি সম্বন্ধে যাহা যুক্তিপূর্ব্বক সিদ্ধ হয়, তাহা পূর্ব্বে করা গিয়াছে, পুনশ্চ সেই যুক্তিগুলি সংগ্রহ করিয়া কথিত হইতেছে।

১। ইহলোকের ন্যায় পরলোকও দেশস্থিত লোক। কারণ, পরলোকে মন এবং তৎসহ দর্শনাদি ইন্দ্রিয়শক্তি থাকে। ইন্দ্রিয়াদি সক্রিয় থাকিলে বিস্তার-জ্ঞান থাকিবে, সুতরাং মন-ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত পরলোকস্থ সত্ত্বগণ নিজেদেরকে কোন "দেশস্থিত" যে দেখিবে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। যে দেশে তাহারা থাকে তাহাই পরলোক।

২। ইন্দ্রিয়শক্তি ও মনঃশক্তি ব্যক্ত বা সক্রিয় থাকিলে তাহাদের

অধিষ্ঠান চাই। কারণ, অধিষ্ঠান ব্যতীত সক্রিয়শক্তি কল্পনীয় নহে। সেই অধিষ্ঠানই সূক্ষ্ম পারলৌকিক শরীর।

৩। সেই সূক্ষ্মশরীরস্থ করণশক্তিসকলের বিষয়ও সূক্ষ্ম হইবে। তাদৃশ সূক্ষ্ম বিষয় যে আছে, তাহা Telepathy আদি দৃষ্ট ঘটনা হইতে সিদ্ধ হয়।

৪। ইহজীবনে আমাদের করণসমূহের কার্য্য দ্বিবিধ দেখা যায়; (১) মনঃপ্রধান, যেমন স্বপ্নাদিতে, (২) শরীরপ্রধান, যেমন জাগ্রৎকালে। সুতরাং আমাদের করণশক্তিপুঞ্জের দ্বিবিধ অবস্থা হইতে পারে। তন্মধ্যে মনঃপ্রধান অবস্থা পরলোকে হয়।

৫। করণশক্তিসমূহের অন্য দ্বিবিধ ভাবও আছে—(১) সাত্ত্বিক বা প্রসন্ন এবং (২) তামসিক বা অপ্রসন্ন। যথাযোগ্য কর্ম্মসংস্কার হইতেই ঐরূপ হয়। অতএব পারলৌকিক মনেরও ঐরূপ দ্বিবিধ অবস্থা হইবে।

৬। কিন্তু প্রেতভাব মনঃপ্রধান হওয়াতে তাহাতে ঐ দুই অবস্থা অতীব বিশদ হইবে। তন্মধ্যে এক অবস্থায় মনের সহিত সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রসন্ন ও সুখাবহ হইবে এবং অন্য অবস্থায় আচ্ছন্ন ও বিষাদগ্রস্ত হইবে। ইহারাই দৈব ও নারকভাব।

৭। যথার্থ ভবিষ্যৎ স্বপ্ন, অলৌকিক দৃষ্টি প্রভৃতি যে সব করণ-প্রসাদজনিত অবস্থা ইহজীবনে কিছু কিছু দৃষ্ট হয়, তাহাও মনঃপ্রধান পারলৌকিক দেহে অতীব বিশদ হইবে। তাহাই দৈবদেহের স্বভাব।

তেমনি দুঃস্বপ্নের (যাহাতে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের রুদ্ধতা হয় এবং প্রবল অলীক কল্পনায় দুঃখ হয়) ন্যায় অবস্থাতে যেরূপ করণ-বর্গের অপ্রসাদ ও দুঃখ হয়, মনপ্রধান পারলৌকিক দেহে তাহাও অতি বিশদভাবে অভিব্যক্ত হইবে। তাহাই নারক দেহের স্বভাব।

৮। মনপ্রধান অবস্থায় মনের সঙ্কল্পমাত্রেই সর্ব্বেন্দ্রিয় তৎক্ষণাৎ তদ্দেশে প্রবর্ত্তিত ও পরিণত হয়। শরীরপ্রধান অবস্থায় তৎক্ষণাৎ

সেরূপ হয় না (যদিচ ইহাতেও সঙ্কল্পন হইতে ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়গণের পরিণাম হইতে পারে। তাহার কারণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের উপর মনের প্রাধান্য)।

ঐ দুই অবস্থার উদাহরণ স্বপ্ন ও জাগ্রৎ। স্বপ্নে যে প্রকার সঙ্কল্প উঠে, তৎক্ষণাৎ সমস্ত আত্মভাব তদনুরূপ হইয়া গেল এরূপ অনুভূতি হয়। জাগ্রত অবস্থায় ততটা হয় না। স্বপ্নাবস্থায় স্থূলদেহ জড়ভাবে থাকাতে তখনকার আত্মভাব কেবল কাল্পনিক হয়, কিন্তু পরলোকে স্থূল দেহ না থাকাতে তখন সঙ্কল্পের সহিত এক প্রকৃত আত্মভাব সৃষ্ট হয় এবং সঙ্কল্পের দ্বারা তাহা তৎক্ষণাৎ পরিণামিত ও প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে।

ইহাই পারলৌকিক এবং ইহলৌকিক আত্মভাবের ভেদ। পারলৌকিক জীবন জাগ্রৎ-স্বপ্ন। জাগ্রৎ-স্বপ্নের উদাহরণ উৎস্বপ্ন (somnambulism), nightmare নামক দুঃস্বপ্ন ইত্যাদি। ইহাতে কতক জাগরণ ও কতক স্বপ্ন থাকে। সাত্ত্বিক জাগ্রত-স্বপ্নও হয়, তাহাতে বাস্তবিক ঘটনার জ্ঞান (জাগ্রতের ন্যায়) হয়। যেমন, যথার্থ ভবিষ্যৎ স্বপ্ন, দূরস্থ ঘটনার যথার্থ স্বপ্ন ইত্যাদি। অন্য প্রকার জাগ্রত স্বপ্নও আছে; তাহা সাধারণে অনুভব করিতে পারে না। যাঁহারা যোগের দ্বারা মনের উপর আধিপত্য করিতে পারিয়াছেন এবং আত্মস্মৃতির অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহারা স্বপ্নাবস্থায় আত্মস্মরণ করিয়া এই জাগ্রত-স্বপ্ন অনুভব করিতে পারেন।

পারলৌকিক আত্মভাব স্বপ্নের ন্যায় সঙ্কল্পন-প্রধান, তাই স্বপ্নবৎ, কিন্তু তাহা জাগ্রতের ন্যায় যথার্থ বিষয়ের ব্যবহারকারী, তাই তাহা জাগ্রৎ।

৯। সঙ্কল্পপ্রধান প্রেতভাবে যখন সঙ্কল্পের দ্বারা আত্মভাব ব্যক্ত থাকে, তখন সঙ্কল্পের রোধই তাহার মৃত্যু এবং অরুদ্ধ-সঙ্কল্পতাই তাহার

জীবন। সুষুপ্তিতে বা মনের জড়তাতে সঙ্কল্পের রোধ হয় (স্বপ্নে মন অজড় থাকে, আর অন্যান্য করণ জড় হয়)। অতএব ইহজীবনের সুষুপ্তির সংস্কারের অভিব্যক্তি হইতে প্রেতজীবনের মৃত্যু হইবে।

১০। সুষুপ্তি বা সম্যক্ মানসিক জড়তা জাগ্রৎ ও স্বপ্নের তুলনায় অতি অল্প কালের জন্য হয়। সুতরাং দীর্ঘ জাগ্রৎ-স্বপ্নের সংস্কার হইতে প্রেতজীবনের আয়ু প্রায়শঃ (জাগ্রত-স্বপ্নরূপ) অতি দীর্ঘ হয় (ইহ-জীবনের তুলনায়)। কারণবিশেষে স্থূলশরীরের আয়ু যেরূপ অল্প বা অধিককাল-ব্যাপি হয়, প্রেতের আয়ুষ্কালও তদ্রূপ হয়।

১১। মৃত্যুর পর প্রেত সূক্ষ্মশরীরে থাকে তাহার কারণ করণ-সকলের স্বভাববিশেষ। মন প্রায় সর্ব্বসময়ে স্বাধীনভাবে সঙ্কল্পন করে, ক্বচিৎ ক্বচিৎ স্থূলশরীরের সহযোগে সঙ্কল্পন করে। এই দুই স্বভাব হইতে বা ঐরূপ সংস্কার হইতে দুই প্রকার আত্মভাব হয় (১) মনঃ-প্রধান প্রেত আত্মভাব, (২) শরীর-প্রধান স্থূল আত্মভাব।

মনের সঙ্কল্পনস্বভাবের অপেক্ষাকৃত বহুকালব্যাপিতা হইতে সঙ্কল্পনপ্রধান প্রেত আত্মভাবের আয়ু স্থূল জীবনের আয়ুষ্কাল অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ হয়।

ইহা ১০ম প্রকরণস্থ যুক্তির অন্য এক দিক্।

১২। সংস্কারের নানাত্ব হইতে মনের ও অন্যান্য করণের নানাত্ব হইবে। তজ্জন্য প্রেত আত্মভাব নানাবিধ হইবে। কোন ভাব অতি উচ্চ এবং কোন ভাব অতি হীন, কোনও ভাব প্রকৃষ্ট জ্ঞান-ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন, আর কোনও ভাব অজ্ঞান ও অনৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন হইবে। এই দুইয়ের মধ্যেও নানাবিধ তারতম্য হইবে। ধ্যানাদিসম্পন্ন আধ্যাত্মিক সুখে সুখী যোগীর চিত্ত এবং তাহার বিপরীতভাবযুক্ত বিষয়ীর চিত্ত পরলোকে যাইয়া যে অতি বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তাহা সহজ-বোধ্য।

এইরূপে অনুমান প্রমাণের দ্বারা পরলোকসম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান হয়। তদ্বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান অবশ্য অনুমানের দ্বারা হইতে পারে না। ভারতীয় হিন্দু বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে এবিষয়ে যাহা সার ও যুক্ততম বিবরণ আছে, তাহা এস্থলে বিবৃত হইতেছে। অবশ্য প্রাচীন দ্রষ্টৃপুরুষদের মৌলিক উপদেশ দীর্ঘকাল কণ্ঠে কণ্ঠে চলিয়া আসাতে এ বিষয়ের সমস্ত কথা সত্য না হওয়াই সম্ভব। ইহা স্মরণ রাখিয়া এই বিবরণ গ্রহণ করা সাংখ্যযোগীদের কর্ত্তব্য। কারণ, সত্য সর্ব্বাগ্রে গ্রাহ্য, তাহার জন্য অপর সমস্তই ত্যাগ করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য যে পরলোকসম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান না থাকিলেও মোক্ষসাধনের কিছু ক্ষতি হয় না। অনুমান প্রমাণের দ্বারা পরলোকের অস্তিত্ব এবং তদ্বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান থাকিলেই মোক্ষসাধনের আবশ্যকীয় জ্ঞান হয়।

পরলোকের বিশেষ বিবরণ।

শাস্ত্রানুসারে সপ্তদেবলোক এবং সপ্তনিরয়লোক এই চতুর্দ্দশ লোক প্রধানত গণিত হয়। ইহা ছাড়া নিরয়ের সম্বন্ধীয় সপ্ত পাতাললোকও উক্ত হয়। স্বর্গলোকের নাম ভূ, ভুব, স্ব, মহ, জন, তপ ও সত্য। নিরয়লোকের নাম অবীচি, মহাকাল, অম্বরীষ, রৌরব, মহারৌরব, কালসূত্র এবং অন্ধতামিস্র।

অবীচি (তরঙ্গহীন। ইহা তরঙ্গহীনের ন্যায় বাহ্যেন্দ্রিয়ের রুদ্ধাবস্থা) পৃথিবীর অভ্যন্তরে (কেন্দ্রে) অবস্থিত। ইহা অগ্নিময় বলিয়া বর্ণিত হয়। পৃথিবীর কেন্দ্র অগ্নিময় এবং অতীব সংহত (উপরের চাপে)। যে সকল মনুষ্য অতীব পাপশীল এবং যাহারা পার্থিব ভাবের অতীত কোন ভাবের চিন্তাহীন, তাদৃশ মনুষ্য মৃত হইলে তাহাদের স্থূলদেহসম্বন্ধীয় কুৎসিত সংস্কারসকল প্রবলভাবে উদিত থাকিবে। অথচ স্থূলদেহ না থাকাতে তাহাদের বিষয়ভোগের সামর্থ্য থাকিবে না।

সুতরাং তাহাদের মন প্রবল কুপ্রবৃত্তিযুক্ত এবং ইন্দ্রিয়গণ জড়ীভূত হইবে। যদি শরীর প্রস্তরীভূত হয়, কিন্তু মনে উদ্দাম কর্ম্মের ও ভোগের লালসা প্রবলভাবে চলিতে থাকে, তাহা হইলে যেরূপ অবস্থা হয়, প্রাগুক্ত প্রেত মনুষ্যের ঠিক তাদৃশ অবস্থা হয়। ইহারা মৃত্যুর পরও শরীরের গুরুতার সংস্কার (কারণ তাহারা জীবনে "আমি শরীরাতিরিক্ত" ঈদৃশ ধর্ম্মভাবের কিছুমাত্রও স্মরণ করে না, বা তদনুযায়ী ধর্ম্মকর্ম্ম করে না) হইতে পৃথিবীর দিকে পড়িতে থাকে, কিন্তু সূক্ষ্মতার জন্য ভূমিতে বাধা না পাইয়া পৃথিবীর অভ্যন্তরকেন্দ্রে উপস্থিত হয় এবং তথায় উক্ত অতিপ্রবল পাপ-সংস্কার হইতে দুঃখ ভোগ করিতে থাকে।

ঈদৃশ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প অল্প পাপসংস্কার হইতে উপরিস্থিত নিরয়সকলে গতি হয়। সকল নিরয়েতে কষ্ট একজাতীয়, তবে সংস্কারের মন্দতার ও তজ্জনিত চিত্তেন্দ্রিয়ের অবস্থার মন্দতার তারতম্য অনুসারে দুঃখের তারতম্য হয়।

অবীচি, পৃথিবীর (এবং অন্যান্য গ্রহেরও) কেন্দ্রে স্থিত। অন্যান্য নিরয়লোক ক্রমশ তাহার উপরে স্থিত। অবীচি 'ঘন' তে (অতি-সংহত দ্রব্যে) প্রতিষ্ঠিত। মহাকাল সলিলে বা তরল পার্থিব ধাতুতে প্রতিষ্ঠিত। সেইরূপ অম্বরীষ অনলে (পৃথিবীর পৃষ্ঠের অব্যবহিত নিম্নস্থ উষ্ণ ধাতুতে), রৌরব অনিলে (পার্থিব বায়ুকোষে), মহা-রৌরব আকাশে (বায়ুকোষের বিরল অবস্থায়), এবং অন্ধতামিস্র তমতে বা অন্ধকারময় শূন্যে প্রতিষ্ঠিত।

দৈব জন্ম উহার বিপরীত। তাহাতে ইন্দ্রিয়সকল স্থূলশরীর-নিরপেক্ষ, অতএব অপেক্ষাকৃত অজড় হওয়াতে সঙ্কল্প সহজেই সিদ্ধ হয়, সুতরাং সুখ লাভ হয়। ঘোর অতিচিন্তা দুঃখের কারণ আর অপেক্ষাকৃত অল্পচিন্তা সুখের কারণ। দৈব ও নারক চিত্তপ্রকৃতি ঐ

কারণে সুখী ও দুঃখী। সঙ্কল্পমাত্রেই জানিতে পারা, গমন করিতে পারা ও ইষ্ট বস্তু পাওয়া দৈব-প্রকৃতির স্বভাব। আর তাহার উল্‌টা নারক-প্রকৃতির স্বভাব। সুতরাং দৈব-প্রকৃতি সুখময় এবং নারক-প্রকৃতি দুঃখময়। দৈবলোক ক্রমশ উচ্চ উচ্চ হইয়া ব্রহ্মলোকে শেষ হইয়াছে। ধর্ম্ম-জ্ঞানাদির আচরণের তারতম্য অনুসারে ঐ সকল লোকে গতি হয়। দৈবলোকের প্রকৃতি বেদে এইরূপ কথিত হইয়াছে :—

যত্রানুকামচরণং ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিব।
লোকা যত্র জ্যোতিষ্মন্ত স্তত্র মাম্ অমৃতং কৃধি, ইন্দ্রায়েন্দো পরিশ্রব॥
যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে।
কামস্থ যত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মাম্ অমৃতং কৃধি॥ ইত্যাদি ঋগ্বেদে॥

অর্থাৎ যেখানে সঙ্কল্পের অনুরূপ বিহার করা যায়, যেখানে জ্যোতিষ্মান্ লোকসকলে আছে, যেখানে আনন্দ, মোদ, মুদ এবং প্রমুদ বিদ্যমান, যেখানে সমস্ত কাম্যের প্রাপ্তি ঘটে, সেই ত্রিনাক ও ত্রিদিব নামক স্বর্গ-লোকে আমাকে অমর কর। স্বর্গলোকের নিম্নতমভূমিতে ঐন্দ্রিয়িক সুখ ও কিছু ঐশ্বর্য্য ঘটে। আর, উচ্চতমভূমিতে ইন্দ্রিয়াতীত সুখ এবং প্রকৃষ্ট ঐশ্বর্য্যলাভ ঘটে। মধ্যে সুখের ও ঐশ্বর্য্যের অনেক তারতম্য আছে।

এই বিষয়ের বিশেষ বিবরণ যোগদর্শনের বিভূতিপাদের ২৬ সূত্রের ব্যাখ্যায় এবং সাংখ্যতত্ত্বালোকের লোকসংস্থান প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

দৈব ও নারকদেহ পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম দেহ। উহা স্থূলের ন্যায় বিশেষ সংজ্ঞক দেহ। ধর্ম্মের দ্বারা দৈবদেহ লাভ ঘটে। কারণ, ধর্ম্মের যাহা লক্ষণ, তাহার সহিত তাহার সাদৃশ্য। আর অধর্ম্মের দ্বারা নিরয়দেহ লাভ হয়। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এই চারি ভাব পরস্পর সহযোগী। উহাদের মধ্যেও প্রবৃত্তিমার্গ এবং নিবৃত্তিমার্গরূপ

ভেদ আছে। প্রবৃত্তিধর্ম্মের দ্বারা ইহলোকে এবং পরলোকে সুখ লাভ হয়। আর নিবৃত্তিনামক যোগধর্ম্মের দ্বারা বিবেকজ্ঞান ও পরবৈরাগ্য লাভ হইয়া কৈবল্য-মোক্ষ লাভ হয়।

অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য এই চারি ভাবও পরস্পর সহযোগী। তদ্দ্বারা ইহলোকে ও পরলোকে অবকর্ষ ও তজ্জনিত দুঃখ ঘটে।

দেহ গ্রহণ।

অতঃপর কিরূপে দেহগ্রহণ ঘটে, তাহা বিবৃত হইতেছে। মৃত্যুর সময় যুগপৎ সমস্ত কৃতকর্ম্মের স্মৃতি উদিত হয় *। সেই কর্ম্মসংস্কারসকল যুগপৎ উদিত হওয়াতে যেন পিণ্ডীভূত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যদি অধর্ম্মের সংস্কার অধিক থাকে, তবে তদ্বশে লিঙ্গশক্তি নারকদেহ ধারণ করে। আর ধর্ম্মকর্ম্মের সংস্কার প্রবল হইলে দৈবদেহ ধারণ করে। যাহার দ্বারা সত্ত্বগুণের সমুদ্রেক হয়, তাহাই ধর্ম্মকর্ম্ম। সুতরাং ধর্ম্মসংস্কারের দ্বারা অধিবাসিত লিঙ্গশক্তি প্রকাশ ও সুখময় অর্থাৎ সাত্ত্বিক দেহ (দৈবদেহ) ধারণ করে।

এই হইল জন্ম-নামক কর্ম্মফল। উহাতে যে সুখ-দুঃখ ভোগ হয়, তাহার নাম, কর্ম্মের ভোগফল। আর যতকাল একটী দেহ থাকে, সেই কালের নাম আয়ুফল। ত্রিগুণের অভিভাব্যাভিভাবক স্বভাব হইতে স্থূল শরীরের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও নিদ্রা হয়। নিদ্রাকালে চিত্ত জড়ভাবাপন্ন হয়। এই গুণস্বভাব মরণের পরও থাকিবে। কিন্তু মনঃপ্রধান পারলৌকিক দেহে নিদ্রা আসিলে তাহাই তাহার মৃত্যু হইবে। কারণ, মন জড়ীভূত হইলে আর সঙ্কল্প-প্রধান প্রেতশরীর ব্যক্ত থাকিবে কি করিয়া? এইরূপে জানা যায়

* এ বিষয় কর্ম্মতত্ত্বের (যোগদর্শনের পরিশিষ্টে যাহা নিবদ্ধ হইয়াছে) কর্ম্মাশয় নামক প্রকরণে সবিশেষ দ্রষ্টব্য।

যে জাগ্রৎকালই প্রেতদেহের আয়ু, আর নিদ্রা তাহার মৃত্যু। এই জন্য দেবতাদের এক নাম অস্বপ্ন। সংস্কারবশে যখন প্রেতগণের (প্রেত=প্র+ইত, অর্থাৎ যাহারা ইহলোক হইতে গিয়াছে, প্রেত নামক যোনি নহে) নিদ্রাকাল আসে, তখনই তাহাদের মৃত্যু হয়।

স্থূলশরীরে নিদ্রার সময় যেমন সমস্ত করণ রুদ্ধ হয় ও অস্ফুট বোধমাত্র থাকে, সূক্ষ্মের ঐ নিদ্রাতেও সেইরূপ অস্ফুট বোধমাত্র থাকে, আর সমস্ত করণ রুদ্ধ হয়। সে সময়ের করণশক্তি রুদ্ধ হওয়া ও লীন হওয়া একই কথা। কারণ, তখন সঙ্কল্পন হইতেই করণের বিকাশ থাকে, সুতরাং মনের বা সঙ্কল্পনের জড়ীভাবে করণসকলও অবিকাশিত বা লীন হয়।

ত্রিবিধ দেহ।

এইরূপে পারলৌকিক শরীরের আয়ুঃক্ষয় হয়। পারলৌকিক শরীরের নাম উপভোগ শরীর। সূত্র যথা—

ত্রিধা ত্রয়াণাং ব্যবস্থা কর্ম্মদেহোপভোগদেহ-উভয়দেহাঃ ৫।২৫।

অর্থাৎ কর্ম্মদেহ, উপভোগদেহ, এবং উভয়দেহ, দেহের এই তিন প্রকার ব্যবস্থা। মানবদের মধ্যে যাঁহারা ভোগ ত্যাগ করিয়া কেবল পুরুষকার করিতেছেন, তাদৃশ সাধকদের কর্ম্মশরীর, পশু ও দেবতাদের (যাহারা কর্ম্মের ফলমাত্র উপভোগ করিতেছে) উপভোগ দেহ, আর যে মনুষ্যেরা ভোগও করে এবং কর্ম্মও করে, তাহাদের উভয়দেহ। ফলে কর্ম্মদেহ ও উপভোগদেহ এই দ্বিবিধ দেহ।

তন্মধ্যে পারলৌকিক দেহীদের উপভোগদেহ। তাহাতে নূতন পুরুষকাররূপ কর্ম্ম অল্পই হয়। তাদৃশ কর্ম্মের সংস্কার (মন ও স্থূল দেহ এই দুইয়ের মিলিত চেষ্টার সংস্কার) ঐ দেহে ফলীভূত হয় না, কিন্তু সঞ্চিত থাকে। ঐ দেহের ভোগ স্থূলশরীরের স্বপ্নাবস্থার অনুরূপ। স্থূলশরীরের জীবনকালের অধিকাংশকাল মনোমাত্রের কার্য্য হয়। মন ও শরীর উভয়ের একত্র স্বেচ্ছামূলক কার্য্য অল্পকালই হয়। তাদৃশ মনো-

মাত্রের যে কর্ম্ম, তাহার সংস্কার লইয়াই পারলৌকিক জীবন ঘটে। পরে তাহাদের আয়ুঃক্ষয়ে * অভিভূত প্রাণী রুদ্ধকরণ ও সূক্ষ্মীভূত হইয়া স্থূললোকে আকৃষ্ট হওত নিপতিত হয়। পরে পিতৃদেহে আকৃষ্ট হইয়া আইসে; এবং ক্ষুদ্র এক দেহবীজরূপ কোষে অধিষ্ঠান করিয়া ক্রমশ স্বসংস্কারানুরূপ দেহ নির্ম্মাণ করিয়া কর্ম্মাদি করে। সূক্ষ্ম-বীজরূপ যে প্রাণী পিতৃবীজে অধিষ্ঠিত হয়, তাহার করণসকল সঙ্কুচিত হওয়াতে তাহা ঠিক এককৌষিক (Unicellular) দেহবীজের অনুরূপ, অস্ফুট জ্ঞান, চেষ্টা ও ধৃতি এই তিন শক্তিসম্পন্ন থাকে। সুতরাং তাহা উক্তবিধ পিতৃবীজে অধিষ্ঠিত হইবার উপযোগী হয়। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে তাহাতে সংস্কারসকল বীজভাবে থাকে, সেই সংস্কারভূত শক্তির দ্বারা উদ্রিক্ত হইয়া দেহ নির্ম্মিত হয়।

ধর্ম্মের এবং অধর্ম্মের ফলে কিরূপে ঊর্দ্ধগতি, অধোগতি ও সংসার

* ঘোর সুষুপ্তি ব্যতীত সর্ব্বসময়ে (২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ২২ ঘণ্টা) মনের স্ফুটকার্য্য চলিতে থাকে বলিয়া সেই সংস্কারে পারলৌকিক দেহ প্রায়শ অতি দীর্ঘায়ু হয়। অর্থাৎ স্থূলজীবনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২২ ঘণ্টা (বা সুষুপ্তির দ্বাদশ গুণ) চিত্তকার্য্য চলিতে থাকে। তাদৃশ চিত্তকার্য্যের সংস্কার হইতে সূক্ষ্মদেহের আয়ু হয় বলিয়া সেই আয়ুও স্থূলদেহের আয়ুর দ্বাদশ গুণ সাধারণত হইবে। তবে স্থূলদেহের আয়ু যেমন কারণ-বিশেষে অল্প ও অধিক হয়, সূক্ষ্মের আয়ু-সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। চিত্তচেষ্টা যাঁহারা ধর্ম্মের দিকে বাড়ান, তাঁহাদের প্রেত-দেহের দৈব আয়ুও তদনুসারে বাড়ে। আর যাহারা অধর্ম্মের দিকে চিত্তচেষ্টা বাড়ায়, তাঁহাদের নারক আয়ুও তদনুসারে বাড়ে। যাহারা জাগরণ করিয়া পুণ্যাভ্যাস করেন, তাঁহাদের দৈব আয়ু বা সুখময় জাগরণ তদনুসারে বৃদ্ধি হয়, আর যাহারা জাগরণ করিয়া পাপাভ্যাস করে, তাহাদের নারক আয়ুও তদনুরূপে বাড়ে। শুদ্ধ চিত্তচেষ্টার সংস্কার লইয়া প্রেতদেহ হয়। তাহার পর শরীরের ও মনের সমগ্রস স্বেচ্ছ চেষ্টার অবশিষ্ট সংস্কার হইতে স্থূলশরীর ধারণ হয়।

হয়, তাহা প্রদর্শিত হইল। বিবেকজ্ঞানের দ্বারা কিরূপে অপবর্গ হয়, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

দুই পুরুষার্থ। প্রাগুক্ত করণকার্য্য সকল দ্বিবিধ—ভোগ ও অপবর্গ। তদ্বশেই করণসকল কার্য্য করে। কারিকা যথা :—

স্বাং স্বাং প্রতিপদ্যন্তে পরস্পরাকূতহেতুকাং বৃত্তিম্।
পুরুষার্থ এব হেতুর্ন কেনচিৎ কার্য্যতে করণম্॥ ৩১॥

অন্বয় :—পরস্পর-আকূতহেতুকাং স্বাং স্বাং বৃত্তিং প্রতিপদ্যন্তে (করণসকল পরস্পরের আকূত বা প্রবর্ত্তনা হইতে নিজ নিজ বৃত্তি নিষ্পাদন করে)। পুরুষার্থ এব হেতুঃ ন কেনচিৎ করণং কার্য্যতে (তদ্বিষয়ে পুরুষার্থই হেতু, করণসকল অন্য কাহারও দ্বারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না)। ৩১।

অর্থ—করণসকল নিজ নিজ বৃত্তিলাভ করে। তাহাদের সেই বৃত্তি পরস্পরের মিলিত চেষ্টা হইতে হয়। সেই মিলিত চেষ্টার হেতু পুরুষার্থ। অন্য কাহারও দ্বারা করণসকল ক্রিয়াতে উদ্যুক্ত হয় না।

উপরিস্থিত এক স্বরূপ-দ্রষ্টা পুরুষ থাকাতে একস্বরূপ আমিত্ববোধ হয় এবং তদ্দ্বারা সমঞ্জসভাবে (কারণ বহুর সমঞ্জস-কার্য্যের জন্য উপরিস্থিত এক শক্তির আবশ্যক) করণসকল নিজ নিজ ক্রিয়া করে। *

* আমি জানি, আমি করি ইত্যাদি করণ-কার্য্যে কর্ত্তা যে "আমি" তাহা স্পষ্ট অনুভূত হয়। তথাপি কেহ কেহ মনে করেন যে, ঈশ্বর বা দেবতাদের দ্বারা করণ-কার্য্য হয়। এই মতাবলম্বীরা শাস্ত্রপ্রমাণ দেন যে "জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা

করণ সকলই সমস্ত পুরুষার্থ সাধন করে। কারিকা যথা :—

এতে প্রদীপকল্পাঃ পরস্পরবিলক্ষণা গুণবিশেষাঃ।
কৃৎস্নং পুরুষস্যার্থং প্রকাশ্য বুদ্ধৌ প্রযচ্ছন্তি ॥ ৩৬ ॥

অন্বয় :—এতে গুণবিশেষাঃ প্রদীপকল্পাঃ পরস্পরবিলক্ষণাঃ (বুদ্ধির

করোমি ॥" ইহা হইতে ঐ-বাদীরা মনে করেন যে পাপ পুণ্য সমস্ত ঈশ্বরই করাইয়া দেন। কিন্তু তাহাতে আপত্তি হয় যে "তাহা হইলে পাপ পুণ্যের দায়ী কে? এবং ফলভোক্তাই বা কে?" ইহার উত্তর ঐ বাদীরা কিছুই দিতে পারেন না। ফলে স্পষ্টই ইহা অনুভূত হয় যে 'আমি' কার্য্য করি এবং সেই কার্য্যের জন্য সুখ-দুঃখ আমিই অনুভব করি। ইহার মধ্যে আর অন্য কারয়িতা নাই।

ধর্ম্মসাধনে উদ্যমহীন লোকে ঐরূপ মত লইয়া মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করেন মাত্র। তাহাদের মনে রাখা উচিত যে, কুকর্ম্ম ঈশ্বরই করান বা যেই করান, তাহার ফল যে দুঃখ, তাহা নিজেকেই ভোগ করিতে হইবে। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের আজ্ঞামত মিথ্যা কথা বলিলেও নরকদর্শন-রূপ ফল নিজেই পাইয়াছিলেন।

কিঞ্চ হৃষীকেশ শব্দের অর্থ "জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ঈশ" বা দ্রষ্টা পুরুষ। তাঁহার দর্শনেই সমস্ত করণ-কার্য্য হয়। অন্য এক ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি যে আমাদের চিত্ত-চেষ্টা করাইয়া দেন, এরূপ সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষের অনুমানের এবং শাস্ত্রের বিরুদ্ধ। এইরূপ শাস্ত্রীয় বচনে নিজের কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরে কর্ম্মফল অর্পণ করিতে অভ্যাস করার উপদেশ দেওয়া হইতেছে মাত্র। বিষয়াসক্ত, ধর্ম্ম-সাধনে উদ্যমহীন ব্যক্তিরাই ঐরূপ উক্তিকে তত্ত্বকথা মনে করিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া থাকেন। ফলে উহার দ্বারা কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিতে "উদ্যম" করায় শিক্ষা দেওয়াও শাস্ত্রের তাৎপর্য্য।

নিম্নস্থ করণগণ গুণের বিশেষ, প্রদীপের মত, এবং পরস্পর পৃথক্) কৃৎস্নং পুরুষস্য অর্থং প্রকাশ্য (পুরুষের সমস্ত অর্থ প্রকাশ করিয়া) বুদ্ধৌ প্রযচ্ছন্তি (বুদ্ধিকে প্রদান করে)। ৩৬।

অর্থাৎ—, বুদ্ধির নিম্নস্থ করণ সকল পরস্পর হইতে পৃথক্ (যেমন শব্দপ্রকাশক কর্ণ, রূপপ্রকাশক চক্ষু হইতে পৃথক্) এবং তাহারা গুণের বিশেষ বা বিকার। প্রদীপে যেরূপ তৈল, বর্ত্তি ও অগ্নি একত্র মিলিয়া আলোক প্রদান করে, করণগণও সেইরূপ প্রদীপকল্প। তাহারা পুরুষের সমস্ত অর্থকে প্রকাশ করিয়া বুদ্ধিকে বা আমিত্বপ্রত্যয়কে প্রদান করে। অর্থাৎ গ্রহীতা নামক যে পুরুষবৎ বুদ্ধি (আমি জ্ঞাতা এরূপ জ্ঞান) তাহা ইন্দ্রিয়গৃহীত জ্ঞানের জ্ঞাতা হয়। ভোগ ও অপবর্গ পুরুষের অর্থ। আমি ভোক্তা এবং আমি মুক্ত হইলাম এই দুই ভাব 'আমি'তে অর্পায়' বলিয়া ঐ আমি বা গ্রহীতা পুরুষার্থের গ্রাহক। তাহাও আবার পুরুষ-প্রকাশ্য (অর্থাৎ আমি আছি তাহাও দৃশ্য) হয়। সুতরাং ভোগ এবং অপবর্গের প্রকৃত মূল = অবিকারী দ্রষ্টা পুরুষ।

'সমস্ত পুরুষার্থ বুদ্ধিকে দান করে' ইহা বলা হইল। সেই সমস্ত বা দুইপ্রকার পুরুষার্থ এই—

সর্ব্বং প্রত্যুপভোগং যস্মাৎ পুরুষস্য সাধয়তি বুদ্ধিঃ।
সৈব চ বিশিনষ্টি পুনঃ প্রধান-পুরুষান্তরং সূক্ষ্মম্ ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—বুদ্ধিঃ যস্মাৎ সর্ব্বং পুরুষস্য প্রত্যুপভোগং সাধয়তি (যেহেতু বুদ্ধি পুরুষের সমস্ত প্রত্যুপভোগ সাধন করে) সা এব পুনশ্চ সূক্ষ্মং প্রধানপুরুষান্তরং বিশিনষ্টি (আর তাহা প্রকৃতি-পুরুষের যে সূক্ষ্ম ভেদ, তাহাও খ্যাপন করে) তজ্জন্যই বলা হয় যে, বুদ্ধি সমস্ত পুরুষার্থ সাধন করে। ৩৭।

অর্থঃ—বুদ্ধিই পুরুষের সমস্ত উপভোগ (ইষ্ট ও অনিষ্ট বিষয় প্রকাশ

করিয়া) সিদ্ধ করে। আর, তাহাই পুনঃ প্রকৃতি ও পুরুষের সূক্ষ্ম ভেদকেও প্রকাশ করে। প্রথমটী যাবতীয় বিষয়-প্রকাশ, আর দ্বিতীয়টী বিবেকজ্ঞান, যাহার ফল বিষয়-নিরোধ। এই দুই প্রকার দর্শন ছাড়া আর অন্য দর্শন নাই। সুতরাং পূর্ব্ব কারিকায় উক্ত কৃৎস্ন বা সমস্ত পুরুষার্থ বুদ্ধির দ্বারাই সিদ্ধ হয়।

সর্গ-বিভাগ। লিঙ্গের কার্য্য সমস্ত প্রদর্শিত হইল। অধুনা সেই কার্য্যের বা সর্গের বা সৃষ্টির বিভাগ প্রদর্শিত হইতেছে। কারিকা যথা:—

প্রত্যয়সর্গ।

এষ প্রত্যয়সর্গো বিপর্য্যয়াশক্তি-তুষ্টি-সিদ্ধ্যাখ্যঃ।
গুণ-বৈষম্যবিমর্দ্দাৎ তস্য চ ভেদাঃ পঞ্চাশৎ॥ ৪৬॥

অন্বয়:—বিপর্য্যয়-অশক্তি-তুষ্টি-সিদ্ধি-আখ্যঃ এষ প্রত্যয়সর্গঃ। তস্য চ গুণবৈষম্যবিমর্দ্দাৎ পঞ্চাশৎ ভেদাঃ (ভবন্তি)। ৪৬।

অর্থ:—এই যে (প্রাগুক্ত) ধর্ম্মজ্ঞানাদি অষ্টবিধ বুদ্ধির রূপ, ইহারা প্রত্যয় সর্গ (প্রত্যয়=বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ; তাহার দ্বারা সৃষ্টি * বা তাহার পরিণামই প্রত্যয়সর্গ)। ইহারা চারিপ্রকার ভাগে বিভজনীয়, যথা— বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি। গুণত্রয়ের বৈষম্য হইতে যে পরস্পরের বিমর্দ্দ বা অভিভব, তাহার দ্বারা ঐ সকলের পঞ্চাশ অবান্তর ভেদ হয়।

বিপর্য্যয়, অশক্তি এবং তুষ্টির মধ্যে ধর্ম্মাদি সাতটী পড়িবে, জ্ঞান সিদ্ধির মধ্যে পড়িবে।

প্রত্যয়সর্গের পঞ্চাশভেদ যথা:—

পঞ্চ বিপর্য্যয়ভেদা ভবন্ত্যশক্তিশ্চ করণবৈকল্যাৎ।
অষ্টাবিংশতিভেদা তুষ্টির্নবধাঽষ্টধা সিদ্ধিঃ॥ ৪৭॥

* সৃষ্টি অর্থে 'ইচ্ছাপূর্ব্বক রচনা করা' নহে। কারণ হইতে কার্য্য বিসৃষ্ট বা পৃথক্ হওয়াই সৃষ্টি বা সর্গ শব্দের অর্থ।

অন্বয় :—বিপর্য্যয়ভেদাঃ পঞ্চ ভবন্তি করণবৈকল্যাৎ অশক্তিঃ চ অষ্টা-বিংশতিভেদা (ভবন্তি) ; তুষ্টিঃ নবধা, সিদ্ধিঃ অষ্টধা। ৪৭।

অর্থ :—বিপর্য্যয় পঞ্চ, করণবৈকল্যরূপ অশক্তি অষ্টাবিংশতি, তুষ্টি নয়প্রকার এবং সিদ্ধি অষ্টপ্রকার ; সাকল্যে এই পঞ্চাশৎ পদার্থই প্রত্যয়সর্গ।

অতঃপর এইসমস্ত ভেদ বিবৃত হইতেছে—

বিপর্য্যয়ভেদ।

ভেদস্তমসোঽষ্টবিধো মোহস্য চ দশবিধো মহামোহঃ।
তামিস্রোঽষ্টাদশধা তথা ভবত্যন্ধতামিস্রঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয় :—তমসঃ মোহস্য চ অষ্টবিধঃ ভেদঃ, মহামোহঃ দশবিধঃ, তামিস্রঃ তথা অন্ধতামিস্রঃ অষ্টাদশধা ভবতি। ৪৮।

অর্থ :—পঞ্চবিপর্য্যয়। যথা—তম (অবিদ্যা), মোহ (অস্মিতা) মহামোহ (রাগ), তামিস্র (দ্বেষ), অন্ধতামিস্র (অভিনিবেশ)। তম বা অবিদ্যা অনাত্মে আত্মখ্যাতি, তাহা অষ্টবিধ। অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্র এই অনাত্ম-স্বরূপ অষ্টপ্রকৃতিতে যে আত্মখ্যাতি, তাহাই অষ্টবিধ অবিদ্যা। প্রকৃতিলয় আদি অবস্থাতে ঐরূপ বিপরীত আত্মখ্যাতি হয়।

অস্মিতা দৃক্‌শক্তি ও দর্শনশক্তির একাত্মতা এবং অবিদ্যারই অবান্তরভেদ। বুদ্ধির (অহঙ্কার, মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ইহারাও বুদ্ধির অঙ্গ বলিয়া বুদ্ধির মত জ্ঞানশক্তি) সহিত দ্রষ্টার একত্বখ্যাতি, যাহাতে আমি ঐ শক্তিমান্ বলিয়া খ্যাতি হয়, তাহাই অস্মিতা।

রাগনামক মহামোহ দশপ্রকার। সুখলক্ষণ মানুষ ও দিব্য যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই দশ বিষয়, তাহাতে অনুরক্তিই দশ মহামোহ।

তামিস্র বা দ্বেষ অষ্টাদশ প্রকার। দুঃখলক্ষণ শব্দাদি পঞ্চ মানুষ বিষয় (তাদৃশ দৈব বিষয় নাই), পঞ্চ নারক বিষয় এবং অষ্টবিধ

অণিমাদি ঐশ্বর্য্যের বিঘাতরূপ অনৈশ্বর্য্যে যে দ্বেষ, তাহাই অষ্টাদশ তামিস্র। *

আর সুখলক্ষণ দশ বিষয় এবং অষ্ট ঐশ্বর্য্য, এই অষ্টাদশ বিষয়ের নাশের শঙ্কাজনিত যে অষ্টাদশ ভয়স্থান, তাহাই অন্ধতামিস্র বা অভিনিবেশ। আঠাইশটী অশক্তি যথা :—

অশক্তিভেদ।

একাদশেন্দ্রিয়বধাঃ সহবুদ্ধিবধৈ রশক্তি রুদ্দিষ্টা।
সপ্তদশবধা বুদ্ধের্বিপর্য্যয়াৎ তুষ্টিসিদ্ধীনাম্॥ ৪৯॥

অন্বয় :—বুদ্ধিবধৈঃ সহ একাদশেন্দ্রিয়বধাঃ অশক্তিঃ উদ্দিষ্টা। তুষ্টি-সিদ্ধীনাং বিপর্য্যয়াৎ বুদ্ধেঃ সপ্তদশবধাঃ। ৪৯।

অর্থ :—এগারটী ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য এবং বুদ্ধির সপ্তদশ প্রকার বধ, এই অষ্টাবিংশতি অশক্তি। নয় প্রকার তুষ্টি এবং অষ্টপ্রকার সিদ্ধি এই সপ্তদশ প্রকার ভাবের যে বিপর্য্যাস, তাহাই উক্ত সপ্তদশ বুদ্ধিবধ।

ঐন্দ্রিয়িক অশক্তি সকলের সংগ্রহশ্লোক যথা :—

বাধির্য্যং কুষ্ঠিতান্ধত্বং জড়তাঽজিঘ্রতা তথা।
মূকতা-কৌণ্যপঙ্গুত্ব-ক্লৈব্যোদাবর্ত্তমন্দতাঃ॥

অর্থাৎ বধিরতা, কুষ্ঠিতা, অন্ধতা, জিহ্বার জড়তা বা উপজিহ্বিকা, অজিঘ্রতা বা ঘ্রাণপাক, মূকতা, কুণিতা বা হস্তবৈকল্য, খান্জ বা পঙ্গুত্ব, গুদাবর্ত্ত, ক্লৈব্য এবং মনের মন্দতা বা উন্মাদাদি।

অতঃপর তুষ্টি ও সিদ্ধি কথিত হইতেছে। নয় প্রকার তুষ্টি যথা :—

তুষ্টিভেদ।

আধ্যাত্মিকাশ্চতস্রঃ প্রকৃত্যুপাদানকালভাগ্যাখ্যাঃ।
বাহ্যা বিষয়োপরমাৎ পঞ্চ নব তুষ্টয়োঽভিমতাঃ॥ ৫০॥

অন্বয় :—প্রকৃতি-উপাদান-কাল-ভাগ্য-আখ্যাঃ চতস্রঃ আধ্যাত্মিকাঃ ; বিষয়োপরমাৎ পঞ্চ বাহ্যাঃ (ইতি) তুষ্টয়ঃ নব অভিমতাঃ। ৫০।

অর্থ—প্রকৃতি, উপাদান, কাল ও ভাগ্য, এই চারিপ্রকার আধ্যাত্মিক

---

* এই সকল পদার্থ বিষয়ে প্রচলিত ব্যাখ্যাকারদের মতভেদ আছে। সর্ব্বস্থলে প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুসৃত হয় নাই। কারণ উহা স্পষ্টতই অসমীচীন।

তুষ্টি এবং পঞ্চ বাহ্য বিষয় হইতে বিরতিজনিত পঞ্চ বাহ্য তুষ্টি এই নয়, প্রকার তুষ্টি।

তুষ্টি অর্থে মোক্ষপথে কিছু বৈরাগ্য করিয়া তাহাতে তুষ্ট (কারণ বৈরাগ্যই তোষের হেতু) হইয়া থাকা। মোক্ষমার্গ সম্যক্ না বুঝিয়া তদ্বিষয়ে কোন ভ্রান্তি হইতে যে সাধনোদ্যম-রাহিত্যজনিত এবং অল্পাধিক বৈরাগ্যজনিত তুষ্টভাব, তাহাই আধ্যাত্মিক তুষ্টি। তন্মধ্যে—

(১) প্রকৃতি-তুষ্টি অর্থে প্রাকৃতভাবে বৈরাগ্য করিয়াই (পুরুষজ্ঞান-ব্যতীত) চরমগতি লাভ হয়, এইরূপ ভ্রান্ত ভাব (ঐরূপ ধারণামাত্র) লইয়া যে তুষ্টি। *

(২) উপাদান-তুষ্টি। মোক্ষপথের বাহ্য উপকরণ দণ্ডকমণ্ডলু আদির উপাদান বা গ্রহণ করিয়া এবং অন্য বিষয়ে বৈরাগ্য করিয়া যাহারা 'মোক্ষ-সিদ্ধ হইব' মনে করিয়া তুষ্ট থাকেন, এবং বিবেক সাধনে বিরাগ বা উদ্যমরাহিত্যে তুষ্ট থাকেন, তাহাদের সেই ভ্রান্তভাবজনিত তুষ্টিই উপাদান-তুষ্টি। এরূপ ভ্রান্তিযুক্ত বহু লিঙ্গধারী পুরুষ বিচরণ করিয়া থাকেন।

(৩) কাল-তুষ্টি। কালে মোক্ষ হইবে ইহা মনে করিয়া মোক্ষ-সাধন-বিষয়ে বৈরাগ্য বা উদ্যমহীনতা-জনিত যে তুষ্টি, তাহাই কাল-তুষ্টি।

কালেই বৃক্ষ পুষ্পিত হয়, ফল পাকে, অতএব কালেই সমস্ত বিকসিত হয়। জীবসকল কালক্রমেই বিকসিত হইয়া মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছে, অতএব কালেই মুক্তি হয়। এইরূপ ভ্রান্ত মতই কালতুষ্টি।

---

* শূন্যাত্মবাদীরা ঐরূপে তুষ্ট। তাহাদের শূন্য 'আছে', কিন্তু তাহা ব্যক্তধর্ম্মশূন্য ও চিদ্ধর্ম্মশূন্য, সুতরাং তাহাই আমাদের 'অব্যক্ত'। তাহাই চরমগতি এবং সমস্ত প্রাকৃতভাবে বিরাগ করিয়া তাহার লাভ হয়, এইরূপ তাহাদের মত। তাদৃশ মত লইয়া যে তুষ্টি, যাহার মূল প্রাকৃতবিষয়ে বৈরাগ্য, তাহা ঈদৃশ তুষ্টির উদাহরণ। 'বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ' ইত্যাদি কারিকা দ্রষ্টব্য।

জীবসকল কেহই কালবশে মোক্ষমার্গে অগ্রসর হয় না, কিন্তু উদ্যমের দ্বারাই হয়। মোক্ষবিষয়ে উদ্যম না করিলে জীব সর্ব্বকালেই সংসারী থাকিবে, কখনও মুক্তির দিকে অগ্রসর হইবে না। রাম, শ্যাম, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি অধুনাতন দেহীরা যদি অনাদি কাল হইতে মুক্তির দিকে অগ্রসর হইত, তবে এতদিনে মোক্ষপথ অতিক্রম করিয়া মুক্ত হইত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে মোক্ষ-ধর্ম্মের কোন লক্ষণই নাই, পূরা সংসার-ধর্ম্মেরই লক্ষণ। মুক্তির পথ অনন্ত নহে, অতএব অনাদি কাল হইতে মুক্তির দিকে কেহ অগ্রসর হইলে (ধীরেই হউক বা দ্রুতই হউক) এতদিনে সেই সান্ত মোক্ষপথ সকলেই অতিক্রম করিত। "কালে মুক্তি হয়" এই ভ্রান্তিতে তুষ্ট ব্যক্তিদের কালতুষ্টি।

(৪) ভাগ্য-তুষ্টি। ভাগ্যেই বা অদৃষ্টবশেই মুক্তি হয়, এরূপ ভ্রান্তধারণায় মোক্ষসাধনে বৈরাগ্য বা উদ্যমরাহিত্য হইতে যে তুষ্টি, তাহাই ভাগ্য-তুষ্টি। এই দুই প্রকারের তুষ্ট লোকও অনেক দেখা যায় এবং সর্ব্বকালেই আছে। এককালে না এককালে মুক্তি হইবেই হইবে ইহা কাল-তুষ্টি, আর ভাগ্যে থাকিলে মুক্তি হইবে নচেৎ নহে ইহা ভাগ্য-তুষ্টি।

আধ্যাত্মিক ভাব বা মত লইয়াই ঐ চারি প্রকার তুষ্টি হয় বলিয়া উহাদের নাম আধ্যাত্মিক তুষ্টি।

বাহ্য বিষয় যে শব্দস্পর্শাদি, তাহাতে বৈরাগ্য করিয়া যে তুষ্টি, তাহাই বাহ্য-তুষ্টি নামে খ্যাত। অর্জ্জন, রক্ষণ, ক্ষয়, সঙ্গ ও হিংসা বাহ্য বিষয়ের এই পঞ্চ দোষ দেখিয়াই বাহ্য বিষয়ে বৈরাগ্য হয়। কিন্তু ঐ বৈরাগ্যমাত্রই মোক্ষের সমগ্র সাধন নহে। উহার উপরিস্থিত পরবৈরাগ্যই মোক্ষের মুখ্য সাধন। তাহার সাধনে উদ্যমরহিত হইয়া কিছু কিছু বাহ্য বিষয়ে বৈরাগ্য করিয়া তুষ্ট হওয়াই বাহ্য-তুষ্টি। এইরূপে তুষ্ট লোকও অনেক দেখা যায়।

এই নয় প্রকারে তুষ্ট লোক মোক্ষপথে অগ্রসর হয় না। তুষ্টি-সকলের অন্য নাম আছে। তাহারা যথা—অম্ভ, সলিল, মেঘ, বৃষ্টি, সুতম, পার, সুনেত্র, নারীক এবং অনুত্তমাম্ভ। বাচস্পতি মিশ্র কিছু ভিন্ন নামের উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—অম্ভ, সলিল, মেঘ, বৃষ্টি, পার, সুপার, পারপার, অনুত্তমাম্ভ এবং উত্তমাম্ভ। বাহ্য তুষ্টির মধ্যে প্রথমটী বিষয়ের অর্জ্জন দোষ দেখিয়া বিরাগ, দ্বিতীয়টী রক্ষণ দেখিয়া, তৃতীয়টী ক্ষয় দেখিয়া, চতুর্থটী সঙ্গ দেখিয়া এবং পঞ্চমটী হিংসা দেখিয়া বৈরাগ্য।

অতঃপর আটটী সিদ্ধি কথিত হইতেছে। কারিকা যথা :—

সিদ্ধিভেদ।

উহঃশব্দোঽধ্যয়নং দুঃখবিঘাতাস্ত্রয়ঃ সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ।
দানং চ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ সিদ্ধেঃ পূর্ব্বোঽঙ্কুশস্ত্রিবিধঃ ॥৫১॥

অন্বয় :—উহঃ, শব্দঃ, অধ্যয়নং, ত্রয়ঃ দুঃখবিঘাতাঃ, সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ, দানম্ ইতি অষ্টৌ সিদ্ধয়ঃ। পূর্ব্ব ত্রিবিধঃ (পূর্ব্বের ত্রিবিধ পদার্থ বা বিপর্য্যয়, অশক্তি ও তুষ্টি) সিদ্ধেঃ অঙ্কুশঃ (সিদ্ধির বিরোধী)। ৫১।

অর্থ :—উহ, শব্দ, অধ্যয়ন, সুহৃৎপ্রাপ্তি, আধ্যাত্মিকদুঃখবিঘাত, আধিভৌতিকদুঃখবিঘাত, আধিদৈবিকদুঃখবিঘাত এবং দান এই আটটী সিদ্ধি। পূর্ব্বেকার তিনটী অর্থাৎ বিপর্য্যয় অশক্তি ও তুষ্টি) সিদ্ধির অঙ্কুশ বা বিরোধী ॥

উহ অর্থে প্রতিভা। প্রতিভা বা স্বকীয় পূর্ব্ব সংস্কার হইতে যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা উহ বা 'তার' নামক সিদ্ধি। পরের বাক্য শ্রবণ করিয়া যে তত্ত্ববিজ্ঞান, তাহাই শব্দ বা 'সুতার' নামক দ্বিতীয় সিদ্ধি। স্বয়ং অধ্যয়ন করিয়া তত্ত্ববিজ্ঞান হইলে তাহার নাম তৃতীয় অধ্যয়ন সিদ্ধি বা 'তারতার'। গুরু ও সব্রহ্মচারী বা মোক্ষপথের সহায়ক সুহৃৎ-দের লাভ সুহৃৎপ্রাপ্তি নামক চতুর্থ সিদ্ধি। ইহার অন্য নাম 'রম্যক'। ইহার পর সাধনের দ্বারা ত্রিবিধ দুঃখ বিঘাতিত হইলে, যথাক্রমে

ত্রিবিধদুঃখবিঘাত নামক সিদ্ধি হয়। তাহাদের অপর নাম যথাক্রমে 'প্রমোদ,' 'প্রমুদিত' এবং 'প্রমোদমান'।

অষ্টম সিদ্ধি দান বা অবদান। অর্থাৎ সিদ্ধির সম্যক্ নির্ম্মলতা-রূপ বিবেকখ্যাতিই দান। ইহার অপর নাম 'সদাপ্রমুদিত'।

তার, সুতার, তারতার, রম্যক্, প্রমোদ, প্রমুদিত, প্রমোদমান এবং সদাপ্রমুদিত—এই অষ্টসিদ্ধি মোক্ষমার্গের সহায়ক সিদ্ধি।

ভৌতিকসর্গ।

ভাব ও লিঙ্গ এই দ্বিবিধ প্রত্যয়-সর্গের বিভাগ প্রদর্শিত হইল। অতঃপর ভৌতিক সর্গের বিভাগ প্রদর্শিত হইতেছে। কারিকা যথা :—

অষ্টবিকল্পো দৈবস্তৈর্য্যগ্‌যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি।
মানুষ্যশ্চৈকবিধঃ সমাসতো ভৌতিকঃ সর্গঃ॥ ৫৩॥

অন্বয়:—দৈবঃ অষ্টবিকল্পঃ (অষ্টপ্রকার) তৈর্য্যগ্‌যোনশ্চ পঞ্চধা, একবিধঃ মানুষ্যঃ সমাসতঃ ভৌতিকঃ সর্গঃ ভবতি। ৫৩।

অর্থ:—দৈবশরীর অষ্টবিধ, তির্য্যক্‌জাতি পঞ্চবিধ এবং মানুষজাতি একবিধ। ইহারাই ভৌতিক সর্গ।

ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, পৈত্র্য, গান্ধর্ব্ব, যাক্ষ, রাক্ষস এবং পৈশাচ এই অষ্টবিধ দৈবজাতি। পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ ও স্থাবর বা উদ্ভিদ্, * এই পঞ্চ জাতি তির্য্যক্। ইহারা এবং মনুষ্য, সাকল্যে এই চতুর্দ্দশবিধ ভৌতিক বা ভূতনির্ম্মিত সর্গ। দেবতাদের শরীর অপেক্ষা-কৃত সূক্ষ্ম হইলেও তাহা পাঞ্চভৌতিক। ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। পাঞ্চভৌতিক শরীরব্যতীত ভোগ ও কর্ম্ম হয় না।

সর্গের সাত্ত্বিকাদি ভেদ।

ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশাল স্তমোবিশালশ্চ মূলতঃ সর্গঃ।
মধ্যে রজোবিশালো ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তঃ॥ কাঃ ৫৪॥

---

* পশু ও মৃগ এইরূপ বিভাগ না করিয়া পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, পতঙ্গ বা কীট, এবং স্থাবর এরূপ বিভাগ করিলে অধিকতর সমীচীন হয়।

অন্বয়ঃ—ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালঃ, মূলতঃ তমোবিশালঃ মধ্যে চ রজো-বিশালঃ সর্গঃ ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তম্। ৫৪।

অর্থ—উহাদের মধ্যে উর্দ্ধ বা দৈব সর্গ সত্ত্বপ্রধান, মধ্য বা মানুষ সর্গ রজঃপ্রধান, আর অধ বা তৈর্য্যক সর্গ তমঃপ্রধান। ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত ভৌতিক সর্গ বিস্তৃত। অর্থাৎ সমস্ত শরীরই ভৌতিক সর্গের অন্তর্গত।

সংক্ষিপ্ত সর্গ-বিভাগ। এস্থলে সর্গবিভাগ সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে। সর্গ দ্বিবিধ—প্রত্যয়সর্গ ও তন্মাত্রসর্গ।

(১) প্রত্যয়সর্গ পুনশ্চ দ্বিবিধ—লিঙ্গ ও ভাব। লিঙ্গ=ত্রয়োদশ করণ; আর ভাব সেই করণসকলের কার্য্য। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য এবং অনৈশ্বর্য্য এই অষ্ট ভাব। ধর্ম্মাদির নাম করণাশ্রয়ী ভাব। ভাবসকল পুনশ্চ পঞ্চাশসংখ্যক—৫ বিপর্য্যয়, ২৮ অশক্তি, ৯ তুষ্টি এবং ৮ সিদ্ধি।

৫ বিপর্য্যয়=অবিদ্যা (তম), অস্মিতা (মোহ), রাগ (মহামোহ), দ্বেষ (তামিস্র) এবং অভিনিবেশ (অন্ধতামিস্র)।

২৮ অশক্তি=১৩টী করণের বিকলতা এবং নয় তুষ্টির ও অষ্টসিদ্ধির অভাব।

৯ প্রকার তুষ্টি; ১ম আধ্যাত্মিক; ২য় বাহ্য—

১ম আধ্যাত্মিক=প্রকৃতিতুষ্টি (অম্ভ), উপাদানতুষ্টি (সলিল), কালতুষ্টি (মেঘ), ভাগ্যতুষ্টি (বৃষ্টি)।

২য় বাহ্য=অর্জ্জন, রক্ষণ, সঙ্গ, ক্ষয় ও হিংসা এই পঞ্চ দোষ দেখিয়া পঞ্চবিষয়ে পঞ্চবিধ বৈরাগ্যজনিত পঞ্চতুষ্টি। তাহারা=পার, সুপার, পারপার, অনুত্তমাম্ভ ও উত্তমাম্ভ।

৮ সিদ্ধি=উহ (তার), শব্দ (সুতার), অধ্যয়ন (তারতার), সুহৃৎপ্রাপ্তি (রম্যক), আধ্যাত্মিকদুঃখবিঘাত (প্রমোদ), আধিভৌতিক-

দুঃখবিঘাত (প্রমুদিত), আধিদৈবিকদুঃখবিঘাত (প্রমোদমান) এবং দান (সদাপ্রমুদিত)।

(২) তন্মাত্র সর্গ = পঞ্চমহাভূত।

ভূতসর্গ হইতে ভৌতিক সর্গ।

ভৌতিক সর্গ দ্বিবিধ = দেহ ও প্রভূত।

প্রভূত = ঘটপ্রস্তরাদি অসংখ্য অজৈবিক দ্রব্য।

দেহ দ্বিবিধ = সূক্ষ্ম এবং মাতাপিতৃজ বা স্থূল।

সূক্ষ্ম অষ্টবিধ (দৈব ও নারক)। { ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, পৈত্র্য, গান্ধর্ব্ব, যাক্ষ, রাক্ষস এবং পৈশাচ।

স্থূল দ্বিবিধ = মানুষ্য এবং তৈর্য্যক।

মানুষ্য = একবিধ

তৈর্য্যক পঞ্চবিধ (স্থাবর ও জঙ্গম) = { পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, কীট ও উদ্ভিদ্

দেহের ভাব = কর্ম্মাশয় বা সূক্ষ্মবীজজীব, জরা, মরণ, কলল, বুদ্বুদ, মাংস, পেশী আদি। ইহারা—কার্য্যাশ্রয়ী ভাব।

সর্গের ফল—দুঃখ। দুঃখনিবৃত্তি কিসে হয়, এই জিজ্ঞাসা হইতে শাস্ত্র আরম্ভ হইয়াছে। তদুত্তরে বলা হইয়াছিল যে, ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং জ্ঞ এই ত্রিপদার্থের বিজ্ঞান হইতে দুঃখনিবৃত্তি হয়। এ যাবৎ ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং জ্ঞ পদার্থের লক্ষণ, কার্য্য ও বিভাগ, শাস্ত্র-প্রমাণ ও অনুমান-প্রমাণের দ্বারা বিবৃত হইল। অধুনা তদ্দ্বারা কেন দুঃখনিবৃত্তি হয়, তাহা বিবৃত হইতেছে। কারিকা যথা :—

তত্র জরামরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ।
লিঙ্গস্যাঽঽবিনিবৃত্তেস্তস্মাদ্দুঃখং স্বভাবেন ॥ ৫৫ ॥

অন্বয় :—তত্র (শরীর ধারণে) চেতনঃ পুরুষঃ জরামরণকৃতং

দুঃখং প্রাপ্নোতি, লিঙ্গস্য আবিনিবৃত্তেঃ (যতদিন না লিঙ্গদেহের নিরোধ হয়)। তস্মাৎ স্বভাবেন দুঃখং (সংসার স্বভাবতই দুঃখকর)। ৫৫।

অর্থ—প্রাগুক্ত শরীরসকল ধারণ করিলে জরা ও মরণজনিত দুঃখ (অন্য দুঃখ ত আছেই) চেতন পুরুষ প্রাপ্ত হন। যতক্ষণ না লিঙ্গ বিনিবৃত্ত হয়, ততক্ষণ দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। অতএব স্বভাবতই প্রত্যয় সর্গ ও ভৌতিক সর্গ দুঃখময়। প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে ব্যক্ত সর্গ হয়। ব্যক্তসর্গ বুদ্ধ্যাদি লিঙ্গ, শরীর এবং বিষয় এই ত্রিবিধ ভাবে অবস্থিত। তাহার দ্বারা সুখ, দুঃখ ও মোহ এই ত্রিপ্রকার বেদনা সংঘটিত হয়, কিন্তু কচিৎ সুখ হইলেও জরামরণাদি ঘটিত দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। অতএব সর্গের স্বভাবই দুঃখ।

বুদ্ধ্যাদিরা অচেতন এবং দুঃখ বুদ্ধি-আদিতেই স্থিত। সেই বুদ্ধি দ্রষ্টার দ্বারা প্রতিসংবিদিত হওয়াতেই বুদ্ধিস্থ দুঃখ উপদৃষ্ট হয়। চিদ্রূপ পুরুষের দ্বারা দুঃখ-বুদ্ধির উপদর্শনই পুরুষের দুঃখপ্রাপ্তি বা দুঃখসংযোগ। যতদিন বুদ্ধ্যাদি লিঙ্গ থাকিবে, ততদিন ঐরূপে দুঃখসংঘটন অবশ্যম্ভাবী; অতএব লিঙ্গের বিনিবৃত্তি পর্য্যন্ত দুঃখ ঘটে।

লিঙ্গের বিনিবৃত্তি কিসের দ্বারা হয়, তাহা বিবৃত হইতেছে। কারিকা যথা :—

লিঙ্গনিবৃত্তির উপায়।

রূপৈঃ সপ্তভিরেব বধ্নাত্যাত্মানম্ আত্মনা প্রকৃতিঃ।
সৈব পুরুষার্থং প্রতিবিমোচয়ত্যেকেন রূপেণ॥ ৬৩॥

অন্বয় :—প্রকৃতিঃ সপ্তভিঃ এব রূপৈঃ (ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য অনৈশ্বর্য্য এই সাত রূপের দ্বারা) আত্মানম্ আত্মনা বধ্নাতি। সা এবচ একরূপেণ (জ্ঞান নামক একটী রূপের দ্বারা) পুরুষার্থং প্রতি (পুরুষার্থ নিমিত্তে) বিমোচয়তি (আপনাকে মুক্ত করে)। ৬৩।

অর্থ :—বুদ্ধির যে অষ্টরূপের বা ভাবের বিষয় কথিত হইয়াছে. তন্মধ্যে ধর্ম্মাদি সপ্তরূপের দ্বারা প্রকৃতি নিজেকেই নিজে বদ্ধ করে

আর জ্ঞান বা বিবেকনামক একটী রূপের দ্বারা আপনাকেই মুক্ত করে। এই দুই কার্য্য পুরুষার্থকে বা পুরুষের দ্বারা উপদর্শনকে নিমিত্ত করিয়াই প্রকৃতি করে।

তস্মান্ন বধ্যতে নাপি মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ।
সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ॥ কাঃ ৬২॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ কশ্চিৎ (পুরুষ) ন বধ্যতে নাপি মুচ্যতে নাপি সংসরতি। সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ। ৬২।

অর্থঃ—উপরি উক্ত জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি প্রকৃত পক্ষে কাহার হয়? 'পুরুষের মুক্তি' ইহা সাধারণত বোধ হয় বটে, কিন্তু স্বভাবত-দুঃখাতীত পুরুষের মুক্তি বাস্তব নহে; কারণ, বিকার ও দুঃখ প্রকৃতিতেই থাকে। পুরুষ তাহা ব্যক্তীকরণের হেতু বলিয়া দুঃখ ও দুঃখমুক্তি তাঁহাতে উপচরিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে পুরুষের কৈবল্য হয় এবং বুদ্ধিরই মুক্তি বা নিবৃত্তি (নিবৃত্তি ও দুঃখমুক্তি একই কথা; কারণ, বুদ্ধির প্রবৃত্তি ও দুঃখ অবশ্যম্ভাবী) হয়। ইহাই এই কারিকায় বলিতেছেন—অতএব কোনও পুরুষ বদ্ধ বা মুক্ত বা সংসৃত (জন্মপরম্পরা-গ্রহণকারী) হন না। কিন্তু নানাশ্রয়া প্রকৃতিই বস্তুত বদ্ধ, মুক্ত ও সংসৃত হয়।

বিবেকাভ্যাস। বিবেকজ্ঞানরূপ যে ভাবের দ্বারা লিঙ্গের নিবৃত্ত হয়, সেই জ্ঞানের স্বরূপ কথিত হইতেছে।

এবং তত্ত্বাভ্যাসান্ নাস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষম্।
অবিপর্য্যয়াদ্ বিশুদ্ধং কেবলম্ উৎপদ্যতে জ্ঞানম্॥ ৬৪॥

অন্বয়ঃ—এবং ন-অস্মি, নাহং, ন মে ইতি অপরিশেষং তত্ত্বাভ্যাসাৎ অবিপর্য্যয়াৎ (অবিপর্য্যয়হেতু) বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানম্ উৎপদ্যতে। ৬৪।

অর্থঃ—অস্মি বা আমিমাত্র যে বুদ্ধি, অহং বা আমি এরূপ ওরূপ ইত্যাদি অহন্তাযুক্ত যে অহংকার, আর "আমার আমার" এরূপ মননযুক্ত

যে মমতা, এই তিন ভাবকে নিষেধ করিয়া, আমার কিছু নাই বা আমি কিছু চাই না—(ন মে), আমি শরীরাদিমান্ নহি (নাহং) আমি (ব্যবহারিক) জ্ঞাতা নহি (নাস্মি), এই ত্রিবিধ অবিপর্য্যস্ত বা যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাসের দ্বারা বিশুদ্ধ, অপরিশেষ, কেবল জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

বিশুদ্ধ=অজ্ঞানহীন। অপরিশেষ=জ্ঞাতব্যতা সম্যক্ শেষ হওয়াতে যাহা চরম। কেবল=পুরুষ ঐ ত্রিবিধ ভ্রান্ত আমিত্ব হইতে পৃথক্ এতন্মাত্রে পর্য্যবসিত। এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত বিবেকজ্ঞান উদিত হয়। উহার দ্বারাই লিঙ্গের বিনিবৃত্তি হয়। উহার সাধনের বিশেষ বিবরণ যোগদর্শনে প্রদর্শিত হইয়াছে।

উৎপত্তি-বিষয়ক শাস্ত্র। অধুনা এই শাস্ত্রের উৎপত্তির বিবরণ কারিকাতে যাহা আছে, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে।—

পুরুষার্থজ্ঞানমিদং গুহ্যং পরমর্ষিণা সমাখ্যাতম্।
স্থিত্যুৎপত্তিপ্রলয়াশ্চিন্ত্যন্তে যত্র ভূতানাম্॥ ৬৯॥
এতৎ পবিত্রমগ্র্যং মুনিরাসুরয়েঽনুকম্পয়া প্রদদৌ।
আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেন চ বহুধা কৃতং তন্ত্রম্॥ ৭০॥

অন্বয়ঃ—ইদং গুহ্যং পরমর্ষিণা সমাখ্যাতং পুরুষার্থজ্ঞানং। যত্র ভূতানাং স্থিতি-উৎপত্তি-প্রলয়াঃ চিন্ত্যন্তে। ৬৯।

অন্বয়ঃ—এতৎ পবিত্রম্ অগ্র্যং মুনিঃ (কপিল মুনি) অনুকম্পয়া আসুরয়ে প্রদদৌ, আসুরিঃ অপি পঞ্চশিখায়, তেন তন্ত্রং বহুধা কৃতম্। ৭০।

অর্থঃ—পরমর্ষি কপিলের দ্বারা সমাখ্যাত এই গুহ্য পুরুষার্থ-জ্ঞান। ইহাতে ভূতসকলের স্থিতি, উৎপত্তি ও প্রলয় চিন্তিত হয়।

এই পবিত্র, অগ্র্য বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কপিলমুনি অনুকম্পাপূর্ব্বক আসুরি ঋষিকে দিয়াছিলেন। আসুরি পঞ্চশিখকে দিয়াছিলেন। পঞ্চশিখ এই ষষ্ঠিতন্ত্রকে বহুধা করিয়াছিলেন।

শিষ্যপরম্পরয়াগতম্ ঈশ্বরকৃষ্ণেণ চৈতদার্য্যাভিঃ।
সংক্ষিপ্তমার্য্যমতিনা সম্যগ্ বিজ্ঞায় সিদ্ধান্তম্ ॥ ৭১ ॥
সপ্তত্যাং কিল যেঽর্থাস্তে কৃৎস্নস্য ষষ্টিতন্ত্রস্য।
আখ্যায়িকাবিরহিতাঃ পরবাদবিবর্জ্জিতাশ্চাপি ॥ ৭২ ॥

অন্বয় :—শিষ্যপরম্পরয়াগতং আর্য্যমতিনা ঈশ্বরকৃষ্ণেণ সম্যক্ বিজ্ঞায় এতৎ আর্য্যাভিঃ সংক্ষিপ্তং সিদ্ধান্তং (প্রণীতং)। ৭১।

অন্বয় :—যে কিল সপ্তত্যাম্ অর্থাঃ তে কৃৎস্নস্য ষষ্টিতন্ত্রস্য আখ্যায়িকাবিরহিতাঃ পরবাদবিবর্জ্জিতাঃ চ (অর্থাঃ)। ৭২।

অর্থ :—শিষ্যপরম্পরায় আগত এই সাংখ্যসিদ্ধান্ত সম্যক্ জানিয়া উচ্চমতি ঈশ্বরকৃষ্ণ এইসকল আর্য্যার দ্বারা প্রণয়ন করিলেন।

এই সপ্ততি আর্য্যাতে যে অর্থ, তাহাই সমস্ত ষষ্টিতন্ত্রের অর্থ। উহা আখ্যায়িকা এবং পরবাদবিবর্জ্জিত।

এই শাস্ত্রের এক নাম ষষ্টিতন্ত্র। কারণ ইহাতে ষষ্টি-সংখ্যক বিষয়ের বিচার ও বিবরণ আছে। সেই ষাট বিষয় যথা, রাজবার্ত্তিকে—

প্রধানাস্তিত্বমেকত্বম্ অর্থবত্ত্ব মথান্যতা।
পারার্থ্যঞ্চ তথানৈক্যং বিয়োগো যোগ এব চ ॥
শেষবৃত্তিরকর্ত্তৃত্বং মৌলিকার্থাঃ স্মৃতা দশ।
বিপর্য্যয়ঃ পঞ্চবিধা স্তথোক্তা নব তুষ্টয়ঃ ॥
করণানামসামর্থ্যম্ অষ্টাবিংশতিধা মতম্।
ইতি ষষ্টিপদার্থানাম্ অষ্টাভিঃ সহ সিদ্ধিভিঃ ॥

অর্থ :—প্রধান ও পুরুষের অস্তিত্ব (১) তাহাদের বিয়োগ (২) তাহাদের যোগ (৩), প্রধানের একত্ব (৪), প্রধানের অর্থবত্ত্ব (৫), তাহার পারার্থ্য (৬), পুরুষের অন্যত্ব (প্রধান হইতে) (৭), তাঁহার

অকর্ত্তৃত্ব (৮), তাঁহার অনৈক্য বা বহুত্ব (৯) স্থূল ও সূক্ষ্মের স্থিতি। (১০)।

এই দশটী মৌলিক অর্থ বা বিষয়। ইহার সহিত পঞ্চ বিপর্য্যয়, নয় তুষ্টি, অষ্টাবিংশতি অশক্তি এবং অষ্ট সিদ্ধি এই পঞ্চাশ বিষয় যোগ করিয়া সাকল্যে ষষ্টি বিষয় হইল।

সাংখ্যশাস্ত্রে এই ষষ্টি বিষয় আছে বলিয়া ইহার এক নাম ষষ্টিতন্ত্র।

সাংখ্য নামের অর্থ—মহাভারতে যথা—

সাংখ্য।

সংখ্যাং প্রকুর্ব্বতে যস্মাৎ প্রকৃতিঞ্চ প্রচক্ষতে।
তত্ত্বানি চ চতুর্ব্বিংশৎ তেন সাংখ্যং প্রকীর্তিতম্॥

অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষ আদি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সংখ্যা করা হয় বলিয়া এবং ঐ সকল তত্ত্বের সম্যাখ্যান করা হয় বলিয়াই এই শাস্ত্রের নাম সাংখ্য।

সাংখ্যীয় উপমা।

কতকগুলি উপমার ও আখ্যায়িকার দ্বারা দার্শনিক বিষয় বুঝান হয়। তাহা এস্থলে নিবদ্ধ হইতেছে।

ইতরথান্ধ-পরম্পরা। ৩।৮১ (সাংখ্য সূত্র)

কেবল অন্ধপরম্পরা হইতে প্রাপ্ত বিষয়ে যেমন রূপ-সম্বন্ধীয় কোনও ধারণা থাকার সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ অমুক্ত ব্যক্তিদিগের পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত বিদ্যায় বিমোক্ষসম্বন্ধীয় কোন বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান থাকার সম্ভাবনা নাই। সাংখ্যযোগ-বিদ্যাতে বিমুক্তিবিষয়ক বিশেষ কথা থাকায় (ন্যায়াদি অন্য শাস্ত্রেও বিমোক্ষের জন্য যোগের অপেক্ষা স্বীকৃত হয়) সাংখ্যযোগের আদিমবক্তা যে সাক্ষাৎকারী ঋষি, তাহা সিদ্ধ হয়। চিৎ, অসম্প্রজ্ঞাতসমাধি প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় পদার্থের জ্ঞান অধুনা আমাদের নিকট অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হইলেও তাদৃশ অনুমানের জন্য প্রথমত সেইবিষয়ক প্রতিজ্ঞার আবশ্যক। কারণ, অচিন্তনীয় বস্তুর প্রথমে কোন পরিচয় না থাকিলে তাহাতে অনুমানের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অতএব চিৎ, মুক্তি প্রভৃতি-বিষয়ক জ্ঞান অচিন্তনীয়ত্বহেতু হয় শিক্ষণীয়, নয় সাক্ষাৎ করণীয়। আদি শিক্ষকের তাহা শিক্ষণীয় হইতে পারে না, সুতরাং আদি উপদেষ্টার তাহা সাক্ষাৎকৃত জ্ঞান। ইহাতে প্রমাণিত হয়, যোগশাস্ত্র প্রথমে প্রত্যক্ষকারী পুরুষের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে।

রাজপুত্রবৎ তত্ত্বোপদেশাৎ॥ সাংখ্য সূত্র। ৪১

কোন রাজপুত্র কুক্ষণে জন্মগ্রহণ করাতে রাজার দ্বারা ত্যক্ত হয়েন। পরে বনে শবরাধিপতির দ্বারা তিনি পালিত হইয়া

নিজেকে শবর বা ব্যাধ মনে করিতেন। রাজা মৃত হইলে অমাত্যগণ যাইয়া রাজপুত্রকে আনয়ন করত তাঁহাকে নিজের জন্ম-বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন। তাহাতে রাজপুত্রের নিজের প্রকৃত পরিচয়ের জ্ঞান হইল। সেইরূপ 'আমি শরীর' 'আমি মন' ইত্যাদি প্রকারে ভ্রান্ত দেহী তত্ত্বোপদেশের দ্বারা নিজের প্রকৃত স্বরূপ বিজ্ঞাত হয়।

পিশাচবদ্ অন্যার্থোপদেশেঽপি ॥ ৪।২ (সাং সূং)

কোন বনে এক আচার্য্য এক শিষ্যকে তত্ত্বোপদেশ করিতেছিলেন। তথাকার এক পিশাচ তাহা শ্রবণ করিয়া কথঞ্চিৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিল। এইরূপে, এক জনকে উপদেশ করিলেও তাহাতে অন্যের জ্ঞান হইতে পারে।

পিতাপুত্রবদ্ উভয়োর্দৃষ্টত্বাৎ ॥ ৪।৪ (সাং সূং)

উপদেষ্টা ও উপদেশ্য উভয়েই, যদি তত্ত্বদর্শন করিতে পারে, তবেই কৃতার্থ হইতে পারে। তাহাদের গুরু ও শিষ্য হওয়া যে আবশ্যক, এরূপ নিয়ম নাই। পিতাপুত্রের মত।

জনৈক ব্রাহ্মণ দারিদ্র্যহেতু স্বীয় সসত্ত্বা ভার্য্যাকে পিতৃগৃহে রাখিয়া ধনোপার্জ্জনের জন্য দীর্ঘকাল দেশান্তরে বাস করিয়া প্রত্যাগত হইলে স্বীয় পুত্রকে এবং পুত্রও পিতাকে চিনিতে পারিলেন না। পরে ব্রাহ্মণী উভয়কে চিনাইয়া দিলে উভয়ের জ্ঞান হইল। সেইরূপ সুহৃদের উপদেশ হইতেও তত্ত্বজ্ঞান হয়। সর্ব্বত্র গুরুশিষ্য-ভাবেই যে জ্ঞানলাভ হয়, এরূপ নিয়ম নাই।

শ্যেনবৎ সুখদুঃখী ত্যাগবিয়োগাভ্যাম্ ॥ ৪।৫

ত্যাগে ও বিয়োগে যেরূপ শ্যেন যুগপৎ সুখী ও দুঃখী হইয়াছিল, সাংসারিক ব্যক্তিরাও সেইরূপ সুখী ও দুঃখী দুই ভাবেই সর্ব্বদা থাকে। এক ব্যক্তি মৃগয়ায় যাইয়া এক শ্যেনশাবক প্রাপ্ত হয়। তাহাকে পালন করিয়া কিছুদিন পরে সে শ্যেনকে মুক্ত করিয়া দেয়।

তাহাকে মুক্ত করাতে শ্যেন মুক্তি পাইয়া সুখী হইল, কিন্তু পালকের বিয়োগে দুঃখীও হইল।

অহিনির্ল্বয়নীবৎ ॥ ৪।৬

ত্যক্ত নির্ম্মোকের মমতায় যেরূপ এক সর্প অহিতুণ্ডিকের (সাপুড়ের) দ্বারা ধৃত হইয়াছিল, সেইরূপ ত্যক্তবিষয়ের মমতায় আবদ্ধ হইয়া প্রব্রজিতেরা নানা অনর্থভাক্ হইয়া থাকেন। এক সর্প স্বীয় ত্যক্ত নির্ম্মোককে ধূলিধূসরিত দেখিয়া, ইহা আমার ছিল, ইত্যাদিরূপে শোচনা করিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিতে পারিল না। এক অহিতুণ্ডিক সেই নির্ম্মোক দেখিয়া অনুসন্ধান করত নিকটস্থ সর্পকে আবদ্ধ করিয়া লইয়া গেল। সর্পের তাহাতে নানা ক্লেশভোগ ঘটিল।

ছিন্নহস্তবদ্ বা ॥ ৪।৭

অকার্য্য কদাপি কর্ত্তব্য নহে। প্রমাদ বশত কোন অকার্য্য করিয়া ফেলিলে তাহার নিস্কৃতি অবশ্য কর্ত্তব্য, যেমন ছিন্নহস্ত মুনি করিয়াছিলেন।

কোন মুনি স্বীয় ভ্রাতার আশ্রমে যাইয়া ফল আহরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা আসিয়া তাঁহাকে স্তেয়ী বলিলেন। মুনি তাহা স্বীকার করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। ভ্রাতা বলিলেন, হস্তচ্ছেদ ইহার প্রায়শ্চিত্ত। মুনি রাজার নিকট যাইয়া স্বীয় অকার্য্য জানাইয়া হস্তচ্ছেদ-দণ্ড গ্রহণ করিলেন।

অসাধনানুচিন্তনং বন্ধায় ভরতবৎ ॥ ৪।৮

মোক্ষের যাহা অসাধন তাহার অনুচিন্তন করিলে বন্ধনই ঘটে, যেমন ভরতের হইয়াছিল। ভরত মুনি মোক্ষসাধনে নিরত না হইয়া এক মৃগশিশুতে আবদ্ধচিত্ত হয়েন। তাহাতে তাঁহার মোক্ষসিদ্ধি না হইয়া বন্ধন ঘটিয়াছিল।

বহুভির্যোগে বিরোধো রাগাদিভিঃ কুমারীশঙ্খবৎ ॥ ৪।৯

দ্বাভ্যামপি তথৈব ॥ ৪।১০

কুমারীর হস্তস্থ বহুশঙ্খবলয় যেরূপ পরস্পরের সংঘর্ষে ঝনৎকার করে, সেইরূপ বহু যতীর একত্র মিলিতভাবে অবস্থানে রাগদ্বেষাদি উৎপন্ন হইয়া বিরোধ ঘটে। দুইজনের মিলনেও ঐ দোষ ঘটে। মোক্ষসাধনশীলদের একাকী অবস্থানই শ্রেয়।

নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ ॥ ৪।১১

নিরাশ ব্যক্তিরাই সুখী হয়, যেমন পিঙ্গলা। পিঙ্গলা নাম্নী এক স্ত্রী প্রিয়জনের সহিত মিলনের আশায় অতিশয় দুঃখিনী হইয়া শেষে সেই আশা ত্যাগ করিয়া সুখী হইয়াছিল।

অনারম্ভেঽপি পরগৃহে সুখী সর্পবৎ ॥ ৪।১২

যতীদের পক্ষে অনারম্ভ (গৃহাদি নির্ম্মাণের উদ্যম) না করাই শ্রেয় তাহাতে নানা বিঘ্ন ও দুঃখ আসে। সর্প যেমন মুষিকনির্ম্মিত বিলে প্রবেশ করিয়া সুখে বাস করে, মুনিদের পক্ষেও সেইরূপ প্রস্তুত গৃহাদিতে বাস করা শ্রেয়।

বহুশাস্ত্রগুরূপাসনেঽপি সারাদানং ষট্‌পদবৎ ॥ ৪।১৩

বহুশাস্ত্রের ও গুরুর উপাসনা করিলেও সারগ্রহণ করা বিধেয়, ষট্‌পদের মত। ষট্‌পদ বা মধুমক্ষিকা যেরূপ নানা পুষ্প হইতে সারভূত মধুকে গ্রহণ করে, তদ্বৎ।

ইষুকারবৎ নৈকচিত্তস্য সমাধিহানিঃ ॥ ৪।১৪

ইষুকারের মত একচিত্ত হইলে সমাধিহানি হয় না। জনৈক ইষুকার বা শরনির্ম্মাতা এরূপ একাগ্রচিত্ত হইয়া শর-নির্ম্মাণ করিতেছিল যে, তাহার নিকট দিয়া সসৈন্যে রাজা চলিয়া গেলেও সে তাহা জানিতে পারে নাই। সেইরূপ একাগ্রচিত্ত হইয়া সমাধিসাধন কর্ত্তব্য।

ব্রতনিয়মলঙ্ঘনাদানর্থক্যং লোকবৎ ॥ ৪।১৫

লৌকিক ব্যবহারে যেরূপ নিয়মাদি লঙ্ঘন করিলে অনর্থ সঙ্ঘটিত হয়, পরমার্থ বিষয়েও সেইরূপ ব্রত এবং শৌচাদি নিয়ম লঙ্ঘন করিলে পরমার্থসিদ্ধি ঘটে না।

তদ্বিস্মরণেঽপি ভেকীবৎ॥ ৪।১৬

তত্ত্বজ্ঞান বিস্মরণেও অনর্থ ঘটে, ভেকীর আখ্যায়িকার মত। এক রাজা বনে এক সুন্দরী কন্যাকে দেখিয়া তাহার পাণিগ্রহণের ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। কন্যা সম্মতা হয়, কিন্তু এই সময় বা সর্ত্ত করে যে "আমাকে কখনও জলাশয় দেখাইতে পারিবেন না।" রাজা সেই সময় করিলেন। একদিন সেই স্ত্রী শ্রান্ত হইয়া জলাশয়ে লইয়া যাইবার জন্য রাজাকে অনুরোধ করে। রাজা পূর্ব্বের নিয়ম বিস্মৃত হইয়া রাণীকে জলাশয়ে লইয়া গেলে, ভেকরাজ-দুহিতা সেই রাণী জলাশয়ে ভেকী হইয়া প্রবেশ করিল। রাজা সেই বিস্মৃতির ফলে অত্যন্ত দুঃখার্ত্ত হইয়া জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। যতীদের পক্ষেও তত্ত্বজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া সাধন লঙ্ঘন করিলে এইরূপ দুঃখ ঘটে।

নোপদেশশ্রবণেঽপি কৃতকৃত্যতা পরামর্শাদৃতে বিরোচনবৎ॥ ৪।১৭

পুনঃ পুনঃ অভ্যাসব্যতিরেকে দুই একবার মাত্র উপদেশ শ্রবণ করিলেই কৃতকৃত্যতা হয় না, বিরোচনের মত। বিরোচন প্রজাপতির নিকট তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া যান এবং একবার উপদেশ লয়েন। তাহার পর আর সে বিষয়ের আলোচনা না করাতে ঐ উপদেশের কিছুই ফল পান নাই।

দৃষ্টস্তয়োরিন্দ্রস্য॥ ৪।১৮

বিরোচনের সহিত ইন্দ্রও জিজ্ঞাসু হইয়া গিয়াছিলেন। ইন্দ্র পুনঃ পুনঃ তত্ত্ববিষয়ক আলোচনা করিয়া প্রজাপতির নিকট সমস্ত শঙ্কা নিরাস করিয়া লয়েন, তাহাতে ইন্দ্রের সম্যক্ জ্ঞানলাভ হয়।

অতএব ইন্দ্র ও বিরোচন এই দুয়ের মধ্যে তত্ত্ববিষয়ের পরামর্শ বা পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করাতে ইন্দ্রের জ্ঞানলাভ হইয়াছিল দেখা যায়।

প্রণতিব্রহ্মচর্য্যোপসর্পণানি কৃত্বা সিদ্ধির্বহুকালাৎ তদ্বৎ ॥ ৪।১৯

দীর্ঘকাল প্রণতি, ব্রহ্মচর্য্য এবং গুরু আরাধন করিলে সিদ্ধি হয়, ইন্দ্রের মত। ইন্দ্র ঐরূপ করিয়াই প্রজাপতির নিকট জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

ন কালনিয়মঃ বামদেববৎ ॥ ৪।২০

বামদেব মাতৃগর্ভেই জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং পরমার্থ বিষয়ে কালের নিয়ম নাই। সর্ব্বকালেই সাধন করিলে সকলের মোক্ষ হইতে পারে।

অধ্যস্তরূপোপাসনাৎ পারম্পর্য্যেণ যজ্ঞোপাসকানামিব ॥ ৪।২১

প্রকৃত তত্ত্বোপাসনাতে সামর্থ্য না থাকিলে তত্ত্বের অধ্যস্তরূপের (যেমন জ্যোতির মধ্যে অস্মিতা তত্ত্বের ধ্যান) উপাসনা করিলে পরম্পরাক্রমে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের লাভ হয়। যজ্ঞোপাসনা ইহার উদাহরণ। তাহাতে যেমন অপ্রত্যক্ষদেবতার শব্দময় প্রতীকের উপাসনা করিয়া ফললাভ হয়, তদ্বৎ।

বিরক্তস্য হেয়হানমুপাদেয়োপাদানং হংসক্ষীরবৎ ॥ ৪।২৩

বৈরাগ্যবান্ মুমুক্ষুরা হেয় সংসারকে ত্যাগ করেন, আর উপাদেয় বিবেককে গ্রহণ করেন। যেরূপ হংস নীরকে ত্যাগ করিয়া ক্ষীরকে গ্রহণ করে, তদ্বৎ।

ন ভোগাদ্ রাগশান্তি র্মুনিবৎ ॥ ৪।২৭

কণ্ব, সৌভরি প্রভৃতি মুনিদের ভোগ করিয়াও রাগের নিবৃত্তি হয় নাই। সেইরূপ ভোগের দ্বারা কদাপি রাগের শান্তি হয় না; বরং অনলে ঘৃতাহুতির ন্যায় উহা বাড়িয়া যায়। অনলে অধিক ঘৃত দিলে যেমন তৎপরেই অনলের কিছু মন্দীভাব হয়, সেইরূপ

অতিভোগের দ্বারা কিছু অবসাদ হয় মাত্র। পরে যেরূপ অগ্নি ভৃশ প্রদীপ্ত হয়, অবসাদের পর ভোগলালসাও সেইরূপ উদ্দীপিত হয়।

ন মলিনচেতসি উপদেশবীজপ্ররোহঃ অজবৎ ॥ ৪।২৯

মলিনচিত্তে উপদেশবীজের প্ররোহ হয় না। শোকার্ত্ত অজরাজকে বশিষ্ঠ উপদেশ করিলেও কিছু ফল হয় নাই।

নাঽঽভাসমাত্রমপি মলিনদর্পণবৎ ॥ ৪।৩০

মলিনদর্পণে যেরূপ প্রকৃষ্টরূপে প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ বিক্ষিপ্ত চিত্তে পুরুষের স্বরূপ বিকৃত বোধ হয়। অমলিন দর্পণে যেরূপ প্রতিবিম্ব যথাযথ দৃষ্ট হয়, সমাহিত চিত্তে (বিবেক জ্ঞান কালে) সেইরূপ পুরুষের যথার্থ জ্ঞান হয়।

ন তজ্জস্যাপি তদ্রূপতা পঙ্কজাদিবৎ ॥ ৪।৩১

যাহা হইতে যাহা জন্মায়, তাহার সহিত জনকের একান্ত-সরূপতা থাকে না, যেমন পঙ্ক ও পঙ্কজ।

এই রূপেই কারণে ও কার্য্যে ভেদ হয়। সৎ বা অসৎকুলে জন্ম হইলে কুলোচিত গুণের ব্যত্যয় দেখা যায়। অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি সঞ্জাত হইলেও বিবেকজ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধির মোক্ষলাভে সামর্থ্য থাকে ইত্যাদি।

অচেতনত্বেঽপি ক্ষীরবৎ চেষ্টিতং প্রধানস্য ॥ ৩।৫৯

প্রধান অচেতন হইলেও তাহার চেষ্টা হয়, যেমন মাতৃস্তনস্থ অচেতন দুগ্ধের চেষ্টা হয়, তদ্বৎ। ইহার দ্বারা অচেতনের চেষ্টামাত্র লক্ষিত হয়। কেহ কেহ দৃষ্টান্তের সর্ব্বাংশ গ্রহণরূপ দোষে ভ্রান্তচিত্ত হইয়া বলেন যে, "চেতন প্রাণীর অধিষ্ঠানেই দুগ্ধের চেষ্টা হয়"। সাংখ্যেরাও বলিতে পারেন, চেতন পুরুষের অধিষ্ঠানেই প্রধানের এই আত্মভাবকে সৃষ্টিকরণের চেষ্টা হয়। "পুরুষাধিষ্ঠিতা প্রকৃতিঃ প্রবর্ত্ততে" ইহাই সাংখ্যের মত। কারিকাতেও এই উপমা আছে, যথা—

ইত্যেষ প্রকৃতিকৃতো মহদাদিবিশেষভূতপর্য্যন্তঃ।
প্রতিপুরুষবিমোক্ষার্থং স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভঃ॥ ৫৬॥
বৎসবিবৃদ্ধি-নিমিত্তং ক্ষীরস্য চেষ্টিতং যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য।
পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য॥ ৫৭॥

অন্বয়ঃ—মহদাদিবিশেষভূতপর্য্যন্তঃ প্রকৃতিকৃতঃ প্রতিপুরুষবিমোক্ষার্থঃ স্বার্থঃ ইব পরার্থঃ ইত্যেষ আরম্ভঃ। ৫৬।

অন্বয়ঃ—অজ্ঞস্য ক্ষীরস্য যথা বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং প্রবৃত্তিঃ তথা পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং প্রধানস্য প্রবৃত্তিঃ। ৫৭।

অর্থ—মহত্তত্ত্ব হইতে স্থূলভূত পর্য্যন্ত প্রকৃতিকৃত এই যে আরম্ভ বা সর্গব্যাপার, তাহা প্রতিপুরুষের বিমোক্ষের জন্য। কিন্তু তাহা প্রকৃতির স্বার্থের জন্য বোধ হইলেও, বস্তুত কিন্তু পরের বা পুরুষের অর্থেই প্রকৃতির সেই আরম্ভ।

যেমন অজ্ঞ দুগ্ধ বৎসবিবৃদ্ধির জন্য ক্ষরণরূপ চেষ্টা করে (অর্থাৎ দুগ্ধক্ষরণ যেরূপ মাতার ইচ্ছাহীন ও বিচারহীন চেষ্টা), সেইরূপ পুরুষের বিমোক্ষের জন্য (ভোগের জন্যও বটে) প্রধানের প্রবৃত্তি হয়। অর্থাৎ প্রধান স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক বা অন্য কাহারও ইচ্ছায় প্রবর্ত্তিত হয় না, কিন্তু তাহা স্বীয় ক্রিয়াশীল-স্বভাবেই প্রবর্ত্তিত হয়। ইচ্ছা, প্রধান ও পুরুষের সংযোগ হইতে হয়, সুতরাং তাহা প্রধানের চেষ্টার হেতু হইতে পারে না। বায়ু আদি অচেতন দ্রব্যের যেরূপ চেষ্টা, প্রধানেরও সেইরূপ চেষ্টা। সেই চেষ্টার ফল পুরুষের ভোগ সমাপন করিয়া অপবর্গ-নিষ্পাদন।

পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবদ্ উভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ॥ সাং কাঃ ২১॥

অন্বয়ঃ—পুরুষস্য কৈবল্যার্থং (পুরুষের কৈবল্য জন্য) তথা প্রধানস্য দর্শনার্থং (আর প্রধানকে দর্শনের জন্য) উভয়োঃ (তদুভয়ের)

পঙ্গু-অন্ধবৎ সংযোগঃ (পঙ্গু এবং অন্ধের ন্যায় সংযোগ) তৎকৃতঃ সর্গঃ (সেই সংযোগ হইতে সর্গ বা সৃষ্টি)। ২১।

অর্থ—পুরুষের কৈবল্যের জন্য এবং প্রধানের দর্শনের জন্য সর্গ হয়; অর্থাৎ অপবর্গ ও ভোগ এই দুই কার্য্যই পুম্প্রকৃতির সংযোগের কার্য্য। সেই সংযোগ হইতে সর্গ বা সৃষ্টি হয়। এই সংযোগ পঙ্গু ও অন্ধের সংযোগের মত।

জনৈক পঙ্গু ও জনৈক অন্ধ নিঃসহায় অবস্থায় বনে মিলিত হয়। পঙ্গু গমনশক্তির এবং অন্ধ দর্শনশক্তির অভাবে বন হইতে লোকালয়ে যাইতে অক্ষম। তাহারা যুক্তি করিয়া উপায় স্থির করত পঙ্গু অন্ধের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পথ প্রদর্শনপূর্ব্বক বনপার হইয়া লোকালয়ে আসিল। নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা পুরুষ এবং ক্রিয়াশীল অচেতন প্রকৃতি, দুইএর সংযোগের সহিত এই উপমার সাদৃশ্য আছে। এস্থলেও কেহ কেহ উপমার সর্ব্বাংশগ্রহণদোষে ভ্রান্ত হইয়া বলেন "পঙ্গু কথার দ্বারা অন্ধকে চালনা করে, পুরুষ কিরূপে প্রকৃতিকে চালনা করেন?" এই বালোচিত আপত্তির উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক। চন্দ্রমুখ বলিলে বালেরাই সেই মুখেতে মৃগাঙ্ক খুঁজিয়া থাকে।

ঔৎসুক্যনিবৃত্ত্যর্থং যথা ক্রিয়াসু প্রবর্ত্ততে লোকঃ।
পুরুষস্য বিমোক্ষার্থং প্রবর্ত্ততে তদ্বদব্যক্তম্॥ সাং কাঃ ৫৮॥

অন্বয়ঃ—যথা লোকঃ ঔৎসুক্য-নিবৃত্ত্যর্থং ক্রিয়াসু প্রবর্ত্ততে, তদ্বৎ অব্যক্তং পুরুষস্য বিমোক্ষার্থং প্রবর্ত্ততে। ৫৮।

অর্থ—ঔৎসুক্য-নিবৃত্তির জন্য লোকে যেরূপ ক্রিয়াতে প্রবর্ত্তিত হয়, পুরুষের বিমোক্ষের জন্য সেইরূপ অব্যক্ত প্রবর্ত্তিত হয়। এইরূপ উপমায় ইহা বুঝিতে হইবে না কি—লোকে যেরূপ মনে মনে কল্পনা করিয়া ঔৎসুক্য করে; জড়া প্রকৃতিও সেইরূপ করিয়া প্রবৃত্তা হয়। এই ঔৎসুক্য দুগ্ধক্ষরণের ন্যায় অচেতন ক্রিয়া।

রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ॥ সাং কাঃ ৫৯॥

অন্বয়ঃ—নর্ত্তকী যথা রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নৃত্যাৎ নিবর্ত্ততে তথা প্রকৃতিঃ আত্মানং (নিজেকে) পুরুষস্য প্রকাশ্য (পুরুষের নিকট প্রকাশ করিয়া) নিবর্ত্ততে। ৫৯।

অর্থ—যেমন রঙ্গ দেখাইয়া নর্ত্তকী যবনিকার অন্তরালে নিবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ নিজেকে প্রকাশ বা ব্যক্ত করিয়া (যে ব্যক্ততার কার্য্য ভোগ ও অপবর্গরূপ রঙ্গ) প্রকৃতি নিবর্ত্তিত হয় বা অব্যক্তাবস্থায় যায়।

নানাবিধৈরুপায়ৈরুপকারিণ্যনুপকারিণঃ পুংসঃ।
গুণবত্যগুণস্য সতস্তস্যার্থমপার্থকং চরতি॥ সাং কাঃ ৬০॥

অন্বয়ঃ—নানাবিধৈঃ উপায়ৈঃ উপকারিণী গুণবতী (গুণযুক্ত; পক্ষে ত্রিগুণা প্রকৃতি) তস্য অনুপকারিণঃ সতঃ অগুণস্য পুংসঃ অর্থম্—অপার্থং (নিরর্থক) চরতি। ৬৯।

অর্থ—গুণবতী প্রকৃতি নানাবিধ উপায়ের দ্বারা অনুপকারী নির্গুণ সৎ পুরুষের অর্থ নিরর্থক (নিজের কোনও অর্থে নহে) সাধন করে।

প্রকৃতির চেষ্টা যেন কোন নিঃস্বার্থপর ব্যক্তির উপকারের মত। আর পুরুষ নির্গুণ সুতরাং এবিষয়ে তাঁহার আচরণ গুণহীন অনুপকারী ব্যক্তির মত, যে কেবল উপকার গ্রহণ করে কিন্তু কখনও প্রত্যুপকার করে না।

প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতিঃ।
যা দৃষ্টাস্মীতি ন পুনঃ দর্শনম্ উপৈতি পুরুষস্য॥ সাং কাঃ ৬১॥

অন্বয়ঃ—প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিৎ অস্তি ইতি মে মতিঃ, যা দৃষ্টা অস্মি ইতি পুনঃ পুরুষস্য ন দর্শনম্ উপৈতি। ৬১।

অর্থ—প্রকৃতি হইতে সুকুমারতর আর কিছু নাই, ইহা আমার মনে হয়। যেহেতু তাহা একবার যদি দৃষ্টা হয়, তবে আর কখনও পুরুষের দর্শন-পথে আসে না। ভোগ ও অপবর্গ সাধন করিয়া যদি

প্রকৃতি দৃষ্টা হয়, তবে তাহার পুনঃ ব্যক্ত হইবার কারণ না থাকাতে তাহা শাশ্বত কালের জন্য সেই পুরুষের নিকট অব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়।

তেন নিবৃত্তপ্রসবামর্থবশাৎ সপ্তরূপবিনিবৃত্তাম্।

প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবদবস্থিতঃ স্বস্থঃ। সাং কাঃ ৬৫।

অন্বয়ঃ—তেন (তত্ত্বাভ্যাসের দ্বারা) অর্থবশাৎ (পুরুষার্থের আচরণে) নিবৃত্তপ্রসবাং সপ্তরূপবিনিবৃত্তাং প্রকৃতিং প্রেক্ষকবৎ অবস্থিতঃ স্বস্থঃ পুরুষঃ পশ্যতি। ৬৫।

অর্থ—বিবেক জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্তপ্রসবা সুতরাং (জ্ঞানব্যতীত) সপ্তরূপ হইতে বিনিবৃত্তা যে প্রকৃতি, তাহাকে সাক্ষীর মত অবস্থিত, স্বস্থ পুরুষ দর্শন করেন। পুরুষ যেন সাক্ষীর মত নির্লিপ্ত।

দৃষ্টা ময়েত্যুপেক্ষকঃ একঃ দৃষ্টাহমিত্যুপরমত্যন্যা।

সতি সংযোগেঽপি তয়োঃ প্রয়োজনং নাস্তি সর্গস্য॥ সাং কাঃ ৬৬॥

অন্বয়ঃ—ময়া দৃষ্টা (আমার দ্বারা প্রকৃতি দৃষ্টা হইয়াছে) ইতি একঃ (পুরুষ) (উপরমতি), দৃষ্টা অহম্ ইতি অন্যা (প্রকৃতি) উপরমতি। তয়োঃ সংযোগে সতি অপি সর্গস্য প্রয়োজনং নাস্তি। ৬৬।

অর্থ—'আমি দেখিয়াছি' ইহা ভাবিয়া একজন (পুরুষ) উপেক্ষক হন, আর 'আমাকে দেখিয়াছে' ইহা ভাবিয়া একজন (প্রকৃতি) নিবৃত্তা হন। তখন সংযোগ থাকিলেও প্রয়োজনাভাবে আর সর্গ হয় না।

পুরুষকে ও প্রকৃতিকে যেন দুই ব্যক্তি কল্পনা করিয়া এই উপমা করা হইয়াছে। বস্তুত কিন্তু বিবেককালে এইরূপ ঘটে—বিবেক-জ্ঞান হইলে সমস্ত ভোগকে দুঃখময় জানিয়া পরবৈরাগ্য আইসে। তাহাই পরম উপেক্ষা (ভোগকে)। কিন্তু বিবেককালেও পুংপ্রকৃতির সংযোগ থাকে, কারণ বিবেক এক প্রকার বুদ্ধি বা জ্ঞান। তাহাতে 'আমি জানিতেছি' এরূপ ভাব থাকে, সুতরাং সংযোগও থাকে। কিন্তু ভোগের দিকে উপেক্ষা ঘটাতে আর সেই সংযোগ হইতে সৃষ্টি হয় না,

কিন্তু সৃষ্টির নিবৃত্তিই হইতে থাকে। সেই অবস্থার অন্য উপমা 'দগ্ধবীজ।' যেমন ভাজাবীজ ঠিক বীজের মতই থাকে, কিন্তু তাহা হইতে আর অঙ্কুর হয় না, সেইরূপ বিবেককালে সংযোগ থাকিলেও বৈরাগ্যহেতু আর প্রপঞ্চ উৎপন্ন হয় না।

সম্যগ্ জ্ঞানাধিগমাদ্ ধর্ম্মাদীনাম্ অকারণপ্রাপ্তৌ।
তিষ্ঠতি সংস্কারবশাৎ চক্রভ্রমিবদ্ ধৃতশরীরঃ॥ কারিকা, ৬৭॥

অন্বয়ঃ—সম্যগ্ জ্ঞানাধিগমাৎ (সম্যক্ জ্ঞানাধিগম হইতে) ধর্ম্মদীনাম্ অকারণপ্রাপ্তৌ (ধর্ম্মাদির প্রবৃত্তির হেতু না ঘটাতে; আর সুখ দুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ এবং নূতন কর্ম্মসংস্কার উৎপন্ন হয় না) সংস্কারবশাৎ (আয়ু নামক কর্ম্মফলের হেতুভূত যে সংস্কার, তদ্বশে) চক্রভ্রমিবৎ ধৃতশরীরঃ (যোগী) তিষ্ঠতি। ৬৭।

অর্থ—সম্যক্ জ্ঞানের অধিগম হইলে ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য এই সপ্তভাবের প্রবৃত্তির আর হেতু থাকে না, অর্থাৎ তখন আর নূতন বা ক্রিয়মাণ কর্ম্ম থাকে না। তখন আরব্ধ কর্ম্মের সংস্কারবশে যোগী ধৃতশরীর হইয়া থাকেন। যেমন চক্রকে ঘুরাইয়া দিলে সংস্কারবশে তাহা কতক কাল ঘুরে, তদ্বৎ।

যখন বিবেকজ্ঞানে চিত্ত আপ্যায়িত থাকে, তখন ধর্ম্মাদি প্রবৃত্তির আর অবসর থাকে না; সুতরাং তাহারা নিবৃত্ত হয়। ধর্ম্মাদির সংস্কার হইতে কর্ম্মেচ্ছা হয়, আর তদ্দ্বারা কর্ম্ম বা ইচ্ছামূলক করণ চেষ্টা হয়। বিবেকজ্ঞান সদাই চিত্তে থাকিলে আর ইচ্ছা উঠিতে পারে না, সুতরাং ইচ্ছার মূলীভূত সংস্কার নষ্ট হয় এবং ইচ্ছামূলক কর্ম্মও নষ্ট হয়। তখন পূর্ব্বেকার আরব্ধ কর্ম্ম * হইতে যে শরীর উৎপন্ন হইয়াছে ঐ

* আজকালকার কোন কোন "জ্ঞানী" মনে করে যে "আমার জ্ঞান হইয়াছে, এখন কেবল প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করিতেছি।" এই মনে করিয়া তাহারা সমস্ত কর্ম্মই করিয়া থাকে। কর্ম্ম অর্থে ইচ্ছামূলক করণ চেষ্টা; আরব্ধ কর্ম্ম অর্থে পূর্ব্বকর্ম্মের

শরীর কিছুদিন থাকিয়া নষ্ট হইয়া যায়। কারণ ইচ্ছাপূর্ব্বক নূতনকর্ম্ম (আহারাদি) না করিলে শরীর থাকিতে পারে না। যেমন অগ্নিতে নূতন করিয়া কাষ্ঠ না দিলে ক্রমশ পূর্ব্বকাষ্ঠ পুড়িয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, সেইরূপ বিবেকীর শরীরও কিছুকালে নষ্ট হইয়া যায়। সে সময়ে আর সঞ্চিত পূর্ব্বসংস্কার না থাকাতে চিত্তাদির ক্রিয়া হয় না, তবে যোগী পরানুগ্রহের জন্য নির্ম্মাণচিত্ত ধারণ করিয়া জ্ঞানধর্ম্মের উপদেশ দিতে পারেন। নির্ম্মাণচিত্ত স্বেচ্ছানুসারে নির্ম্মিত হয়, সুতরাং স্বেচ্ছানুসারে ক্ষণমাত্রেই বিলীন করা যায়; অতএব তাহা বন্ধের কারণ হয় না।

নিরাহারে ও নিষ্কর্ম্মে শরীর অল্পাধিক দিন জীবিত থাকে। তাহাই চক্রভ্রমির দৃষ্টান্তের সহিত মিলে। আরব্ধ কর্ম্মের ফলের মধ্যে তখন কিয়ৎকাল আয়ুরই ভোগ হয়। নচেৎ সেই জীবন্মুক্ত যোগীকে সুখ ও দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না। কিঞ্চ জাতি বা জন্মও আর জীবনকালে ঘটার সম্ভব নাই। সুতরাং জাতি, আয়ু ও সুখদুঃখ ভোগ এই ত্রিবিধ কর্ম্মফলের মধ্যে কেবল কিয়ৎকাল যাবৎ আয়ুরই ভোগ হয়।

বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হইলেই তৎক্ষণাৎ কৃতকৃত্যতা হয় না। সেই বিবেক, অভ্যাসের দ্বারা সর্ব্বদা চিত্তে প্রতিষ্ঠিত হইলে অর্থাৎ ধর্ম্মমেঘ নামক সমাধি হইলে তবেই কৃতকৃত্যতা হয়। বিবেক উৎপন্ন হইলেও সাধন থাকে। যোগসূত্র যথা—"তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ" (৪।২৭) "হানমেষাং ক্লেশবদুক্তম্" (৪।২৮)—অর্থাৎ বিবেকের ছিদ্রেও সংস্কার হইতে অন্য প্রত্যয় উঠে। তাহাদিগকেও ক্লেশের মত হান বা

সংস্কার হইতে যে কর্ম্মফলভোগ। কর্ম্মফল—জন্ম, আয়ু ও সুখ-দুঃখ ভোগ। আরব্ধ কর্ম্ম হইতে ঐ তিন ফলেরই মাত্র ভোগ হইতে পারে। নচেৎ দিবারাত্র আহার-নিদ্রাদি কর্ম্মে ইচ্ছাপূর্ব্বক যাহারা ব্যাপৃত তাহাদের শুদ্ধ প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ হয় না, পরন্তু শত শত ক্রিয়মাণ কর্ম্মও হইতে থাকে। এইরূপে ভ্রান্তব্যক্তি অনেক আছে।

ত্যাগ করিতে হইবে। এই অবস্থায় যোগীরা কেবলমাত্র শারীর কর্ম্ম করিয়া প্রাণধারণ করেন। বিবেক-খ্যাতিকে সম্পূর্ণ করিবার জন্যই ঐরূপ করা (শরীরধারণ) আবশ্যক হয়। বিবেক-খ্যাতি সম্পূর্ণ হইয়া পরবৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তের শাশ্বত শান্তি হইলে, চক্রভ্রমির মত কিয়ৎ-কাল আরব্ধ কর্ম্মের আয়ু নামক ফল ভোগ করিয়া শরীর পঞ্চত্ব পায়, যোগী কৈবল্য প্রাপ্ত হন। কারিকা যথা :—

প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধানবিনিবৃত্তেঃ।
ঐকান্তিকমাত্যন্তিকম্ উভয়ং কৈবল্যমাপ্নোতি ॥ ৬৮ ॥

অন্বয় :—শরীরভেদে প্রাপ্তে চরিতার্থত্বাৎ প্রধানবিনিবৃত্তৌ ঐকান্তিকম্ আত্যন্তিকম্ উভয়ং কৈবল্যম্ আপ্নোতি। ৬৮।

অর্থ—শরীর পঞ্চত্ব পাইলে (বিবেকাভ্যাস সম্পূর্ণ হইলে পর) চরিতার্থত্বহেতু প্রধান বিনিবৃত্ত হয় অর্থাৎ তৎকার্য্য বুদ্ধ্যাদি বিলীন হয়। তাহাতে সেই পুরুষের ঐকান্তিক বা সম্যক্ এবং আত্যন্তিক বা শাশ্বত কৈবল্য হয়।

সমাপ্ত।

প্রিণ্টার—শ্রীবিহারীলাল নাথ,
এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৯, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা।
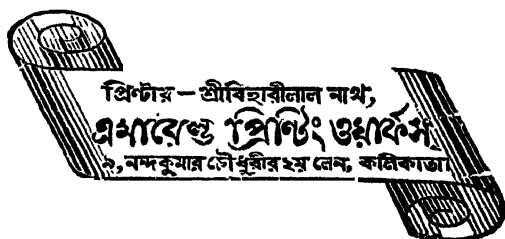
তত্ত্বেক্ষিত। (সাংখ্যতত্ত্বালোক দ্রষ্টব্য)
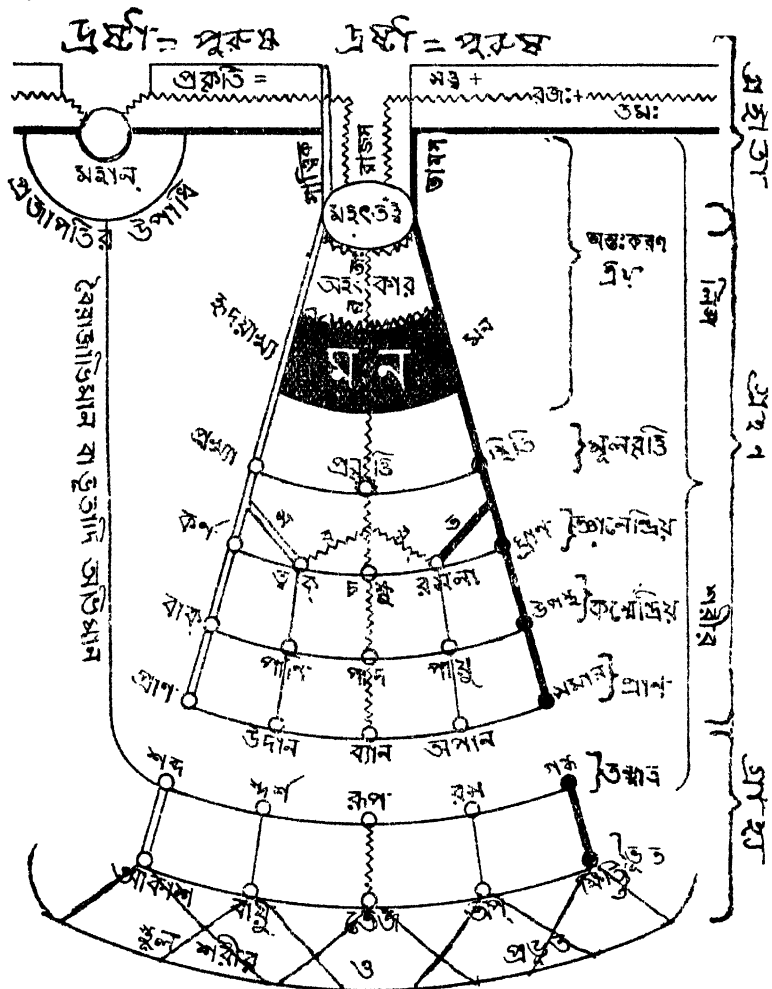
শ্বেতস্থান = সত্ত্ব ; তরঙ্গায়িত রেখা = রজ ; কৃষ্ণস্থান = তম।

	সাত্ত্বিক	সাঃ রাঃ	রাজস	রাঃ তাঃ	তামস
প্রখ্যাভেদ	প্রমাণ	স্মৃতি	প্রবৃত্তি বিজ্ঞান	বিকল্প	বিপর্য্যয়
প্রবৃত্তি „	সঙ্কল্প	কল্পন	কৃতি	বিকল্পন	বিপর্য্যস্ত চেষ্টা
স্থিতি „	প্রমাণ সংস্কার	স্মৃতি সংস্কার	প্রবৃত্তি সং	বিকল্প সং	বিপর্য্যয় সং

সাংখ্যযোগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামি হরিহরানন্দ আরণ্য সঙ্কলিত

পাতঞ্জল যোগদর্শন।

(পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)।

সূত্র, ব্যাসভাষ্য, ভাবানুবাদ, ভাষ্যের ভাষাটীকা, সাংখ্যতত্ত্বালোক ও সাংখ্যীয় প্রকরণমালা সমন্বিত।

আকার সুবৃহৎ; রয়াল ৮ পেজী, প্রায় ৫৫০ পৃষ্ঠা।

যোগসম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দর্শনশাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিত দ্বারা সঙ্কলিত গ্রন্থইতো অতি বিরল; তন্মধ্যে আবার প্রকৃতযোগজ্ঞানসম্পন্ন ক্রিয়াবান্ সাধকের সঙ্কলিত গ্রন্থ একেবারেই নাই। সেই জন্যই এই গ্রন্থের প্রচার। এই গ্রন্থের প্রণেতা একদিকে যেমন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়বিধ দর্শনশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত, অপর দিকে আবার বিজন পর্ব্বতগুহায় দীর্ঘকাল সাধনা দ্বারা যোগাভ্যাসে সবিশেষ অভিজ্ঞ। বিদ্বন্মণ্ডলী কর্তৃক এই গ্রন্থ কিরূপ প্রশংসিত হইয়াছে তাহা নিম্নে দ্রষ্টব্য।

কলেজ লাইব্রেরীতে রাখার জন্য বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট এই গ্রন্থের ৫০ খণ্ড ক্রয় করিয়াছিলেন।

মূল্য ৩॥০, মাশুল ॥০ আনা।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম :—

"* * সঙ্কলয়িতুঃ পণ্ডিতপ্রবরস্য স্বামিনো গভীর বিদ্যাবুদ্ধিনৈপুণ্যমনুভূয় সুপ্রীতেন ময়া তাবদিদমুচ্যতে গ্রন্থোঽয়ং যোগজিজ্ঞাসূনাং পণ্ডিতানামুপকারিতয়াতীব সমাদরভাজনং ভবিতুমর্হতি। * * কিং বহুনৈতদ্‌গ্রন্থসমালোচনয়া যোগজিজ্ঞাসূনাং যোগ বিজ্ঞানবাসনা সফলীভবত্যেবেতি।"

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বৈকুণ্ঠনাথ বেদান্তবাচস্পতি :—

"* * যোগদর্শন (বা যে কোন দর্শন) এমন আকারে, এমন প্রকারে কেহই এতদিন প্রকাশ করেন নাই, যোগতত্ত্ব বুঝাইতে এ গ্রন্থে যে প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে তাহা বর্ত্তমান কালের সম্পূর্ণ উপযোগী ও অনুকূল। অধিক কি বলিব, অন্যনিরপেক্ষ হইয়াও এ গ্রন্থ আয়ত্ত করা যাইতে পারে, এমন সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যাবিশ্লেষণাদি করা হইয়াছে। এ গ্রন্থের আদর না করিবেন, এমন পণ্ডিত, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত বা তত্ত্বানুসন্ধিৎসু নাই; যদি থাকেন, তিনি হতভাগ্য, তাঁহার মঙ্গল বহুজন্মে সাধ্য।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ :—

" * * ইদানীন্তন কালে যে সকল অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে অনেক অনুবাদই শব্দানুবাদ ; শব্দানুবাদ দ্বারা মূলের তাৎপর্য্যাবগতির সম্ভাবনা নাই। পরন্তু আপনার প্রকাশিত অনুবাদ সেরূপ নহে। ইহা প্রকৃতই অর্থানুবাদ ; ইহা পাঠ করিলে পাঠকবৃন্দ যোগের স্থূল তাৎপর্য্যাবধারণে সমর্থ হইবেন। বলা বাহুল্য আপনার এই পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায় দেশের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে।"

Rai Rajendra Chandra Sastri Bahadur M. A. :—

" * I consider it a work of rare merit. It is a comprehensive treatise in Bengali on the subject and deserves a careful perusal by all who wish to study *Yoga* unaided. The exposition of the principles of *Yoga* as contained in the hook is lucid and argues a thorough mastery of the subject by the author."

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ :—

" * * গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে। নব্য সম্প্রদায়ের বিশেষ উপকারী হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। বলিতে কি আমি যে সাংখ্যবঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছি তাহা অপেক্ষা ইহা অনেক উৎকৃষ্ট।"

লাহোরের Tribune, Punjabee ও Hope পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল রায় :—

* * * বস্তুতই ইহাকে এরূপে ইংরাজী ভাষায় গ্রথিত করা চাই যাহাতে যথার্থই একটী অক্ষয় কীর্ত্তির স্তম্ভস্বরূপ (আমার বা অপর কাহারও নহে, আর্য্য শাস্ত্রের হইয়া দাঁড়াইতে পারে। "নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলং" এই পুস্ত পড়িয়া যেরূপ উপলব্ধি হয় তাহা আর কিছুর দ্বারা হয় না। সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র যে ... অমূল্য পদার্থ ও মানুষের জ্ঞানের চরম সীমায় উপস্থিত তাহা Europe-কে বুঝাইবার ইহা প্রধানতম উপায় * * *।"

বর্দ্ধমানের উকীল ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল :—

"* * "সাংখ্যীয় প্রাণতত্ত্ব" নামক প্রকরণ পাইয়া আমূলাগ্র পড়িলাম। আমি মূ গ্রন্থের তত্ত্বোপলব্ধি করা আমার সাধ্যাতীত। তথাপি যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি। কোন মহাত্মা আমার প্রতি কৃপা করি আমাকে এই রত্নোপহার দিয়াছেন তাহা জানি না ; হয়ত আমি জানিবার অধিকা নহি। যাহা হউক গ্রন্থ পাইয়া আমি ধন্য হইয়াছি। * * প্রাণতত্ত্ব পুনঃ পুনঃ অধ্যয় করিবার ইচ্ছা রহিল।"

প্রথম সংস্করণ যোগদর্শন এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে। ডাক মাশুল সহ ২৷৹ মূল্যে দেওয়া হইবে।